বাংলা আজ যা ভাবে

সংবাদ নয়া জামানা

www.nayajamana.com ১১ বৈশাখ ।। ১৪৩৩।। শনিবার ২৫এপ্রিল ২০২৬ ।। ১১ ম বর্ষ ৪৬৭ সংখ্যা।।১৪ পাতা বুলেটিন সংখ্যা

চার মে-র পর সব বিচার হবে

নির্যাতিতার মায়ের পাশে মোদী

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ রাজ্যে পরিবর্তনের মেঘ ঘনিয়েছে, প্রথম দফার ভোটেই তার প্রমাণ মিলেছে বলে দাবি করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। শুক্রবার উত্তর ২৪ পরগনার পানিহাটি এবং দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে জোড়া জনসভা থেকে তৃণমূল সরকারকে তীব্র আক্রমণ শানান তিনি। পানিহাটির মঞ্চে আরজি করের নির্যাতিতার মা তথা বিজেপি প্রার্থীর মাথায় হাত রেখে মোদী ঘোষণা করেন, '৪ মে-র পর সব ফাইল খুলবে, বিচার হবে।' তাঁর দাবি, তৃণমূলের শাসনে বাংলার নারীশক্তি অসুরক্ষিত। শিল্প থেকে কর্মসংস্থান; সব ক্ষেত্রেই পশ্চিমবঙ্গ আজ চরম সঙ্কটে। বারুইপুরের সভা থেকেও অনুপ্রবেশ এবং দুর্নীতির ইস্যুতে শাসকদলকে কড়া বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী।পানিহাটির সভা ছিল আক্ষরিক অর্থেই আবেগঘন। আরজি করের ঘটনার পর এই প্রথম সরাসরি নির্যাতিতার মায়ের পাশে দাঁড়িয়ে ভোট চাইলেন মোদী। মঞ্চে নির্যাতিতার মায়ের হাত ধরে তিনি বলেন, 'একজন মা নিজের মেয়েকে ডাক্তার বানিয়েছিলেন। তৃণমূলের জঙ্গলরাজ তাঁকে কেড়ে নিয়েছে। আর বলা হয়, ধর্ষণ থেকে বাঁচতে, সুরক্ষিত থাকতে চাইলে সন্ধের পর না বেরতে! এটাই তৃণমূল বলে।' প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, শাসকদল আপাদমস্তক নারীবিরোধী। এই পরিস্থিতির বদল ঘটাতে বিজেপিকে 'আশীর্বাদস্বরূপ' ভোট দেওয়ার আহ্বান জানান তিনি। মোদী স্পষ্ট করে দেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে নারী নির্যাতনের প্রতিটি বন্ধ ফাইল আবার খোলা হবে। অপরাধীদের আইন সাজা দেবেই। 'তৃণমূল অপরাধীদের আড়াল করে' বলে তোপ দাগেন তিনি।বৃহস্পতিবারের প্রথম দফার ভোটে বিপুল জনজোয়ার দেখে তৃণমূল ঘাবড়ে গিয়েছে বলে মনে করছেন প্রধানমন্ত্রী। ১৫২টি আসনে ৯২.৭১ শতাংশ ভোট পড়াকে তিনি ঐতিহাসিক রেকর্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তৃণমূলের বর্তমান অবস্থাকে 'প্রদীপ নেভার আগে জ্বলে ওঠা'র সঙ্গে তুলনা করে তাঁর কটাক্ষ, 'ভোট দেখে তৃণমূল নেতারা হতচকিত হয়ে গিয়েছেন। এখন ওরা গুন্ডাদের উস্কানি দিচ্ছে। আসলে প্রদীপ নেভার আগে জ্বলে ওঠে। তৃণমূলের সেই অবস্থা হয়েছে।' মোদীর দাবি, বাংলায় পরিবর্তনের যে ঝড় বইছে, তাতে এবার বহু জেলায় তৃণমূল খাতা খুলতে পারবে না। দ্বিতীয় দফায় প্রথম দফার রেকর্ডও ভেঙে দেওয়ার জন্য ভোটারদের কাছে আর্জি জানান তিনি।শিল্প ও বেকারত্ব নিয়েও সরব হন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর অভিযোগ, বিগত ১৫ বছরে তৃণমূল সুপরিকল্পিতভাবে বাংলার শিল্প ধ্বংস করেছে। ফলে রাজ্যের মেধাবী যুবকদের ভিনরাজ্যে কাজ খুঁজতে যেতে হচ্ছে। মোদী হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'তৃণমূল ক্ষমতায় থাকলে রাজ্যের বেকার যুবকেরা চাকরি পাবেন না।' নেতাজির বিখ্যাত স্লোগানকে পাথেয় করে তিনি বলেন, 'নেতাজি বলেছিলেন, তোমরা আমাকে রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। আমি বলছি, আপনারা আমাদের ভোটরূপী আশীর্বাদ দিন। কথা দিচ্ছি, তৃণমূলের মহাজঙ্গলরাজ থেকে মুক্তি দেব।' প্রধানমন্ত্রীর অভিযোগ, গত ১৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গের পরিচিতি তছনছ করে দিয়েছে শাসকদল। অনুপ্রবেশকারীরা সাধারণ মানুষের রোজগার ছিনিয়ে নিচ্ছেন।বারুইপুরের সভা থেকে মোদী মূলত তফশিলি জাতি ও উপজাতি সম্প্রদায়ের বঞ্চনার কথা তুলে ধরেন। তাঁর দাবি, উজ্জ্বলা যোজনায় বিজেপি সরকার ৩ লক্ষ তফশিলি পরিবারকে গ্যাস দিলেও তৃণমূল সরকার বহু কেন্দ্রীয় প্রকল্প আটকে রেখেছে। তিনি বলেন, 'পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়ের জন্য তৃণমূল কিছুই করেনি। তৃণমূল নিজেই দলিতবিরোধী। কেন্দ্রের প্রকল্পেও বাধা দিচ্ছে।' একইসঙ্গে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় প্রসঙ্গেও উদ্বেগের কথা জানান তিনি। মোদীর অভিযোগ, ক্যাম্পাসের দেওয়ালে দেশবিরোধী কথা লেখা হচ্ছে এবং ছাত্রদের মিছিলে হাঁটতে বাধ্য করা হচ্ছে। তাঁর প্রশ্ন, 'যে সরকার নিজের রাজ্যের সবচেয়ে বড় শিক্ষাকেন্দ্র বাঁচাতে পারে না, তারা রাজ্যকে কী বাঁচাবে? আমরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বাঁচাতে চাই।'নারী সংরক্ষণ বিল নিয়েও তৃণমূলকে কাঠগড়ায় তোলেন প্রধানমন্ত্রী। তাঁর দাবি, তৃণমূল ও তাদের সঙ্গীরা সংসদে মহিলা সংরক্ষণের বিরোধিতা করেছে কারণ তারা রাজনীতিতে মহিলাদের যোগদান চায় না। '৪ মে-র পর বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে বিজেপি ক্ষমতায় আসবে'; এই গ্যারান্টি দিয়ে মোদী বলেন, তখন পিএম এবং সিএম একসাথে উন্নয়নের কাজ করবেন। রাজ্যে পরিবর্তনের পক্ষে বৃহস্পতিবারই সিলমোহর পড়ে গিয়েছে। বাংলার নারীশক্তি এবার ভোটের বাক্সে নতুন ইতিহাস লিখবে বলেও দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন তিনি। তাঁর কথায়, 'তৃণমূল মহিলাদের উপর অনেক অত্যাচার করেছে। ৪ তারিখের পর সমস্ত অত্যাচারের হিসাব হবে। এটা মোদীর গ্যারান্টি।' অভিযোগ ও প্রতি-অভিযোগের এই আবহে মোদীর সফর ঘিরে শুক্রবার তপ্ত ছিল দক্ষিণবঙ্গের দুই জেলা। মোদীর এই 'গ্যারান্টি' শেষ পর্যন্ত ব্যালট বক্সে কতটা প্রভাব ফেলে, এখন সেটাই দেখার। ছবি সংগৃহিত।

মমতার সমর্থনে প্রচারে আসছেন কেজরিওয়াল

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ বঙ্গ রাজনীতির হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে এবার নয়া মোড়। খাস কলকাতায় তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে প্রচারে নামছেন আম আদমি পার্টির প্রধান অরবিন্দ কেজরিওয়াল। জোড়াসুর শিবিরের আমন্ত্রণে সাড়া দিয়ে এপ্রিলের শেষে তিলোত্তমায় পা রাখছেন দিল্লির প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। আগামী ২৬ ও ২৭ এপ্রিল দক্ষিণ কলকাতার হেভিওয়েট কেন্দ্র ভবানীপুরে ঘাসফুল শিবিরের হয়ে ভোট চাইবেন তিনি। দিল্লির আপ নেতৃত্ব ইতিমধ্যেই এই খবর নিশ্চিত করেছে। বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুরের ভোট আগামী ২৯ এপ্রিল। তার ঠিক তিন দিন আগে অরবিন্দ কেজরিওয়ালের এই সফরকে ঘিরে উত্তেজনার পারদ চড়ছে। টানা দু'দিন ধরে মমতার নিজের গড়ে প্রচার চালাবেন তিনি। রোড শো থেকে শুরু করে জনসভা; নানা কর্মসূচিতে অংশ নেওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে তাঁর। জাতীয় রাজনীতিতে মমতা ও কেজরিওয়ালের সখ্য নতুন কিছু নয়। একাধিকবার কেন্দ্রীয় এজেন্সির অপব্যবহার বা বিজেপি বিরোধী লড়াইয়ে একে অপরের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়িয়েছেন তাঁরা। এবার সরাসরি নির্বাচনী ময়দানে সেই বন্ধুত্বের প্রতিফলন দেখতে চলেছে বাংলা। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, ভবানীপুরের জনবিন্যাসে অবাঙালি ও হিন্দিভাষী ভোটারদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই ভোটব্যাঙ্কের কাছে কেজরিওয়ালের স্বচ্ছ ভাবমূর্তি বড় হাতিয়ার হতে পারে তৃণমূলের কাছে। সেই লক্ষ্যেই জোড়াসুর শিবিরের এই বিশেষ কৌশল। পাশাপাশি, জাতীয় স্তরে বিরোধী জোট যে একজোট রয়েছে, সেই বার্তাও স্পষ্ট করে দিতে চাইছে দুই শিবির। বাংলায় আপের নিজস্ব সংগঠন জোরালো না হলেও কেজরিওয়ালের উপস্থিতি তৃণমূল কর্মীদের উদ্দীপনা কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সব মিলিয়ে ২৬ ও ২৭ এপ্রিল ভবানীপুরের রাজপথ এক হাইভোল্টেজ রাজনৈতিক নাটকের সাক্ষী হতে চলেছে। দলীয় সূত্রে খবর, খুব শীঘ্রই তাঁর সফরের পূর্ণাঙ্গ সূচি ঘোষণা করা হবে। ছবি সংগৃহিত।

নন্দীগ্রামে জিতবে তৃণমূল, ভবানীপুরে হারবেন মমতা

তুঙ্গে অভিষেক-শুভেন্দু দ্বৈরথ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটের ময়দানে বাগযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন একে অপরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী। একদিকে ডায়মন্ড হারবারের মাটি থেকে নন্দীগ্রামে জয়ের গ্যারান্টি দিচ্ছেন তৃণমূলের সেকেন্ড-ইন-কমান্ড, অন্যদিকে ভবানীপুরে দাঁড়িয়ে খোদ মুখ্যমন্ত্রীকে হারানোর হুঙ্কার ছাড়ছেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা। মে মাসের তপ্ত দুপুরে বাংলার রাজনীতির পারদ এখন ফুটছে। শুক্রবার নিজের লোকসভা কেন্দ্র ডায়মন্ড হারবারের তৃণমূল প্রার্থী পান্নালাল হালদারের সমর্থনে রোড শো করেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রচারগাড়ির ওপর দাঁড়িয়ে আত্মবিশ্বাসের সুরে তিনি বলেন, 'একটা প্রেডিকশন করে যাব, খুশি হবেন। ২০২৪ সালে এখানে এসে বলেছিলাম, এই মাটিতে যা বলি তা হয়। এই মাটির ভালবাসা। নন্দীগ্রাম তৃণমূল জিতবে, কথা দিয়ে গেলাম।' তৃণমূল সাংসদের এই দাবি ঘিরে নতুন করে শোরগোল শুরু হয়েছে। তাঁর সাফ কথা, আগামী ৪ মে ফল প্রকাশের দিন সব স্পষ্ট হয়ে যাবে। নন্দীগ্রামের ফলাফল নিয়ে অভিষেক এতটাই নিশ্চিত যে তিনি সমর্থকদের উদ্দেশে বার্তা দিয়েছেন, '৪ তারিখ দেখা হবে। সবুজ আবির খেলতে পারলে আসব।' ঠিক যে সময় অভিষেক নন্দীগ্রামে তৃণমূলের জয়ের মালা সাজাচ্ছেন, সেই সময় ভবানীপুরের সভায় দাঁড়িয়ে পালটা তোপ দাগেন শুভেন্দু অধিকারী। বৃহস্পতিবারই নন্দীগ্রামে ভোট মিটেছে। সেই ভোটপ্রক্রিয়া নিয়ে শুভেন্দুর দাবি, 'বৃহস্পতিবার নন্দীগ্রামের ভোটে তৃণমূল প্রার্থীকে বোতলবন্দি করে নিজে চষে বেড়িয়েছি। ২৯ তারিখ ওঁকে ঘরবন্দি করে ঘুরে বেড়াব।' নন্দীগ্রামে এবার তৃণমূলের প্রার্থী পবিত্র কর, যিনি একসময় শুভেন্দুর অত্যন্ত অনুগত ছিলেন। বিজেপির প্রতীকে পঞ্চায়েত জিতেও গত মার্চে তৃণমূলে ফিরে টিকিট পাওয়া সেই পবিত্রকে নিয়ে শুভেন্দুর কটাক্ষ, তাঁকে ইতিমধ্যেই 'বোতলবন্দি' করে ফেলেছেন তিনি।২০২১ সালে নন্দীগ্রামের হাইভোল্টেজ লড়াইয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ১,৯৫৬ ভোটে হারিয়েছিলেন শুভেন্দু। সেই স্মৃতি উসকে দিয়ে ভবানীপুরের ভোটারদের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'আপনারা, ভবানীপুরের মানুষ মনে করেন, মমতাকে হারানো যায় না? ২০২১ সালে তা করে দিয়েছি। ১, ৯৫৬ ভোটে হারিয়েছি। যখন তমলুক লোকসভায় দাঁড়িয়েছিলাম, বলা হয়েছিল সিপিএমের লক্ষ্মণ শেঠের এলাকা। আমি তাঁকেও হারাই।' তাঁর দাবি, ২৯ এপ্রিল ভবানীপুরের মানুষ বুথমুখী হলে ফের ইতিহাস তৈরি হবে। 'ওঁকে হারিয়ে দেখিয়েছি। এ বারও করব'; এই ভাষাতেই আত্মবিশ্বাস ঝরে পড়েছে বিজেপি নেতার গলায়। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে ভবানীপুরের 'ঘরের মেয়ে' হিসেবে তুলে ধরলেও শুভেন্দু সেখানে নতুন সমীকরণ হাজির করেছেন। তিনি কথা দিয়েছেন, জয়ী হলে ভবানীপুরেই হবে তাঁর স্থায়ী আস্তানা ও বিধায়কের দফতর। তাঁর কথায়, 'আপনারা ভাবছেন তো, আমি এখানে থাকব কি না? আমি এখানেই থাকব। ১৫ বছর তো কোনও বিধায়কের দফতর দেখেননি। আমি এখানেই থাকব। বিধায়কের বাড়িও এখানেই হবে। আটটি ওয়ার্ডে আটটি দফতর হবে।' সেই সঙ্গে স্থানীয় একটি আবাসনের প্রসঙ্গ টেনে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'তোলাবাজি'র অভিযোগ তুলে শুভেন্দু আশ্বাস দেন, 'আমি সব বন্ধ করে দেব।' তৃণমূল নেত্রীর হয়ে অভিষেক যখন পবিত্র করের জয়ের কথা বলছেন, শুভেন্দু তখন ভবানীপুরে হিন্দুত্বের তাস খেলে বলছেন, 'যে ভাবে নন্দীগ্রামে মানুষের পাশে ছিলাম, সে ভাবে ভবানীপুরেও থাকব। শুধু আপনারা নেমে ভোট দেবেন। সকলে নিজেকে হিন্দু মনে করে ভোট দিন।' নন্দীগ্রামে তৃণমূলের জয় নাকি ভবানীপুরে শুভেন্দুর লড়াই; শেষ হাসি কে হাসবেন, তার ফয়সালা হবে আগামী ৪ মে। আপাতত দুই হেভিওয়েটের এই প্রবল দড়িটানাটানি বাংলার নির্বাচনের সবথেকে চর্চিত বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। ছবি সংগৃহিত।

ভোটের ময়দানে বাগযুদ্ধ যখন তুঙ্গে, তখন একে অপরকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলেন অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও শুভেন্দু অধিকারী।

যমুনা তো পলিউটেড, ওখানে ডুব দিন

নৌকাবিহার নিয়ে মোদীকে তোপ মমতার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দিল্লির যমুনা নদী প্রচণ্ড দূষিত। সেই নদী পরিষ্কার করার ক্ষমতা নেই অথচ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার নির্মল গঙ্গায় এসে নৌকাবিহার করছেন। ভোট টানতে স্রেফ 'ফটোশপিং' করছেন তিনি। শুক্রবার এ ভাবেই প্রধানমন্ত্রীকে তীব্র আক্রমণ শানালেন তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সরাসরি চ্যালেঞ্জ, 'আপনি একবার দিল্লির যমুনাতে ডুব দিয়ে আসবেন? দিল্লির যমুনা ক্যায়সা হ্যায়, পুরা দূষণ হ্যায়, পলিউটেড হ্যায়। আপনি দিল্লির যমুনাকে সামলাতে পারেন না। আর আমাদের গঙ্গায় এসে ফটো তোলেন।' গঙ্গার পবিত্রতা আর দূষণ নিয়ে মোদীকে বিঁধে মমতার দাবি, বাংলার গঙ্গা অনেক বেশি পরিষ্কার বলেই প্রধানমন্ত্রী হাওয়া খেতে পারছেন। এ দিন শুধু গঙ্গা নয়, একাধিক ইস্যুতে মোদী-শাহ জুটিকে কাঠগড়ায় দাঁড় করান মুখ্যমন্ত্রী। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে প্রধানমন্ত্রীর মন্তব্যের কড়া পাল্টা দিয়ে তিনি বলেন, 'বলছে ওখানে নাকি নৈরাজ্য চলছে। তুমি এক পয়সাও যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়কে দিয়েছ? তুমি কি জানো যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ১ নম্বর র‍্যাঙ্কে আছে?' কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি বা সেন্ট জেভিয়ার্সের সাফল্যের কথা মনে করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, ছাত্রসমাজকে প্রধানমন্ত্রীর এই ভাষায় আক্রমণ করার বিরুদ্ধে যুব সমাজের গর্জে ওঠা উচিত। তাঁর সাফ কথা, 'আমাদের ছাত্রছাত্রীরা আমাদের গর্ব।' ভোটের আবহে কেন্দ্রীয় সংস্থাকে রাজনৈতিক ভাবে ব্যবহারের অভিযোগে সরব হন মমতা। তিনি সাফ জানান, ৪ জুন দিল্লিতে সরকার বদল হলে ইডি, সিবিআই এবং আয়কর দপ্তরের অভিযান নিয়ে নির্দিষ্ট নীতি তৈরি করা হবে। ব্যবসায়ীদের অহেতুক হয়রানি বন্ধ করাই তাঁর লক্ষ্য। জনসভা থেকে মমতার হুঙ্কার, '৪ তারিখ ফল বেরোলে দেখবেন। জ্বলবেন, আর লুচির মতো ফুলবেন।' বিজেপি এবার আগের জেতা আসনের অর্ধেকও পাবে না বলে দাবি তাঁর। অমিত শাহের 'উল্টো করে ঝোলানো'র হুমকির পাল্টা দিয়ে মমতা বলেন, 'আপনার চেয়ারের তো একটা রেসপেক্ট আছে! আপনি মিটিংয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বলছেন, ইলেকশন হয়ে গেলে সকলকে পা নীচে করে আর মাথা উপরে করে ঝোলাবেন? এ কি আপনার মুখে সাজে?' মতুয়া ও মহিলাদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া নিয়ে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, ১ কোটি ২০ লক্ষ লোকের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল। তাঁর দাবি, 'তার মধ্যে আমি সুপ্রিম কোর্টে গিয়ে লড়াই করে ৩২ লক্ষ লোকের নাম তুলে দিয়েছি। বাদবাকিদেরও তুলব আগামী দিনে।' এনআরসি ও সিএএ ইস্যুতে তাঁর কটাক্ষ, যারা বাংলায় দীর্ঘকাল আছে তাদের অধিকার নেই, অথচ ২০২৫-এ যারা এসেছে তাদের নাগরিকত্ব দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। একে 'লজ্জাজনক' বলে অভিহিত করেন তিনি। বাঙালি অস্মিতা উসকে দিয়ে মমতা অভিযোগ করেন, বিজেপি শাসিত রাজ্যে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। দিল্লি বা নয়ডায় বাঙালিদের হোটেল দেওয়া হচ্ছে না বা আইটি অফিসারদের হেনস্থা করা হচ্ছে বলেও সরব হন তিনি। তাঁর প্রশ্ন, 'বাঙালি দেখলেই, বাংলায় কথা বলছে দেখলেই বলছেন অনুপ্রবেশের কারখানা। পঞ্জাবিদের বলছেন খলিস্তানি। মুসলিমদের বলছেন পাকিস্তানি। তুমি কে হরিদাস?' উত্তরবঙ্গ থেকে মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত বিজেপি এবার 'গোল্লা' পাবে বলে তাঁর দাবি। কাশ্মীরের পহেলগাঁওয়ে হামলা নিয়ে কেন্দ্রকে বিঁধতে ছাড়েননি মমতা। তাঁর প্রশ্ন, কেন পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সে সময় কড়া পদক্ষেপ করা হয়নি? তখন সাঁজোয়া গাড়ি কোথায় ছিল? অথচ বাংলায় ইডি-সিবিআই পাঠাতে কেন্দ্রের অতিসক্রিয়তা চোখে পড়ার মতো। মমতার দাবি, 'মোদীবাবু, তোমার বিরুদ্ধে এই ভোটটা।'

বিজেপিকে এক বিন্দুও বিশ্বাস করেন না জানিয়ে ভোটারদের প্রতি তাঁর পরামর্শ, নিজেদের অধিকার রক্ষায় এবং এনআরসি রুখতে ভোটার স্লিপ যেন তাঁরা যত্ন করে রেখে দেন। রাজনৈতিক প্রতিহিংসার বদলে উন্নয়ন ও সংস্কৃতির লড়াইয়েই তিনি জেতার ব্যাপারে আত্মবিশ্বাসী। ছবি সংগৃহিত।

দুই-তৃতীয়াংশ রাজ্যসভার সাংসদ নিয়ে পদ্মে রাঘব

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ অরবিন্দ কেজরীবালের সংসারে আড়াআড়ি ভাঙন। জল্পনার অবসান ঘটিয়ে আম আদমি পার্টি (আপ) ছাড়লেন রাজ্যসভার সাংসদ রাঘব চড্ঢা। শুধু দলত্যাগই নয়, শুক্রবার দিল্লি থেকে সাংবাদিক বৈঠক করে সদলবলে বিজেপি-তে যোগ দেওয়ার মেগা ঘোষণা করলেন তিনি। রাঘবের সঙ্গেই কেজরীর হাত ছাড়লেন ভারতীয় দলের প্রাক্তন তারকা ক্রিকেটার হরভজন সিংহ। আপের অস্বস্তি বাড়িয়ে রাঘব জানিয়েছেন, রাজ্যসভায় দলের দুই-তৃতীয়াংশ সাংসদই এখন গেরুয়া শিবিরের পথে। সংবিধানের নিয়ম মেনেই তাঁরা এই দলবদলের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। দিল্লির রাজনৈতিক অলিন্দে বেশ কিছু দিন ধরেই রাঘবকে নিয়ে গুঞ্জন চলছিল। রাজ্যসভার উপদলনেতার পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে দেওয়ার পর থেকেই দলের সঙ্গে তাঁর দূরত্ব তৈরি হয়। শুক্রবার সাংবাদিক বৈঠকে রাঘবের পাশে দেখা গেল আপের আরও দুই সাংসদ সন্দীপ পাঠক এবং অশোক মিত্তলকে। তাঁরাও বিজেপিতে যোগ দিচ্ছেন। এ ছাড়াও দলত্যাগী নেতাদের তালিকায় রয়েছেন স্বাতী মালিওয়াল, রাজিন্দর গুপ্তা এবং বিক্রম সাহনির মতো হেভিওয়েটরা। পঞ্জাব থেকে নির্বাচিত আপ সাংসদদের এই বড় অংশ পদ্মশিবিরে ভিড়লে রাজ্যসভায় কার্যত অস্তিত্ব সঙ্কটে পড়বে কেজরীবালের দল। বর্তমানে উচ্চকক্ষে আপের ১০ জন সদস্যের মধ্যে সিংহভাগই রাঘবের অনুগামী হিসেবে পরিচিত। কেন এই নাটকীয় বিচ্ছেদ? ক্ষোভ উগরে দিয়ে রাঘব বলেন, 'যে আপ-কে আমি নিজের রক্ত আর ঘাম দিয়ে লালন করেছি, নিজের যৌবনের ১৫ বছর দিয়েছি, সেই দল নিজেদের নীতি, মূল্যবোধ থেকে সরে গিয়েছে।

এখন এই দল দেশের স্বার্থে কাজ করে না। বরং ব্যক্তিগত সুবিধা লাভের জন্য কাজ করে। গত কয়েক বছরে আমার বার বার মনে হয়েছে, আমি ভুল দলে রয়েছি। তাই আজ আমরা আপ থেকে সরে যাওয়ার কথা ঘোষণা করলাম এবং মানুষের কাছাকাছি যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম।' এই গণ ইস্তফার পরেই পাল্টা তোপ দেগেছেন আপ সুপ্রিমো অরবিন্দ কেজরীবাল। সমাজমাধ্যমে অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত এক পোস্টে তিনি লেখেন, 'বিজেপি আবার পঞ্জাবের মানুষকে ঠকাল।'

রাজনৈতিক মহলের মতে, পঞ্জাবে আপের শক্তিক্ষয় নিশ্চিত করতেই বড় চাল চালল বিজেপি। দল ভাঙার এই খেলায় কেজরীবালের ঘরের ছেলেই এখন তাঁর প্রধান প্রতিপক্ষ হয়ে উঠলেন। পঞ্জাবের রাজনীতির সমীকরণ এই ভাঙনের ফলে আমূল বদলে যেতে পারে বলে মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা।

সম্পাদকীয়

অথচ ভোটাররা 'অবৈধ'

দিল্লির বিজ্ঞান ভবনে পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট প্রকাশের সাংবাদিক সম্মেলন হয়েছিল ১৫ মার্চ, রবিবার বিকেলে। মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকা যে সব মানুষের ভোটার তালিকায় থাকা বা না-থাকার ফয়সালা হবে না, তাঁদের কী হবে ?জ্ঞানেশ কুমার যেন তৈরিই ছিলেন। বল ঠেলে দিলেন সুপ্রিম কোর্টের দিকে। উত্তর দিলেন, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ অনুযায়ী যে সব নামে অনুমোদন দেওয়া হবে, তাঁদের অতিরিক্ত তালিকা প্রকাশ করে চূড়ান্ত ভোটার তালিকায় যোগ হবে।জ্ঞানেশ কুমার যেন বোঝাতে চেয়েছিলেন, পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর-এর কাজ এখন দেশের সর্বোচ্চ আদালত নিজের হাতে তুলে নিয়েছে। প্রথমে জেলা স্তরের বিচারকদের বিবেচনাধীন ভোটারদের নথি খতিয়ে দেখার কাজে নামিয়েছে। তার পরে অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতিদের নিয়ে আপিল ট্রাইবুনাল তৈরি করে দিয়েছে। সবটাই দেখাশোনা করছেন কলকাতা হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি। নির্বাচন কমিশন এখন নিমিত্তমাত্র।প্রশ্ন হল, যে এসআইআর-এর মাধ্যমে লক্ষ লক্ষ ভোটারের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, সেই এসআইআর কি সাংবিধানিক ভাবে বৈধ ?বিহারে এসআইআর বা ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধন শুরুর পরেই সুপ্রিম কোর্টে এই প্রশ্ন তুলে মামলা দায়ের হয়েছিল। অভিযোগ ছিল, নির্বাচন কমিশন তার সাংবিধানিক এক্তিয়ারের বাইরে গিয়ে কাজ করছে। অর্থাৎ, গোটা এসআইআর প্রক্রিয়াটাই অসাংবিধানিক। সুপ্রিম কোর্টের সামনে এ ক্ষেত্রে একটিই দায়িত্ব থাকে। নির্বাচন কমিশন যাতে সাংবিধানিক গণ্ডির মধ্যে থেকে তার ক্ষমতা প্রয়োগ করে, তা নিশ্চিত করা। সে ক্ষেত্রে এসআইআর সাংবিধানিক না কি অসাংবিধানিক, তার বিচার করা ছিল প্রথম কাজ।সুপ্রিম কোর্ট সে কাজ করেনি, এমন নয়। এসআইআর-এর সাংবিধানিক বৈধতা নিয়ে মামলায় দীর্ঘ সওয়াল-জবাব হয়েছে। শুনানির শেষে গত ২৯ জানুয়ারি প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ রায় সংরক্ষিত রাখে।

তার পরে তিন মাস কাটতে চলেছে। এসআইআর প্রক্রিয়া সাংবিধানিক না অসাংবিধানিক, তার ফয়সালা এখনও ঘোষণা হয়নি। অথচ সুপ্রিম কোর্ট পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এর খুঁটিনাটি বিষয় শোধরানোর নির্দেশ জারি করেছে। এসআইআর যাতে সঠিক ভাবে রূপায়ণ হয়, সেই চেষ্টা করেছে।কেন ? বিচারপতিদের কথা অনুযায়ী, রাজ্য সরকার ও নির্বাচন কমিশন; দুই সাংবিধানিক সংস্থার মধ্যে 'বিশ্বাসের অভাব'-এর ফলে সুপ্রিম কোর্টকে হস্তক্ষেপ করতে হয়েছে।এতৎসত্ত্বেও পশ্চিমবঙ্গের লক্ষ লক্ষ বৈধ ভোটার যে এ বার নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবেন না, তা এখন স্পষ্ট। অথচ এসআইআর-এর নিজের সাংবিধানিক বৈধতারই এখনও ফয়সালা হয়নি।সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর-এর কাজে বিচারবিভাগীয় আধিকারিকদের নিয়োগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। তাঁদের উপরে দায়িত্ব ছিল, পশ্চিমবঙ্গের ভোটার তালিকার 'বিবেচনাধীন' তালিকায় থাকা প্রায় ৬০ লক্ষ মানুষের নথি খতিয়ে দেখা। তাঁরা সকলেই ২০০২-এর ভোটার তালিকায় ছিলেন। তা সত্ত্বেও তাঁদের নিজেদের ভোটার হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণ করতে নথিপত্র জমা দিতে হয়েছে।এসআইআর-এর সাংবিধানিক বৈধতার মামলায় ঠিক এ নিয়েই প্রশ্নটা উঠেছিল। সুপ্রিম কোর্ট ১৯৯৫ সালে 'লাল বাবু হুসেন বনাম নির্বাচনী রেজিস্ট্রেশন অফিসার' মামলায় স্পষ্ট নীতি তৈরি করে দিয়েছিল, আগে ভোটার তালিকায় কারও নাম থাকলে তিনি বৈধ ভোটার বলে ধরে নিতে হবে। ভোটার তালিকায় নাম থাকা কোনও ব্যক্তিকে অবৈধ ভোটার হিসেবে অভিযোগ করা হলে, তা প্রমাণের দায়ও সেই অভিযোগকারীর। এ ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনের। সুপ্রিম কোর্টেরই তৈরি এই নীতি এসআইআর-এ উল্টে গিয়েছিল বলে অভিযোগ। কারণ ভোটারদের উপরে তাঁর ভোটার হিসেবে যোগ্যতা প্রমাণের দায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে।এমন নয় যে সুপ্রিম কোর্ট এ নিয়ে প্রশ্ন তোলেনি। বা নির্বাচন কমিশনের পরস্পর বিরোধী অবস্থান সুপ্রিম কোর্টের নজর এড়িয়ে গিয়েছে। গত ১৩ এপ্রিল সুপ্রিম কোর্ট মন্তব্য করেছিল, বিহারের এসআইআর মামলার সময় নির্বাচন কমিশনের অবস্থান ছিল, যাঁরা ২০০২-এর ভোটার তালিকায় রয়েছেন, তাঁদের আর কোনও নথি জমা দিতে হবে না। কমিশনের বিহারের এসআইআর নির্দেশিকা ও পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর নির্দেশিকার মধ্যে কোনও ফারাক নেই। অথচ, পশ্চিমবঙ্গের এসআইআর-এ এসে নির্বাচন কমিশন 'যৌক্তিক অসঙ্গতি' নামের নতুন বিবেচনা-ভিত্তি তৈরি করে। ২০০২-এর তালিকায় থাকা ভোটারদের থেকেই নথি দাবি করে। বিহারের এসআইআর মামলায় সুপ্রিম কোর্ট লিখিত ভাবে যে যুক্তি পেশ করেছিল, সেখান থেকে কমিশন সরে গিয়েছে বলে বিচারপতিদের পর্যবেক্ষণ সত্ত্বেও সুপ্রিম কোর্ট এসআইআর-এর কাজে কোনও স্থগিতাদেশ জারি করেনি।বিবেচনাধীন ৬০ লক্ষ ভোটারের মধ্যে ২৭ লক্ষ বাদ পড়েছেন। বিপুল সংখ্যক ভোটারকে বাইরে রেখে যদি নির্বাচন হয়, তা হলে ভোটের ফলে কী প্রভাব পড়বে, তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে সুপ্রিম কোর্ট। বিচারপতিরা প্রশ্ন করেছেন, কোথাও যদি হারজিতের ব্যবধান ২ শতাংশ হয়, এবং ১৫ শতাংশ ভোটার ভোট দিতে না পারেন, তখন কী হবে !সত্যিই তো। কী হবে ? নির্বাচনের পরে কি ভোটের ফলাফলের বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা যাবে ? উত্তর মেলেনি।

নির্বাচনী গিমিক বনাম রুটি-রুজিঃ বিপন্ন গণতন্ত্র

লিখেছেন দেবশিস মিথিয়া

গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপান্তর এবং গুণগত উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন সাধারণ ভোটাররা রাজনৈতিক 'গিমিক' এবং 'বাস্তব উন্নয়ন'-এর মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটি অনুধাবন করতে পারবেন। প্রার্থীর ঝালমুড়ি খাওয়া বা ধান কাটার নাটকীয়তা দেখে আপ্লুত হওয়ার মোহ কাটিয়ে তাঁদের সোজাসুজি প্রশ্ন করার সময় এসেছে; এম এস পি (ফসলের ন্যায্য দাম) - র আইনি স্বীকৃতি কি আদৌ মিলবে? আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এনে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ফেরাতে তাঁদের পরিকল্পনা কী ? ইত্যাদি প্রশ্ন উঠে আসা জরুরি।

গণতন্ত্রের শ্রেষ্ঠ উৎসব নির্বাচন। কিন্তু এই নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর প্রচারে ইদানীং এক অদ্ভুত অভিনয়ের আতিশয্য লক্ষ্য করা যাচ্ছে। জনসেবার চিরাচরিত সংজ্ঞাকে ছাপিয়ে প্রার্থীরা এখন প্রতীকী কর্মকাণ্ডে মেতে উঠেছেন। কেউ চপ ভাজছেন, কেউ ঝালমুড়ি মাখছেন, আবার কেউ মাঠে নেমে ধান কাটছেন বা গোয়ালঘরে গোবর দিচ্ছেন। পশ্চিমবঙ্গের সাম্প্রতিক বিধানসভা নির্বাচনে এই চিত্র বারবার ফুটে উঠছে। আপাতদৃষ্টিতে একে 'জনসংযোগ' মনে হলেও, এটি আসলে এক সুপরিকল্পিত রাজনৈতিক কৌশল। এই বর্ণময় প্রচারের আড়ালে সাধারণ মানুষের মৌলিক সমস্যাগুলো ঢাকা পড়ে যাচ্ছে। একদিকে আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি মানুষের ক্রয়ক্ষমতা কেড়ে নিচ্ছে। ফলে প্রান্তিক মানুষের খাদ্য নিরাপত্তা ক্রমশ অনিশ্চিত হয়ে পড়ছে। অন্যদিকে শিক্ষিত যুবসমাজ বেকারত্বের অন্ধকারে দিশেহারা। এমন পরিস্থিতিতে প্রার্থীদের এই ' অভিনয়' সুস্থ গণতন্ত্রের সামনে এক বড় প্রশ্নচিহ্ন ঝুলিয়ে দিয়েছে।

অভিনয়ের আড়ালে আসল সত্য

নির্বাচনী ময়দানে রাজনৈতিক প্রার্থীদের 'শ্রমজীবী' হওয়ার যে হিড়িক দেখা যাচ্ছে , তা আসলে সমবেদনার মোড়কে ঢাকা এক চতুর প্রচার কৌশল। একজন হাই-প্রোফাইল প্রার্থী যখন রাস্তার ধারের ধুলোবালি মাখা কোনো দোকানে বসে ঝালমুড়ি মাখেন বা চপ ভাজেন, তখন সেই মুহূর্তটি ক্যামেরাবন্দি হয়ে সোশ্যাল মিডিয়ায় ঝড়ের গতিতে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু এই কয়েক মিনিটের ভিডিও - র উল্টোদিকে থাকা কঠোর বাস্তবতাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। যে ক্ষুদ্র বিক্রেতার কড়াই থেকে প্রার্থী চপ তুলে নিচ্ছেন, সেই বিক্রেতার কাছে এটি শখের কাজ নয়, বরং বেঁচে থাকার একমাত্র অবলম্বন। প্রার্থীর গিমিক সেই বিক্রেতার দৈনন্দিন পুঁজির অভাব, আকাশছোঁয়া ভোজ্যতেলের দাম কিংবা রান্নার গ্যাসের মাত্রাতিরিক্ত মূল্যবৃদ্ধির কোনো সুরাহা করে না। প্রার্থীর হাসিমুখের ছবির আড়ালে সেই বিক্রেতার কপালে থাকা দুশ্চিন্তার ভাঁজগুলো অদেখা-ই থেকে যায়।

গ্রামাঞ্চলের কৃষি জমিগুলোতেও কাস্তে হাতে ধান কাটা বা মাথায় শস্যের আঁটি নিয়ে প্রার্থীর 'ফটো সেশন' নজরে পড়ছে। এটি প্রকৃতপক্ষে কৃষকের হাড়ভাঙা খাটুনিকে লঘু করে দেখানোর এক অপপ্রয়াস। শিক্ষিত বেকারের সঙ্গে চায়ের দোকানে বসে প্রার্থীর গল্প করার চেয়ে, সেই যুবসমাজের কাছে আজ অনেক বেশি জরুরি নিয়োগ দুর্নীতির অবসান এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের নির্দিষ্ট পরিকল্পনা । প্রকৃতপক্ষে, এই গিমিকগুলো খবরের শিরোনাম দখল করতে পারে, কিন্তু তা সাধারণ মানুষের জীবনধারণের কোনো মৌলিক পরিবর্তন আনতে পারে না। প্রার্থীর ঝালমুড়ি খাওয়া বা ধান কাটার মধ্যে দিয়ে এক ধরণের কৃত্রিম আত্মীয়তা তৈরির চেষ্টা করা হয়, যা আসলে ভোটারদের যুক্তিকে আচ্ছন্ন করে আবেগকে উস্কে দেয়। দিনের শেষে, যখন প্রচারের আলো নিভে যায়, তখন প্রান্তিক মানুষের পকেটে টান পড়া বা ভাতের থালায় টান পড়ার কঠোর বাস্তবতার কোনো বদল ঘটে না। গণতন্ত্রের মানদণ্ড তাই প্রার্থীর অভিনয়ের দক্ষতায় নয়, বরং সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির নিরাপত্তা নিশ্চিত করার নীতির ওপর হওয়া উচিত।

নীতিহীন প্রচার ও 'টোকেনিজম'

গণতন্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা ও ভিত্তি নিহিত থাকে গঠনমূলক নীতিগত আলোচনার মধ্যে। একটি সুস্থ নির্বাচনী ব্যবস্থায় রাজনৈতিক দলগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয় হওয়া উচিত ছিল ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ, ভঙ্গুর স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর সংস্কার এবং শিক্ষা ব্যবস্থার মানোন্নয়ন। অথচ বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে এই মৌলিক দাবিগুলো ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে এবং আলোচনার মূল কেন্দ্রবিন্দু দখল করে নিচ্ছে প্রার্থীর ব্যক্তিগত 'গিমিক' বা সস্তা প্রচার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের ভাষায় একে বলা হয় 'টোকেনিজম' । এটি এমন এক চতুর প্রক্রিয়া, যেখানে সমস্যার মূলে গিয়ে সমাধানের পথ খোঁজার বদলে কিছু প্রতীকী কাজের মাধ্যমে মানুষের আবেগকে স্পর্শ করার চেষ্টা করা হয় ।প্রার্থী যখন ড্রেন পরিষ্কার করার অভিনয় করেন বা ফুটপাতে বসে খাবার খান, তখন তা সাময়িকভাবে ভোটারের মনে প্রার্থীর 'মাটির মানুষ' ভাবমূর্তি তৈরি করে ঠিকই, কিন্তু সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার গুণগত মানোন্নয়নে তা কোনো ইতিবাচক ভূমিকা রাখে না। এই ধরণের প্রচার ভোটারদের যুক্তি ও বিচারবুদ্ধিকে সাময়িক আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং রাজনৈতিক দলগুলোকে তাদের উন্নয়নমূলক ব্যর্থতার দায়বদ্ধতা থেকে মুক্তি দেয়। যখন গ্ল্যামার ও নাটকীয়তা নীতির চেয়ে বড় হয়ে ওঠে, তখন গণতন্ত্র তার প্রকৃত চরিত্র হারিয়ে ফেলে।

রুটি-রুজির সংকট

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপটে সবচেয়ে বড় গণতান্ত্রিক চ্যালেঞ্জ হলো 'রুটি-রুজি'-র মৌলিক প্রশ্নটিকে রাজনীতির আলোচনার কেন্দ্রে ফিরিয়ে আনা। ক্রমবর্ধমান মুদ্রাস্ফীতির কারণে সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতা যেভাবে হ্রাস পাচ্ছে, তার সরাসরি প্রভাব পড়ছে একটি পরিবারের পুষ্টি, স্বাস্থ্য এবং সন্তানদের শিক্ষার সুযোগের ওপর। এই সংকটের সাথে সরাসরি যুক্ত দুটি প্রধান বিষয় হলো কর্মসংস্থান ও কৃষির নিরাপত্তা। ভারতের মতো জনবহুল দেশে কর্মসংস্থানই হলো সামাজিক সচ্ছলতার প্রধান চাবিকাঠি; তাই নির্বাচনী প্রচারে নাটকীয় গিমিক দেখানোর চেয়ে অনেক বেশি জরুরি হলো; আগামী পাঁচ বছরে রাজ্যে বা দেশে ঠিক কতগুলো নতুন শিল্প গড়ে উঠবে, সরকারি শূন্যপদ পূরণের নির্দিষ্ট সময়সীমা বা ক্যালেন্ডার কী হবে এবং বিশাল অসংগঠিত ক্ষেত্রের কর্মীদের জন্য ন্যূনতম মজুরি ও সামাজিক সুরক্ষা কীভাবে নিশ্চিত করা হবে, তার একটি স্বচ্ছ রূপরেখা প্রদান করা। ভারতীয় জনগণের অন্নদাতা এবং অর্থনীতির অন্যতম রূপকার হওয়া সত্ত্বেও কৃষকরা আজ চরম অবহেলার শিকার। প্রার্থীর হাতে কাস্তে নিয়ে ধান কাটা বা লোকদেখানো লাঙল ধরার চেয়ে কৃষকের কাছে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ হলো ফসলের 'ন্যূনতম সহায়ক মূল্য' (এম এস পি)-র আইনি গ্যারান্টি পাওয়া। ভোটপ্রচারের আসল মাপকাঠি হওয়া উচিত ছিল ;সারের কালোবাজারি রুখতে সরকারের পরিকল্পনা কী? সেচের বিদ্যুৎ ও জলের খরচ কমানোর উপায় কী? কিংবা ফসলের বীমার সুবিধা প্রান্তিক কৃষকের কাছে কিভাবে পৌঁছাবে? যতক্ষণ না এই বাস্তব দাবিগুলো রাজনীতির মূলস্রোতে প্রাধান্য পাচ্ছে, ততক্ষণ সাধারণ মানুষের জীবনের লড়াইটা আড়ালেই থেকে যাবে।

বিজেপি ও তৃণমূলের ব্যর্থতা

দীর্ঘ কয়েক দশকের রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে;বিজেপি হোক বা তৃণমূল; মৌলিক জনসমস্যার স্থায়ী সমাধানে উভয় পক্ষই চূড়ান্ত সদিচ্ছার অভাব দেখিয়েছে। এই ব্যর্থতার মূলে রয়েছে গভীর কিছু কাঠামোগত কারণ ও রাজনৈতিক কৌশল।প্রথমত, তৃণমূল কংগ্রেস পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘকাল ধরে দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান বা বড় শিল্প পরিকাঠামো তৈরির চেয়ে 'পপুলিস্ট' বা জনমোহিনী রাজনীতির ওপর বেশি ভরসা রেখেছে। সরাসরি নগদ টাকা (যেমন বিভিন্ন ভাতা ও খয়রাতি প্রকল্প) দিয়ে ভোটারদের তুষ্ট করার এই সহজ পথটি সাময়িক স্বস্তি দিলেও রাজ্যের শিক্ষিত যুবকদের স্থায়ী কর্মসংস্থানের অভাব মেটাতে পারেনি। এর ওপর রাজ্য প্রশাসনের স্তরে নিয়োগ দুর্নীতি এবং উন্নয়নমূলক প্রকল্পের টাকা নয়ছয় হওয়ার অভিযোগ সাধারণ মানুষের কাছে উন্নয়নের সুফল পৌঁছানোর পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।অন্যদিকে, কেন্দ্রে ক্ষমতায় থাকা বিজেপি সরকার ডিজিটাল ইন্ডিয়া বা আত্মনির্ভরতার কথা বললেও বাস্তবে তাদের নীতি নির্ধারণে এক প্রবল কর্পোরেট নির্ভরশীলতা লক্ষ্য করা যায়। তারা নির্বাচনী বন্ড বা বড় কর্পোরেট হাউস থেকে আসা বিপুল অর্থকে কাজে লাগিয়ে ক্ষমতা দখলের পর বড় শিল্পপতিদের মুনাফা বৃদ্ধি করাই এখন তাদের প্রধান লক্ষ্য। সেখানে কৃষকের ফসলের ন্যায্য দাম পাওয়া কিংবা শ্রমিকের মজুরি বৃদ্ধির দাবিগুলো ক্রমশ গুরুত্বহীন হয়ে পড়ছে। পাশাপাশি, যখনই বেকারত্ব বা আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধির মতো অস্বস্তিকর প্রশ্নগুলো বড় হয়ে দেখা দেয়, তখনই বিজেপি অত্যন্ত কৌশলে ধর্মীয় মেরুকরণ বা উগ্র জাতীয়তাবাদ সামনে এনে ভোটারদের আসল সমস্যা থেকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করে।মূলত তৃণমূলের 'খয়রাতি রাজনীতি' এবং বিজেপির 'কর্পোরেট বান্ধব ও মেরুকরণের রাজনীতি';উভয়ই সাধারণ মানুষের রুটি-রুজির লড়াইকে আড়ালে ঠেলে দিয়েছে। যখনই ভোটের বাজারে বেকারত্ব বা মূল্যবৃদ্ধির ইস্যু বড় হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়, তখনই এই দুই প্রধান শক্তি একে অপরের বিরুদ্ধে কুরুচিকর ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ধর্মীয় সংঘাত উসকে দিয়ে ভোটারদের মনোযোগ অন্যদিকে ঘুরিয়ে দেয়। মূলত ক্ষমতাকেন্দ্রিক এই স্বার্থের পাটিগণিতই সাধারণ মানুষের মৌলিক চাহিদাকে বিপন্ন করে তুলছে।

বিকল্পের সন্ধান ও বামপন্থীরা

নির্বাচনী প্রচারের বর্তমান 'গিমিক' সংস্কৃতির বিপরীতে বামপন্থীরা ঐতিহাসিকভাবেই একটি 'বিকল্প রাজনীতির' কথা বলে থাকে, যেখানে ব্যক্তির চেয়ে ইস্যু বেশি প্রাধান্য পায়। তাদের প্রচারের ধরনে একটি মৌলিক পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়; যখন মূলধারার দলগুলো ব্যক্তিগত আক্রমণ বা ধর্মীয় মেরুকরণে ব্যস্ত থাকে, বামপন্থীরা তখন বেকারত্ব, ১০০ দিনের কাজের বকেয়া মজুরি এবং ফসলের ন্যূনতম সহায়ক মূল্যের মতো সুনির্দিষ্ট অর্থনৈতিক দাবিগুলোকে সামনে আনে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং স্থায়ী কর্মসংস্থানের মতো বুনিয়াদি প্রশ্নগুলোই তাদের রাজনীতির মূল ভিত্তি। বিশেষ করে কৃষকদের স্বার্থ রক্ষায় বামপন্থীদের কাছে 'স্বামীনাথন কমিশনের' সুপারিশ কার্যকর করাই প্রধান লক্ষ্য। এর পাশাপাশি তারা বড় কর্পোরেটদের বদলে খেতমজুর ও সাধারণ শ্রমজীবী মানুষের সামাজিক সুরক্ষাকে অগ্রাধিকার দেওয়ার কথা বলে। তাদের এই রাজনৈতিক অবস্থানটি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক রুটি-রুজির লড়াইয়ের সঙ্গে সরাসরি মিলে যায়।তবে বিকল্প হওয়ার উজ্জ্বল সম্ভাবনা থাকলেও, বাস্তবে বামপন্থীরা বর্তমানে কিছুটা সংকটের সম্মুখীন। প্রথমত, পশ্চিমবঙ্গে বাম আমলের শেষের দিকে শিল্পায়ন;বিশেষ করে সিঙ্গুর ও নন্দীগ্রাম;নিয়ে যে জটিলতা তৈরি হয়েছিল, তার প্রভাবে ভোটারদের একটি অংশের মনে তাদের সমন্ধে এখনও কিছুটা সংশয় রয়ে গেছে। দ্বিতীয়ত, কর্পোরেট ডোনেশন গ্রহণ না করার নীতিগত অবস্থানের কারণে বিজেপি বা তৃণমূলের মতো বিশাল ব্যয়বহুল প্রচার চালানো বা সরাসরি নগদ 'খয়রাতি' দেওয়ার মতো আর্থিক ক্ষমতা তাদের নেই। এর পাশাপাশি, বুথ স্তরে সংগঠনের শক্তি কমে যাওয়ায় সঠিক বিকল্প ভাবনা বা জনমুখী নীতি নিয়ে তারা অনেক সময় সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছাতে ব্যর্থ হচ্ছে। ফলে ইস্যুভিত্তিক রাজনীতি করা সত্ত্বেও, বর্তমানের এই 'গিভ অ্যান্ড টেক' রাজনৈতিক আবহে নিজেদের প্রাসঙ্গিক করে তুলতে তাদের কঠিন লড়াই চালাতে হচ্ছে।

মুক্তির দিশা

গণতন্ত্রের প্রকৃত রূপান্তর এবং গুণগত উন্নতি তখনই সম্ভব, যখন সাধারণ ভোটাররা রাজনৈতিক 'গিমিক' এবং 'বাস্তব উন্নয়ন'-এর মধ্যকার সূক্ষ্ম পার্থক্যটি অনুধাবন করতে পারবেন। প্রার্থীর ঝালমুড়ি খাওয়া বা ধান কাটার নাটকীয়তা দেখে আপ্লুত হওয়ার মোহ কাটিয়ে তাঁদের সোজাসুজি প্রশ্ন করার সময় এসেছে; এম এস পি (ফসলের ন্যায্য দাম) - র আইনি স্বীকৃতি কি আদৌ মিলবে? আকাশছোঁয়া মূল্যবৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণে এনে সাধারণের ক্রয়ক্ষমতা ফেরাতে তাঁদের পরিকল্পনা কী ? কিংবা কর্মহীন যুবসমাজের জন্য নতুন স্থায়ী কর্মসংস্থানের সুযোগ কোথায়? ভোটারের এই যৌক্তিক প্রশ্নই পারে রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দিতে।পরিশেষে বলা যায়, নির্বাচনী প্রচার কেবল একটি সাময়িক উৎসব নয়, বরং এটি একটি জাতির ভবিষ্যতের দিকনির্দেশক। ঝালমুড়ি মাখা বা রাস্তা পরিষ্কারের এই প্রতীকী কর্মকাণ্ডগুলো যতক্ষণ না মানুষের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের লড়াইকে স্পর্শ করতে পারছে, ততক্ষণ তা অর্থহীন। সস্তা আবেগের বদলে 'রুটি-রুজির অধিকারই' হওয়া উচিত আধুনিক রাজনীতির একমাত্র মাপকাঠি। যেদিন প্রার্থীর ব্যক্তিগত ক্যারিশমার পরিবর্তে প্রচারের ধরন হবে;যুক্তি, তথ্য এবং জনকল্যাণমূলক নীতির ওপর ভিত্তি করে, সেদিনই ভারতের গণতন্ত্র তার প্রকৃত সার্থকতা খুঁজে পাবে, নচেৎ এই নাটক চলতেই থাকবে।

দৈনিক নয়া জামানার সম্পাদকীয় পাতায় সমসাময়িক বিষয়ে নিবন্ধ ও আপনার সুচিন্তিত মতামত পাঠান। লেখাটি অবশ্যই মৌলিক ও অপ্রকাশিত হতে হবে।

লেখা পাঠাবার ঠিকানা

মেইল- nayajamanaofficial@gmail.com

হোয়াটসঅ্যাপ ঃ ৯০০২৯৮৯১৩২

ওর মা ব্রাহ্মণ, বাবা মুসলমান

ববির শিকড়েই ভারত দেখালেন মমতা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ রক্তের কোনও ধর্ম নেই। আর সেই মানবিক সম্পর্কের বাঁধনেই ফিরহাদ হাকিম আজ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিবারের অবিচ্ছেদ্য অংশ। শুক্রবার খিদিরপুরের ভূকৈলাশ ময়দানের জনসভা থেকে এভাবেই ফিরহাদের সঙ্গে নিজের আত্মিক টানকে তুলে ধরলেন তৃণমূল নেত্রী। দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে কথা বলতে গিয়ে মমতা স্পষ্ট জানান, ববি তাঁর মায়ের প্রাণ বাঁচিয়েছিলেন নিজের রক্ত দিয়ে। বিবাদ ভুলে সম্প্রীতির এই বার্তাকেই আগামীর পাথেয় করতে চান তিনি। মমতা এদিন আবেগঘন সুরে বলেন, 'আমার মায়ের অপারেশনের সময় তিন বোতল রক্তের দরকার ছিল। ববি বলেছিল, দিদি চিন্তা কোরো না। ববির সঙ্গে মায়ের রক্তের গ্রুপ ম্যাচ করেছিল। ও প্রাণ বাঁচিয়েছিল। রক্তের সম্পর্ক আর কী?' তাঁর কথায়, শুধু রক্তদান নয়, মাতৃহানির কঠিন সময়েও পাশে ছিলেন ফিরহাদ। নেত্রীর স্বীকারোক্তি, 'আমার মা যখন মারা গেলেন, তখনও অনেক কিছু সামলেছে ববি। আমি প্রথম ফোন ওকেই করি। কী করে ভুলব।' পরিবারের সদস্য হিসেবে ফিরহাদকে পরিচয় করিয়ে দিয়ে মমতা বলেন, 'ওর মা ব্রাহ্মণ, বাবা মুসলমান। এমন ক'টা দেখা যায়।' তিনি মনে করিয়ে দেন, এটিই প্রকৃত ভারতবর্ষ। সামাজিক রীতির প্রসঙ্গ টেনে নেত্রী জানান, বাড়ির ছেলে আবেশের পৈতে হওয়ার সময় ববি ও রুবিই দর্পণ দর্শনের দায়িত্ব সামলেছিলেন। মমতার কথায়, 'ওর (ববির) রক্তে হিন্দু আর মুসলমান। আমি সকলের সঙ্গে থাকি। সকলকে নিয়ে চলতে ভালবাসি। সংকীর্ণ রাজনীতি কখনও করিনি।' এদিন প্রচারের মঞ্চ থেকে বিজেপিকেও চড়া সুরে আক্রমণ করেন মুখ্যমন্ত্রী। কলকাতা বন্দরের প্রার্থীর হয়ে ভোট চেয়ে তিনি বলেন, 'ববিকে ভোট দেবেন না কি দেবেন না? আপনারা যদি ববিকে না ভোট দেন, তা হলে ববি আমার জায়গায় কাজ করবে কেন?' মোদী সরকারের এনআরসি ইস্যু নিয়ে মমতার হুঁশিয়ারি, 'বিজেপিকে একটা ভোট নয়। এসআইআর করেছে। তার পর এনআরসি করবে। ওদের ভোট দেবেন না। বাংলায় এনআরসি, ডিটেনশন ক্যাম্প করতে দেব না।' প্রথম দফার নির্বাচন নিয়ে আত্মবিশ্বাসের সুর শোনা গিয়েছে তৃণমূল নেত্রীর গলায়। তাঁর দাবি, 'কাল যেখানে যেখানে ভোট হয়েছে, সেখানে বিজেপি হেরেছে।' বিভাজনের রাজনীতির পাল্টা হিসেবে সংহতির ডাক দিয়ে তিনি বলেন, 'পরের দফায় সকলে ভোট দেবেন। হিন্দু-মুসলমান সকলে মিলে ঢেলে ভোট দিন। বাড়িতে আগুন লাগলে হিন্দু-মুসলমানের ভাগাভাগি করে না।' সব মিলিয়ে, খিদিরপুরের সভা থেকে মানবিক সম্পর্কের আবেগকে হাতিয়ার করেই ভোটযুদ্ধের সুর বেঁধে দিলেন মমতা। ছবি সংগৃহিত ।

প্রথম দফায় ১১০ পার !

বঙ্গজয়ে শাহী হুঙ্কার

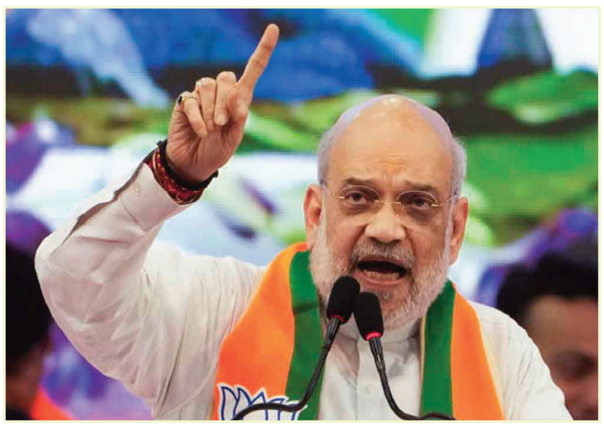

নয়া জামানা,কলকাতা ঃ বাংলায় সরকার গড়া এখন শুধু সময়ের অপেক্ষা। বৃহস্পতিবার প্রথম দফার ভোট মিটতেই শুক্রবার সকালে নিউ টাউনের হোটেল থেকে এমনই বিস্ফোরক দাবি করলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। ১৫২টি আসনের মধ্যে ১১০টিতেই পদ্ম ফুটছে বলে সাংবাদিক বৈঠকে 'মার্কশিট' পেশ করলেন তিনি। শাহের দাবি, রাতভর চুলচেরা বিশ্লেষণ করে তাঁরা নিশ্চিত যে, বাংলায় বিজেপি পূর্ণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে ক্ষমতায় আসছে। দীর্ঘ সময় পর রাজ্যে কার্যত রক্তপাতহীন ও শান্তিপূর্ণ ভোট হওয়ায় নির্বাচন কমিশন, কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং রাজ্য পুলিশকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন তিনি। একইসঙ্গে তাঁর বড় ঘোষণা, ৫ তারিখের পর বাংলার ভূমিপুত্রই হবেন পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী। প্রথম দফার রেকর্ড ৯২ শতাংশ ভোটদানকে পরিবর্তনের স্পষ্ট ইঙ্গিত হিসেবেই দেখছেন শাহ। তাঁর মতে, আমজনতা 'ভয়' কাটিয়ে এবার 'ভরসা'র দিকে যাত্রা শুরু করেছেন। ভোটারদের অভিনন্দন জানিয়ে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'প্রথম দফাতেই বাংলার মানুষ ভবিষ্যৎ নিশ্চিত করে ফেলেছেন। এই মাটি বিকাশকে বেছে নিয়েছে।' দ্বিতীয় দফার ভোটারদের প্রতি তাঁর বিশেষ বার্তা, ভয়মুক্ত পরিবেশের এই যাত্রাকে আরও সংকল্পের সাথে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। শাহের স্পষ্ট অভিযোগ, তৃণমূল সরকার রাজ্যে দুর্নীতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিয়েছে। তাঁর মতে, পরিবর্তনের অর্থ শুধু বিধায়ক বা দল বদল নয়, বরং দুর্নীতি দূর করা, সিন্ডিকেট রাজ সমাপ্ত করা এবং প্রশাসনের ওপর থেকে রাজনৈতিক চাপ সরিয়ে নেওয়া।রাজনৈতিক হিংসার ইতি ঘটিয়ে রাজ্যে নতুন ভোর আনতে মরিয়া বিজেপি। শাহ এদিন দাবি করেন, '৫ তারিখের পর অঙ্গ-বঙ্গ-কলিঙ্গে বিজেপির শাসন প্রতিষ্ঠিত হবে।' তাঁর মতে, ভারতের পশ্চিম অংশ উন্নত হলেও পূর্ব দিক এখনও পিছিয়ে রয়েছে, যা বিজেপি ক্ষমতায় আসার পর বিকাশের গতি বাড়িয়ে বদলে দেবে। রাজ্যের নারী নিরাপত্তা নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীকে সরাসরি আক্রমণ শানিয়ে তিনি প্রশ্ন তোলেন, 'যে মহিলা মুখ্যমন্ত্রী বলেন, সন্ধ্যা ৭টার পর মেয়েরা কেন বাইরে বেরোচ্ছেন? তাঁর শাসন করার অধিকার নেই।' শাহের পাল্টা প্রতিশ্রুতি, 'বিজেপি ক্ষমতায় এলে রাত ১টাতেও নির্ভয়ে মেয়েরা স্কুটিতে বেরোতে পারবেন। কোনও গুণ্ডা আসবে না।' মহিলাদের সংরক্ষণের বিরোধিতা করার জবাব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভোটেই পেয়ে যাবেন বলে দাবি তাঁর।পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী কে হবেন, সেই জল্পনাতেও এদিন জল ঢেলেছেন শাহ। তিনি সাফ জানান, 'আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে বলতে চাই, ৫ তারিখের পর বাংলা মাধ্যমে পড়া, বাংলায় জন্ম নেওয়া, বাঙালিই পশ্চিমবঙ্গের পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন।' দ্বিতীয় দফার লড়াই বিজেপির জন্য কঠিন কি না, সেই প্রশ্নে শাহের কূটনৈতিক উত্তর, পুরো পশ্চিমবঙ্গই তাঁদের জন্য কঠিন ছিল। আপাতত ৭৭টি আসনে বিজেপি থাকলেও এবার তিনি রাজ্যে জনসমর্থনের এক 'সুনামি' দেখতে পাচ্ছেন। তাঁর দাবি, সরকার বিজেপি বানায় না, সরকার বানায় জনগণ।ঝালমুড়ি খাওয়া থেকে গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ; প্রধানমন্ত্রীর সফর নিয়ে তৃণমূলের আপত্তিতে শাহের সরস কটাক্ষ, 'কেউ গঙ্গায় নৌকাভ্রমণ করলে কেন আপত্তি? ঝালমুড়ি তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও খান। মোদীজি খেলে আপত্তি কিসের?' মধ্যমগ্রামের রোড শো-তে এক বৃদ্ধার ভিড় ঠেলে এগিয়ে আসার অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়ে শাহ বলেন, এই আবেগই তাঁর জীবনের বড় শক্তি। রাজ্যে প্রতিষ্ঠানবিরোধিতা এখন চূড়ান্ত পর্যায়ে। প্রশাসনের ওপর মানুষের বিশ্বাস ফিরেছে বলেই পরিণাম বিজেপির পক্ষে আসবে বলে শাহের বিশ্বাস। সব মিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার মহারণের আগে শাহের এই আত্মবিশ্বাসী বয়ান বঙ্গ রাজনীতির পারদ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিল। ফাইল ফটো।

সুকান্তর প্রচারে এসে অভিভূত দুই চিত্রতারকা ও তিন ফুটবলার

সন্দীপ মজুমদার, নয়া জামানা, হাওড়া ঃ আসন্ন বিধানসভা নির্বাচন উপলক্ষে হাওড়ার ১৮১ নম্বর আমতা বিধানসভা কেন্দ্রের সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত কুমার পালের সমর্থনে বৃহস্পতিবার এক রোড-শোয়ে তৃণমূল প্রার্থীসহ দুই চিত্রাভিনেত্রী ইন্দ্রাণী হালদার ও জুহি সরকার, তিন প্রাক্তন ফুটবলার বিকাশ পাঁজি, আলভিতো ডি'কুনহা এবং প্রাক্তন ফুটবলার তথা ভারতীয় দলের অধিনায়ক রহিম নবী অংশগ্রহণ করেন। রোড শো চলাকালীন রাস্তার দু'পাশে অগণিত উচ্ছ্বসিত মানুষের সমাগম দেখে ইন্দ্রাণী হালদার থেকে শুরু করে রহিম নবী পর্যন্ত সকলেই আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন। তাঁরা অত্যুৎসাহী জনতার উদ্দেশ্যে হাত নেড়ে আমতা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত কুমার পালকে পুনর্বিজয়ী করার আহ্বান জানান। উল্লেখ্য, গত ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনে আমতা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী সুকান্ত কুমার পাল তাঁর নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী বিজেপি প্রার্থী দেবতনু ভট্টাচার্যকে ২৬ হাজার ২০৫ ভোটের ব্যবধানে পরাজিত করেন। সুকান্তবাবু আমতা কেন্দ্রের অন্তর্গত ভাটোরা দ্বীপাঞ্চলে বসবাসকারী প্রায় ৬০ হাজার মানুষের নিত্যদিনের সমস্যায় তাঁদের পাশে থেকে তাঁদের প্রতিটি সমস্যার সমাধান করার উদ্যোগ নিয়ে থাকেন। ভাটোরা দ্বীপাঞ্চলসহ সারা আমতা কেন্দ্রের প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মানুষ কৃষিজীবী। আগে ভারী বর্ষণ হলে ভাটোরার বিস্তীর্ণ এলাকা প্লাবিত হয়ে যেত। সুকান্তবাবু বিধায়ক হওয়ার পর থেকে বানভাসি এলাকার বন্যা প্রবণতা রুখতে জেলা প্রশাসন, সেচ দপ্তর এবং পুলিশ প্রশাসনের সঙ্গে ঘন ঘন বৈঠক করে মজে যাওয়া কয়েকটি খাল সংস্কার এবং বিভিন্ন পরিকল্পনার মাধ্যমে ওই এলাকার বন্যা প্রবণতা বহুলাংশেই নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হয়েছে।

৪ মে মোদির পদত্যাগ

চাইলেন কুণাল

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ বিপুল ভোটদান মানেই শাসকদলের জয় নিশ্চিত। বৃহস্পতিবার রাজ্যে প্রথম দফার ভোট মিটতেই এই দাবি নিয়ে ময়দানে নামলেন তৃণমূলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষ। তাঁর মতে, 'বেশি ভোট মানেই মমতার পক্ষে রায়'। একই সঙ্গে ৪ মে ভোটের ফল প্রকাশের পর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পদত্যাগেরও দাবি তুলেছেন তিনি।রাজ্য রাজনীতির কারবারিদের নজর এখন প্রথম দফার ভোটের হারের দিকে। প্রায় ৯৩ শতাংশ ভোট পড়াকে ঘাসফুল শিবিরের অনুকূলেই দেখছেন কুণাল। তাঁর দাবি, রাজ্যের মানুষ উন্নয়ন ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতেই বুথমুখী হয়েছেন। এর ফলে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রত্যাবর্তন কেবল সময়ের অপেক্ষা। ভোটগ্রহণের পর কুণাল বলেন, যত বেশি ভোট পড়েছে, তত বেশি স্পষ্ট হয়েছে যে মানুষ গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছেন এবং সেই অংশগ্রহণ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকারের পক্ষেই গিয়েছে । উল্লেখ্য, ভোটের হার ৯০ থেকে ৯৪ শতাংশের মধ্যে থাকবে বলে আগেই পূর্বাভাস দিয়েছিলেন তিনি।ভোটের আবহে প্রধানমন্ত্রীর সাম্প্রতিক গঙ্গা সফর ও সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবি পোস্ট করা নিয়ে তীব্র কটাক্ষ ছুড়ে দিয়েছেন তৃণমূলের এই নেতা। কুণালের মতে, 'বাংলার মাটি এমনই, এখানে এলে মানুষ বদলে যায়'। প্রধানমন্ত্রীর গঙ্গাবক্ষে ভ্রমণকে 'ফটোশুট আর প্রচারসর্বস্ব রাজনীতি' বলে দেগে দিয়েছেন তিনি। কুণালের সাফ কথা, ক্ষ্মফটোশুট আর প্রচারসর্বস্ব রাজনীতির মাধ্যমে মানুষকে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে !ক্ষ্ম এমনকি ফলাফলের পর নৈতিক পরাজয় স্বীকার করে প্রধানমন্ত্রীর কুর্সি ছাড়ার দাবিও তুলেছেন তিনি।বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি নিয়ে এদিন কুনাল আক্রমণাত্মক মেজাজে ছিলেন। মণিপুরের অশান্তি থেকে শুরু করে উন্নাও, হাথরাস ও বিলকিস বানো মামলার প্রসঙ্গ টেনে গেরুয়া শিবিরকে বিঁধেছেন তিনি। তাঁর পাল্টা প্রশ্ন, ক্ষ্মনিজেদের রাজ্য সামলাতে পারেন না, তাঁরা কি না বাংলায় এসে উপদেশ দিচ্ছেন !ক্ষ্ম এমনকি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে 'ফ্লপ জ্যোতিষী' বলতেও ছাড়েননি তিনি। কুণালের অনুমান, প্রথম দফার ১৫২টি আসনের মধ্যে তৃণমূল একাই ১২৫ থেকে ১৩৫টি আসন পেতে পারে।বেলেঘাটা কেন্দ্রের প্রার্থী হিসেবে নিজের জয় নিয়ে তিনি একপ্রকার নিশ্চিত। তাঁর দাবি, প্রথম দফার ভোটেই বিজেপির 'মিথ্যা প্রচার' ধুয়ে মুছে গিয়েছে। রাজ্যের মানুষ যে সামাজিক নিরাপত্তা ও উন্নয়নের পক্ষে রায় দিয়েছেন, তা ৪ মে স্পষ্ট হবে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল। সব মিলিয়ে প্রথম দফার ভোট শেষ হতেই কুণালের এই রণংদেহী মেজাজ বঙ্গ রাজনীতির উত্তাপ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। ফাইল ফটো।

রেকর্ড ৯২ শতাংশ ভোটদান বাংলার 'ঐতিহাসিক' নির্বাচনকে 'সুপ্রিম' কুর্নিশ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ২৭ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ১৩৬টির সুরাহা! ট্রাইব্যুনালের এই মন্থর গতি নিয়ে মামলাকারী তথা তৃণমূলের আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে সরাসরি কলকাতা হাই কোর্টে যাওয়ার পরামর্শ দিল সুপ্রিম কোর্ট। শুক্রবার প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত এবং বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ স্পষ্ট জানায়, ট্রাইব্যুনালে নাম নিষ্পত্তি নিয়ে আদালতের হস্তক্ষেপ প্রয়োজন মনে করলে আবেদনকারী পক্ষ হাই কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুজয় পালের দ্বারস্থ হতে পারেন। দেশের সর্বোচ্চ আদালত এদিন নাম নিষ্পত্তি ইস্যুর পাশাপাশি মালদহের মোথাবাড়িতে বিচারকদের ঘেরাও-কাণ্ডে এনআইএ-কে চার্জশিট পেশের সবুজ সংকেতও দিয়েছে। শুক্রবার দুপুর গড়াতেই সুপ্রিম কোর্টে মামলার সওয়াল-জবাব শুরু হয়। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় এদিন পরিসংখ্যান তুলে ধরে ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, '২৭ লক্ষ আবেদনের মধ্যে মাত্র ১৩৬টি আবেদনের নিষ্পত্তি হয়েছে।' এর উত্তরেই প্রধান বিচারপতি কান্ত তাঁকে উচ্চ আদালতের পথ দেখান। এদিকে মামলার শুনানিতে প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে বাংলার প্রথম দফার ভোট। কল্যাণ আদালতকে জানান, এবার রাজ্যে ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। পরিযায়ী শ্রমিকেরাও বাড়ি ফিরে ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। এই বিপুল পরিমাণ ভোটদানকে 'ঐতিহাসিক' তকমা দেন সলিসিটর জেনারেল তুষার মেহতা। কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূমিকার প্রশংসা শোনা যায় তাঁর মুখে। ভোটের হার নিয়ে খুশি খোদ বিচারপতিরাও। প্রধান বিচারপতি কান্তের পর্যবেক্ষণ, 'একজন ভারতীয় নাগরিক হিসাবে ভোটদানের বেশি হার দেখে আমি খুবই খুশি। মানুষ যখন ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তখন গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করে।' তিনি মনে করেন, ভোটের শক্তি বুঝলে মানুষ হিংসা বিমুখ হয়। বিচারপতি বাগচীও প্রথম দফার শান্তিপূর্ণ মেজাজ নিয়ে ইতিবাচক মন্তব্য করেন। তবে তাঁর কণ্ঠে ছিল হালকা শ্লেষও। তিনি বলেন, 'রাজায় রাজায় যুদ্ধ হয়, উলুখাগড়ার প্রাণ যায়।' শুনানির গম্ভীর আবহে হঠাৎই আসে সৌজন্যের ছোঁয়া। আগামী ৪ মে ভোটগণনার দিন নির্বাচন কমিশনের আইনজীবীকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান কল্যাণ। তিনি বলেন, '৪ মে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানাচ্ছি।' সেই প্রস্তাব শুনে বিচারপতি বাগচীর মন্তব্য, 'উনি যদি আগে কলকাতায় আসতেন, তা হলে সেই দায়িত্ব আমারই থাকত।' সব মিলিয়ে ট্রাইব্যুনাল জট থেকে ভোটের সৌজন্য, শুক্রবার সুপ্রিম কোর্ট সরগরম থাকল বাংলার নানা ইস্যুতে।

কমিশনের বাইক নিষেধাজ্ঞায় কাটছাঁট কলকাতা হাইকোর্টের

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ ভোটের মুখে সাধারণ মানুষের যাতায়াতের অধিকারে হস্তক্ষেপ করা যাবে না। নির্বাচন কমিশনের বাইক-সংক্রান্ত বিতর্কিত বিজ্ঞপ্তিতে বড়সড় সংশোধন করল কলকাতা হাই কোর্ট। শুক্রবার বিচারপতি কৃষ্ণা রাও সাফ জানিয়ে দিলেন, ভোটের ৪৮ ঘণ্টা আগে থেকে বাইক চলাচলে ঢালাও নিষেধাজ্ঞা চাপানো আদতে ক্ষমতার অপব্যবহার। কমিশনের কড়াকড়ি ছেঁটে বিচারপতি নির্দেশ দিয়েছেন, বাইক র‍্যালি নিষিদ্ধ থাকলেও অ্যাপ-নির্ভর চালক, গিগ-কর্মী এবং অফিসযাত্রীদের যাতায়াতে কোনও বাধা থাকবে না। তবে সঙ্গে রাখতে হবে বৈধ পরিচয়পত্র।আদালতের পর্যবেক্ষণে উঠে এসেছে নাগরিক স্বাধীনতার গুরুত্ব। বিচারপতি রাওয়ের মতে, 'আইন এবং বাস্তবতার মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা জরুরি। শুধুমাত্র সম্ভাব্য অপরাধের আশঙ্কায় সাধারণ নাগরিকের অধিকার খর্ব করা যায় না।' কমিশনের উদ্দেশে কড়া ভাষায় তিনি বলেন, 'আপনারা নিজেদের ক্ষমতার অপব্যবহার করছেন। নাগরিকদের এই ভাবে হেনস্থা করা হচ্ছে।'

আদালতের স্পষ্ট বার্তা, 'নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হওয়া যেমন জরুরি, তেমনি নাগরিক স্বাধীনতা রক্ষা করাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। এই দুইয়ের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রাখাই প্রশাসনের আসল চ্যালেঞ্জ।'শুক্রবার শুনানির পর সংশোধিত যে রূপরেখা আদালত দিয়েছে, তাতে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমবে। বিচারপতি জানিয়েছেন, সংবিধানের ৩২৪ অনুচ্ছেদ কমিশনকে ক্ষমতা দিলেও তা আইনের গণ্ডিতেই সীমাবদ্ধ রাখা উচিত। প্রচলিত কোনও আইনেই বাইক চলাচল পুরোপুরি বন্ধ করার সংস্থান নেই। তাই ঢালাও নিষেধাজ্ঞা অযৌক্তিক। নতুন নির্দেশ অনুসারে, ভোটের ঠিক ১২ ঘণ্টা আগে থেকে জরুরি প্রয়োজন ছাড়া পিছনে যাত্রী বসানো যাবে না। তবে ভোটের দিন পরিবার নিয়ে বাইকে চড়ে বুথে যেতে কোনও বাধা থাকবে না।

দোকান খুলতেই কমছে 'স্টক'

খালি হাতে ফিরছেন সুরাপ্রেমীরা

নয়া জামানা, কলকাতা ঃ চার দিনের লম্বা বিরতি শেষে শুক্রবার রাজ্যের মদের দোকানগুলো খুলতেই আছড়ে পড়ল সুরাপ্রেমীদের ভিড়। বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফার ভোট মিটতেই সুরা মজুত করার হিড়িকে নাজেহাল দশা বিক্রেতাদের। বেলা গড়াতে না গড়াতেই শহরের অধিকাংশ দোকানের ভাঁড়ার প্রায় শূন্য। শনিবার সন্ধ্যা পর্যন্ত এই প্রবল চাহিদা কীভাবে সামাল দেওয়া যাবে, তা নিয়েই এখন কপালে চিন্তার ভাঁজ ব্যবসায়ীদের। দেশি হোক বা বিদেশি; সুরা সংগ্রহের এই প্রতিযোগিতায় ভাঁড়ার সামলাতে রীতিমতো হিমশিম খাচ্ছেন সুরা বিপণির মালিকেরা। গত ২০ এপ্রিল থেকে প্রথম দফার ভোটের কারণে রাজ্যে মদের দোকান বন্ধ রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। বৃহস্পতিবার ১৫২টি আসনে ভোটগ্রহণ পর্ব মেটার পর শুক্রবার সকাল থেকে ফের ঝাঁপ খোলে দোকানগুলির। কিন্তু খোলার আগে থেকেই দোকানের সামনে লম্বা লাইন চোখে পড়ে সর্বত্র। ব্যবসায়ীদের দাবি, সাধারণ সময়ে সারা দিনে যা বিক্রি হয়, শুক্রবার দুপুরের মধ্যেই সেই লক্ষ্যমাত্রা পেরিয়ে গিয়েছে। মূলত দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে দীর্ঘ সময় দোকান বন্ধ থাকার আশঙ্কায় সাধারণ মানুষ যত বেশি সম্ভব মদ বাড়িতে মজুত করে রাখতে চাইছেন।চাঁদনি চক এলাকার এক মদের দোকানে গিয়ে দেখা গেল এক অভূতপূর্ব ছবি। কোলাপসিব্ল দরজায় তালা ঝুলিয়ে ভিতর থেকে সাবধানে কেনাবেচা চলছে। আবগারি দফতরের আগাম সতর্কতা মেনেই এই ব্যবস্থা। দোকানের ম্যানেজার কালীপদ ছাটুইয়ের কথায়, 'সকাল ১১টায় দোকান খুলেছি। তার আগে থেকেই দোকানের সামনে লাইন পড়ে গিয়েছিল। অনেকে দেশি খুঁজছেন। কিন্তু সব বিক্রি হয়ে গিয়েছে।' আগে থেকে দোকান বন্ধের কোনও আভাস না পাওয়ায় পর্যাপ্ত মাল মজুত করা সম্ভব হয়নি বলে আক্ষেপ করছেন ব্যবসায়ীরা। তার ওপর বিভিন্ন এলাকায় 'নো এন্ট্রি' থাকার কারণে জোগান আসাও কার্যত অসম্ভব হয়ে পড়েছে। কালীপদবাবু স্পষ্ট জানালেন, 'হঠাৎ করে ঘোষণা হওয়ায় আমরা মাল মজুত করে রাখার সুযোগ পাইনি। তার উপর কিছু জায়গায় 'নো এন্ট্রি' রয়েছে। তাই জোগান নেই।' একই ছবি ধরা পড়েছে শহরের অন্যান্য প্রান্তেও। অনলাইন অ্যাপে মদ অর্ডার করতে গিয়েও অনেককে খালি হাতে ফিরতে হচ্ছে। জনপ্রিয় ব্র্যান্ডগুলি ইতিমধ্যেই সাইট থেকে উধাও। অন্য এক দোকানের ম্যানেজার অসিত দাসের বয়ান অনুযায়ী, 'আমাদের এখানে বিয়ার শেষ। সকাল থেকে ক্যান বিয়ার অনেক বিক্রি হয়েছে। যেগুলির চাহিদা সাধারণ ভাবে বেশি থাকে, সেগুলি আর কিছুই বাকি নেই। দামি মদ এখনও কিছু পড়ে আছে বটে। অনেকে পছন্দের মদ না পেয়ে ফিরে যাচ্ছেন।' নতুন স্টক পাওয়ার জন্য সরকারি পোর্টালে অর্ডার দেওয়ার চেষ্টা করলেও তা সম্ভব হচ্ছে না বলে জানান তিনি। অসিতবাবু বলেন, 'সাইটে অর্ডার করা যাচ্ছে না। আমাদের স্টকে যা ছিল, সকাল থেকে তা-ই বিক্রি করেছি। কিন্তু নতুন স্টক না এলে কাল কী হবে বলতে পারছি না। সারা দিনই লোক আসছেন মদ কিনতে। দুপুরেও ভিড় হচ্ছে।'উল্লেখ্য, আগামী ২৯ এপ্রিল দ্বিতীয় দফায় ১৪২টি আসনে ভোটগ্রহণ রয়েছে। তার জন্য শনিবার সন্ধ্যা ৬টার পর থেকে ফের বন্ধ হয়ে যাবে সমস্ত দোকান। এই মধ্যবর্তী সময়টুকুতে নিজেদের চাহিদা মিটিয়ে নিতে মরিয়া সুরাপ্রেমীরা। ব্যাগ ভর্তি করে সুরা নিয়ে বাড়ি ফেরার দৃশ্য শুক্রবার ছিল সর্বত্র।

তবে রেস্তরাঁ বা পানশালাগুলিতে এখনও স্টক ফুরিয়ে না গেলেও সেখানেও ভিড় অন্যান্য দিনের তুলনায় অনেক বেশি। বোতল কিনে বাড়ি নিয়ে যাওয়ার সুবিধা না থাকায় সেখানে কিছুটা শৃঙ্খলা রয়েছে। তবে সাধারণ খুচরো বিক্রেতাদের দুশ্চিন্তা কাটছে না। স্টক প্রায় শেষ হয়ে যাওয়ায় শনিবারের নির্ধারিত সময় পর্যন্ত ব্যবসা চালানো যাবে কি না, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

সব মিলিয়ে ভোটের আবহেই সুরা-সংকটে তপ্ত মহানগরী। ফাইল ফটো।

সৃজিতের ‘কিলবিল সোসাইটি’তে চমক!

কৌশানীর ছোটবেলায় কোচবিহারের নিধি

কুশল রায় ।। নয়া জামানা ।। কোচবিহার

সৃজিতের সাবাশিতে আপ্লুত কাকা-ভাইঝি। বাস্তবে অবশ্য তাঁরা কাকা-ভাইঝি নন, সৃজিতের সিনেমায় অভিনয় তাঁদের আত্মীয়তার বন্ধনে জুড়ে দিয়েছে। তারা নিধি মাহাতো এবং কল্যাণময় দাস। কোচবিহার শহরের বাসিন্দা নিধি অভিনয় করেছে অভিনেত্রী কৌশানীর ছোটবেলার চরিত্রে এবং তাঁর কাকার চরিত্রে অভিনয় করেছেন কল্যাণময়। মাত্র তিন বছর বয়সে ‘মাস্টার বিট্টু’র চরিত্রে অভিনয় করে তাক লাগিয়েছিলেন অভিনেতা সোহম চক্রবর্তী। কোচবিহারের নিধি কিন্তু এতদিন অভিনয়ের সঙ্গে যুক্ত ছিল না। শহরের দুর্গাবাড়ি মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা নিধির বাবা চন্দন মাহাতো পেশায় ব্যবসায়ী, মা গৃহবধূ। আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া বিদ্যালয়ের চতুর্থ শ্রেণির এই পড়ুয়া কী করে অভিনয়ের সুযোগ পেল? কৌশানীর ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয়ের জন্য ডিসেম্বর থেকে এক খুদের খোঁজ করছিলেন কল্যাণময় দাস। অনেক পরে নিধির খোঁজ পান আঞ্জুমান-ই-ইসলামিয়া স্কুলের শিক্ষিকা দেবলীনা বিশ্বাসের থেকে। এরপর কল্যাণময় নিধির ছবি পাঠাতেই সৃজিতের তরফ থেকে মেলে সম্মতি। নিধি এদিন কালিম্পংয়ে বসে ফোনে বলল, প্রথমে যখন ম্যাম আমাকে অভিনয়ের কথা জানায়, তখন আমি বিশ্বাসই করিনি। তারপর এখানে এলাম, কৌশানী দি’র সঙ্গে দেখা হল। দিদি বলেছে, ভালো করে অভিনয় করতে। ছবিতে ছোট চরিত্রে অভিনয় করলেও কল্যাণময়ের পরিচিতি নাট্যশিল্পী হিসেবে। এর আগে তিনি ‘রসগোল্লা’, ‘একটি অন্য প্রেমের গল্প’ সহ একাধিক ছবি এবং ধারাবাহিকেও অভিনয় করেছেন। বললেন, কলকাতা এবং মুম্বইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় দীর্ঘদিনের। যখনই ওদের নতুন ছবির চরিত্রের প্রয়োজন হয়, তখনই তারা আমাকে জানায়। এবারেও কল্যাণময়ের হাত ধরে এই ছবিতে অভিনয় করছে নিধি, গুঞ্জিতা এবং বান্টি। ছবিটিতে কৌশানীকে দেখানো হয়েছে উত্তরবঙ্গের মেয়ে হিসেবে। সেই সূত্রে উত্তরের ছেলেমেয়েদের প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে ছবিটিতে। নিধির পাশাপাশি ছবিতে সন্দীপ্তার ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করছে রামপুরের মেয়ে গুঞ্জিতা সরকার। ওদলাবাড়ির বান্টি মণ্ডল অভিনয় করছেন কৌশানী এবং সন্দীপ্তার শিক্ষকের চরিত্রে। ১৩ বছর আগের ‘হেমলক সোসাইটি’র সঙ্গে সাযুজ্য রেখে সৃজিত মুখোপাধ্যায়ের আগামী ছবি তৈরি হচ্ছে ‘কিলবিল সোসাইটি’।

সেখানে মুখ্য চরিত্রে রয়েছেন পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় এবং কৌশানী মুখোপাধ্যায়। ছবিতে কৌশানীর বান্ধবী হিসেবে দেখা যাবে সন্দীপ্তা সেনকে। উত্তরবঙ্গের বেশ কয়েকটি জায়গায় আপাতত সেই শুটিং শুরু হয়েছে। শুক্রবার মেটেলি চা বাগানের দীর্ঘদিনের পুরোনো আবাসে শুট হয়েছে। সেখানেই অভিনয় করেছে কোচবিহারের ছোট্ট নিধি এবং কল্যাণময়। ছবিতে এই আবাসেই কৌশানীর বেড়ে ওঠা দেখানো হবে। শনি এবং রবিবার লাভা, ডেলো, কালিম্পংয়ে শুট করা হবে। কল্যাণময় বললেন, শুক্রবার শুট শেষের পর সৃজিতদা মনিটর থেকে উঠে এসে কাঁধে হাত রেখে বলেছেন, ওয়েল ডান, দাদা। ওয়েল ডান। এত বড় একজন মানুষের এই ব্যবহারে আমি সত্যিই অবাক, আপ্লুতও। কল্যাণময় জানান, সৃজিতের ছবিতে প্রথমবার তিনি কাজ করছেন এবং এই সুযোগ পেয়ে তিনি ধন্য।

শিলিগুড়িতে ফের ‘ভুয়ো পুলিশ’, কাগজে গয়না মুড়ে পাথর ধরাল প্রতারকরা

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ শহরে ফের সক্রিয় হয়ে উঠল ‘ছদ্মবেশী’ প্রতারক চক্র। শুক্রবার দুপুরে শিলিগুড়ির খালপাড় অগ্রসেন রোড এলাকায় পুলিশ পরিচয়ে এক বৃদ্ধার গয়না হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল দুই যুবকের বিরুদ্ধে। অভিযোগকারী পুষ্প দেবীর দাবি, বাজার থেকে রিকশায় ফেরার সময় দুই তরুণ নিজেদের পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাঁকে আটকায়। নিরাপত্তার দোহাই দিয়ে গয়নাগুলো একটি কাগজে মুড়িয়ে রাখতে বলে তারা। সহযোগিতার ভান করে একটি মোড়ক ওই বৃদ্ধার হাতে ধরিয়ে দেওয়া হয়। বাড়ি ফিরে সেই কাগজ খুলতেই চক্ষু চড়কগাছ পুষ্প দেবীর।

দেখেন গয়নার বদলে সেখানে পাথর ও কাগজ ভরা। মুহূর্তের অসতর্কতায় আসল গয়নার মোড়কটি বদলে দিয়েছে প্রতারকরা। খবর পেয়ে শিলিগুড়ি থানার পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। পুলিশের পক্ষ থেকে শহরবাসীকে সতর্ক করে বলা হয়েছে, রাস্তায় পুলিশ পরিচয়ে কেউ গয়না বা মূল্যবান জিনিস খুলে রাখতে বললে তৎক্ষণাৎ নিকটবর্তী থানায় যোগাযোগ করতে হবে।

কালবৈশাখীর চোখরাঙানি, শনি থেকে মঙ্গল ভিজবে উত্তরবঙ্গ

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ দক্ষিণবঙ্গ যখন তীব্র দাবদাহ আর তাপপ্রবাহে পুড়ছে, ঠিক তখনই উত্তরবঙ্গের জন্য স্বস্তির খবর শোনাল আলিপুর আবহাওয়া দফতর। গুমোট গরম আর আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তির মাঝেই উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিতে বজ্রবিদ্যুৎ সহ বৃষ্টির পাশাপাশি কালবৈশাখী ঝড়ের প্রবল সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। শনিবার থেকে মঙ্গলবার পর্যন্ত হিমালয় সংলগ্ন জেলাগুলিতে আবহাওয়া পরিবর্তনের বড় পূর্বাভাস রয়েছে।

হাওয়া অফিসের রিপোর্ট অনুযায়ী, দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি, এই পাঁচ জেলায় ঝোড়ো হাওয়ার সঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। শনিবার ও রবিবার পার্বত্য জেলাগুলিতে ভারী বৃষ্টির সতর্কতা জারি করা হয়েছে। আবহাওয়া বিজ্ঞানীদের মতে, ৭০ থেকে ১১০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টি হতে পারে ওপরের দিকের জেলাগুলিতে।

সঙ্গে ৩০ থেকে ৪০ কিলোমিটার গতিবেগে বইতে পারে ঝোড়ো হাওয়া। মূলত উত্তর-পূর্ব বাংলাদেশ এবং সংলগ্ন এলাকায় থাকা ঘূর্ণাবর্ত এবং পশ্চিমবঙ্গের ওপর বিস্তৃত অক্ষরেখার জেরেই এই দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে। উত্তরবঙ্গের ক্ষেত্রে এই বৃষ্টি জনজীবনে সাময়িক স্বস্তি দিলেও,

ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় পাহাড়ের জনবসতি ও পর্যটকদের সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে। বিশেষ করে শনি ও রবিবারের কালবৈশাখীর ভ্রুকুটি কিছুটা হলেও চিন্তায় রাখছে সমতলের বাসিন্দাদের। প্রশাসনের পক্ষ থেকে নদী তীরবর্তী এলাকা ও পাহাড়ি রাস্তায় সতর্কতা অবলম্বনের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ধ্বংসের মুখে ধূপগুড়ির প্রাণকেন্দ্র ‘পুর ফুটবল ময়দান’ এখন মদের আড্ডা ও শৌচালয়

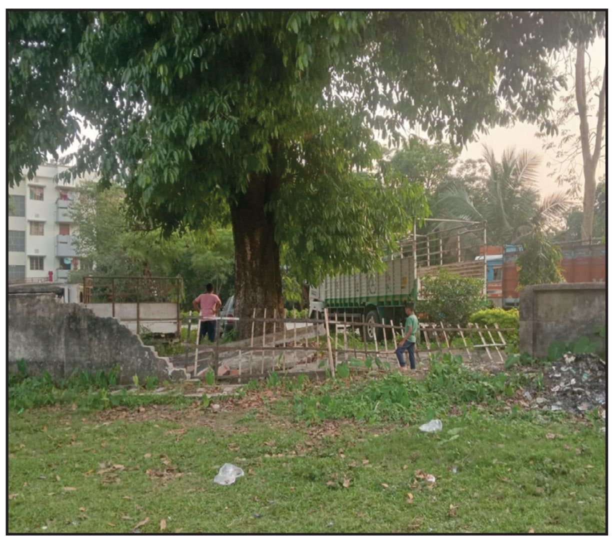

অশোক মিত্র, নয়া জামানা, ধূপগুড়ি ঃ ধূপগুড়ি শহরের ক্রীড়া চর্চার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ‘পুর ফুটবল ময়দান’ বর্তমানে ধ্বংসস্তূপে পরিণত হতে বসেছে। মাঠের গেট অনেক আগেই ভেঙে পড়েছিল, এবার হুড়মুড়িয়ে ভেঙে পড়ল একপাশের দেওয়াল। ধূপগুড়ি থানার সংলগ্ন অংশের দেওয়ালটি ধসে যাওয়ায় মাঠের নিরাপত্তা কার্যত এখন শূন্য। এই ঘটনায় প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে তীব্র ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন স্থানীয় খেলোয়াড় ও ক্রীড়াপ্রেমীরা। দেওয়াল ও গেট না থাকায় মাঠটি এখন উন্মুক্ত প্রান্তরে পরিণত হয়েছে। অবাধে গবাদি পশু বিচরণের পাশাপাশি বাইক নিয়ে মাঠে ঢুকে পড়ার ঘটনা নিত্যনৈমিত্তিক হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, রাতের অন্ধকারে মাঠের ভেতরে বসছে মদের আসর। চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বোতল ও আবর্জনা মাঠের পরিবেশ নষ্ট করছে। কোনো শৌচাগার বা পানীয় জলের ব্যবস্থা না থাকায় মাঠের একাংশ এখন পথচলতি মানুষের শৌচালয়ে পরিণত হয়েছে। খেলোয়াড় সৌভিক দত্ত ও শুভঙ্কর দত্ত জানান, প্রশাসনের কর্তারা বারবার মাঠ পরিদর্শন করে সংস্কারের আশ্বাস দিলেও বাস্তবে কোনো কাজ হয়নি। ধূপগুড়ি ফুটবল ক্লাবের সদস্য তথা রেফারি অজিত দে আক্ষেপের সুরে বলেন, প্রশাসন কেবল আশ্বাসই দিয়ে যাচ্ছে। একজন পুরকর্মী ও খেলোয়াড়রা আপ্রাণ চেষ্টা চালাচ্ছেন মাঠটিকে বাঁচাতে। কিন্তু পরিকাঠামো রক্ষা করতে গেলে প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতা একান্ত প্রয়োজন। মাঠের দায়িত্বে থাকা একমাত্র পুরকর্মীর একার পক্ষে এই বিশাল ময়দান পাহারা দেওয়া অসম্ভব। তবুও তাঁর ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা প্রশংসিত হয়েছে। শহরের একমাত্র এই মাঠটি দ্রুত সংস্কার করা না হলে ধূপগুড়ির ফুটবল ভবিষ্যৎ অন্ধকারে তলিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন ক্রীড়ামহল।

হলদিবাড়িতে ইভিএম-কাণ্ডে ‘ষড়যন্ত্রের’ অভিযোগ বিজেপির

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ উত্তরবঙ্গে প্রথম দফার নির্বাচনে রেকর্ড ৯০ শতাংশের বেশি ভোটদানের স্বস্তির মাঝেই রাতের অন্ধকারে উত্তপ্ত হয়ে উঠল হলদিবাড়ি। একটি গাড়িতে নিরাপত্তা ছাড়াই ‘অতিরিক্ত’ ইভিএম নিয়ে যাওয়ার অভিযোগ ঘিরে মাঝরাতে রীতিমতো রণক্ষেত্রের চেহারা নিল শহরের ৬ নম্বর ওয়ার্ড। প্রশাসন ও শাসকদলের যোগসাজশে ইভিএম বদলে দেওয়ার ষড়যন্ত্র চলছে, এই অভিযোগ তুলে সেক্টর অফিসারের গাড়ি ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। বৃহস্পতিবার রাতে হলদিবাড়ি শহরের বালাডাঙা জুনিয়ার বেসিক স্কুলের ১৪০ ও ১৪১ নম্বর বুথের ভোটপ্রক্রিয়া শেষ হওয়ার পর ইভিএম নিয়ে ফেরার তোড়জোড় চলছিল। অভিযোগ, সেই সময় স্থানীয়রা দেখেন এক সেক্টর অফিসার কোনও নিরাপত্তা ব্যবস্থা ছাড়াই নিজের গাড়িতে অতিরিক্ত ইভিএম নিয়ে যাচ্ছেন। পর্যাপ্ত পুলিশি পাহারা ছাড়া কেন ইভিএম নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা নিয়ে প্রশ্ন তুলে গাড়িটি আটকে দেন বিজেপি সমর্থকরা। খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছান মেখলিগঞ্জের বিজেপি প্রার্থী দধিরাম রায় এবং নেতা অর্ঘ্য রায় প্রধান। তাঁদের দাবি, আসল ইভিএম বদলে নতুন ইভিএম ঢোকানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল। মুহূর্তের মধ্যে পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। উত্তাল হলদিবাড়িতে পরিস্থিতি সামাল দিতে নামানো হয় বিশাল পুলিশ ও কেন্দ্রীয় বাহিনী। দীর্ঘক্ষণ প্রশাসনের কর্তাদের সঙ্গে বিজেপি নেতৃত্বের বচসা চলে। বিজেপি নেতাদের সাফ দাবি ছিল, ওই সন্দেহভাজন ইভিএম-এর বৈধতা সবার সামনে যাচাই করতে হবে। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনের উচ্চপদস্থ কর্তারা আশ্বাস দেন যে, ডিসিআরসি কেন্দ্রে রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের সামনেই মেশিনটি পরীক্ষা করা হবে। প্রশাসনের এই আশ্বাসের পর বিক্ষোভ কিছুটা প্রশমিত হলেও দধিরাম রায় ঝুঁকি নিতে রাজি হননি। সেক্টর অফিসারের গাড়ি যখন রওনা দেয়, তখন নিজের গাড়ি নিয়ে সেই ইভিএমবাহী কনভয়ের পিছনে ধাওয়া করেন খোদ বিজেপি প্রার্থী। ভোটের ডিউটিতে থাকা সেক্টর অফিসারের গাড়িতে কেন কেন্দ্রীয় বাহিনী বা পুলিশ ছিল না? আর সেই গাড়িতেই বা কেন অতিরিক্ত ইভিএম রাখা ছিল? এই প্রশ্নগুলোই এখন উত্তরবঙ্গের রাজনৈতিক মহলে শোরগোল ফেলে দিয়েছে। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের কাছে কড়া অভিযোগ জানানোর প্রস্তুতি নিচ্ছে গেরুয়া শিবির।

ভোট মিটতেই ‘জয় নিশ্চিত’! জলপাইগুড়িতে ঢাক-ঢোল-আবিরে আগাম উল্লাস বিজেপির

ভোটদান পর্ব শেষ হতেই বৃহস্পতিবার রাতে ঢাক ঢোল নিয়ে উল্লাসে মাতলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ডিবিসি রোডে জেলা বিজেপি অফিসের সামনের রাস্তায় কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলার পাশাপাশি ঢাক ঢোল নিয়ে উল্লাস করলেন। এই উল্লাসের কারণ হিসেবে বিজেপি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলেন, আজ ভোটের উৎসব ছিল। মানুষ এতদিনে প্রাণ খুলে ভয়ের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দিয়েছে। যার কারণে জেলায় শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে।

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ ভোটদান পর্ব শেষ হতেই বৃহস্পতিবার রাতে ঢাক ঢোল নিয়ে উল্লাসে মাতলেন জলপাইগুড়ির বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা। ডিবিসি রোডে জেলা বিজেপি অফিসের সামনের রাস্তায় কর্মীরা গেরুয়া আবির খেলার পাশাপাশি ঢাক ঢোল নিয়ে উল্লাস করলেন। এই উল্লাসের কারণ হিসেবে বিজেপি জেলা যুব মোর্চার সভাপতি পলেন ঘোষ বলেন, আজ ভোটের উৎসব ছিল। মানুষ এতদিনে প্রাণ খুলে ভয়ের বাতাবরণ থেকে বেরিয়ে এসে ভোট দিয়েছে। যার কারণে জেলায় শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী প্রায় ৯২ শতাংশ ভোট পড়েছে। এর থেকেই আমরা নিশ্চিত, ফল ঘোষণার পর বিজেপি সরকার গড়তে চলেছে। তাই আমাদের কর্মী-সমর্থকরা আজই উল্লাসে মেতেছেন। বিপুল ভোটদানের হারকে নিজেদের পক্ষে জনাদেশ বলে দাবি করছে জেলা বিজেপি। যদিও ভোটের ফল এখনও প্রকাশ হয়নি। তৃণমূল শিবির অবশ্য এই আগাম উল্লাসকে কটাক্ষ করে বলেছে, ইভিএম খোলার পরই বোঝা যাবে মানুষ কার পাশে।

পাহাড়ে শান্ত ভোট! রাস্তায় ‘অঘোষিত বনধ’, উৎসবহীন গণতন্ত্রে বাড়ল ভোটের হার

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ পাহাড়ের চিরাচরিত রাজনৈতিক উত্তাপকে সরিয়ে রেখে কোনও ঝুটঝামেলা ছাড়াই বৃহস্পতিবার বিধানসভা ভোট মিটল। দার্জিলিং এবং কালিম্পং জেলায় পাহাড়ি অঞ্চলে ভোট মিটেছে শান্তিপূর্ণভাবে। ভোটদানের হার এবার অনেকটাই বেড়েছে। তবে, ভোটের দিন পাহাড়ের রাস্তাঘাট এবং বাজারগুলির যে ছবি ধরা পড়েছে, তাকে অনেকেই অঘোষিত বনধের সঙ্গে তুলনা করেছেন। পাহাড়ে রাজনৈতিক হিংসার ইতিহাস যতই লম্বা হোক না কেন এখানে ভোটপর্ব বরাবর শান্তিতেই মেটে। সেই ধারা বজায় রেখে বৃহস্পতিবারও গোটা পাহাড়ে ভোট ছিল পুরোপুরি শান্তিপূর্ণ। বুথে বুথে ভোটারদের লম্বা লাইন দিনভর চোখে পড়লেও তাঁদের মুখে যেন কুলুপ আঁটা ছিল। ভোট দিয়েছেন নিস্তব্ধেই। গতকাল কার্সিয়াং, সোনাদা, টুং হোক বা দার্জিলিং, কোনও এলাকাতেই ভোটকে ঘিরে উৎসবের মেজাজ দেখা যায়নি। তবে, কালিম্পং শহরের চিত্রটা আলাদা ছিল। সেখানে কিছুটা হলেও উৎসবের মেজাজে ভোট হয়েছে। বৃহস্পতিবার গোটা পাহাড়ের রাস্তাঘাটই প্রায় শুনসান ছিল। শিমুলবাড়ি জুনিয়ার হাইস্কুলের বুথে সকাল থেকে ভালো ভিড় লক্ষ করা যায়। তবে, শিমুলবাড়ি থেকে রোহিণী রোড হয়ে কার্সিয়াংগামী রাস্তা এদিন যেন বনধের চেহারা নিয়েছিল। মাঝেমধ্যে সেনাবাহিনীর আর নির্বাচন কমিশনের আধিকারিকদের গাড়ি বাদে আর কোনও যানবাহন দেখা যায়নি। রোহিণী হয়ে গোটা রাস্তায় দুপাশের দোকান, হোটেল, রেস্তোরাঁগুলিও পুরোপুরি বন্ধ ছিল। কার্সিয়াংয়ের কিছুটা নীচে শিরুবাড়ি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে সকাল থেকে লম্বা লাইনে দাঁড়িয়ে নাগরিকরা ভোট দিয়েছেন। রাস্তার ঢালে কিছুটা নীচে চা বাগানের মাঝখানে এই স্কুলের ভোটকেন্দ্র থেকে ভোট দিয়ে ফিরছিলেন উমঙ্গ ছেত্রী। বললেন, ভোটার তালিকা নিয়ে যা হল, তাতে ভোট দিতে পারব কি না চিন্তায় ছিলাম। অবশেষে ভোট দিয়ে শান্তি পেলাম। তাঁর বক্তব্য, আমরা পাহাড়ের উন্নয়ন চাই, কাজ চাই। প্রতিদিনের ব্যস্ততম কার্সিয়াং শহরেও এদিন পুরোপুরি বনধের মেজাজ লক্ষ করা গিয়েছে। শহরের রাস্তায় লোকজনের আনাগোনা ছিল হাতেগোনা। সকালে এখানকার নয়াবাজার কমিউনিটি হলের বুথে ভোট দেন ভারতীয় গোর্খা প্রজাতান্ত্রিক মোর্চার সভাপতি অনীত থাপা। সেখানে অনীতকে বেশ আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছিল। বললেন, এবার পাহাড়ের তিনটি বিধানসভাতেই আমরা জিতছি। বিজেপির মিথ্যা প্রতিশ্রুতিকে মানুষ পাহাড় থেকে ছুড়ে ফেলেছেন। কার্সিয়াংকে পিছনে ফেলে টুং, সোনাদা হয়ে দার্জিলিংয়ের পথেও কার্যত অঘোষিত বনধের চেহারা দেখা গিয়েছে। দার্জিলিংয়ের ম্যাল ছিল শুনসান। শৈলশহরে এদিন পর্যটকদের দেখা মেলেনি। স্থানীয় মানুষ বাড়ি থেকে বেরিয়ে ভোটকেন্দ্রে গিয়েছেন, ভোট দিয়েই বাড়ি ফিরেছেন। সকালেই রাজ্যসভার সাংসদ হর্ষবর্ধন শ্রিংলা দার্জিলিংয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেছেন। দুপুরে অজয় এডওয়ার্ড স্ত্রীকে নিয়ে দার্জিলিংয়ের সেন্ট রবার্টস স্কুলে ভোট দেন। রাজনৈতিক দলগুলির বুথেও অতীতের তুলনায় এবার কম ভিড় ছিল। যা অতীতে পাহাড়ে সেভাবে দেখা যায়নি। আগে ভোটকেন্দ্রের ১০০ মিটার দূরে রাজনৈতিক দলের বুথগুলিতে উৎসবের মেজাজ লক্ষ করা যেত। এবার সেই ছবিটা চোখে পড়েনি। তবে কিছুটা আলাদা ছবি দেখা গিয়েছে কালিম্পংয়ে। সেখানে শহরে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নির্বাচনি বুথগুলিতে মহিলাদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। অঢেল খাওয়াদাওয়ার ব্যবস্থাও ছিল। যদিও অতীতের তুলনায় এবার পাহাড়ে ভোটের হার অনেকটাই বেড়েছে। মানুষ নিস্তব্ধে ভোটকেন্দ্রে গিয়ে নিজের ভোট দিয়ে ঘরে ফিরেছেন।

বক্সায় ভোটের রেকর্ড ,পাহাড়বাসীর একটাই দাবি ঃ ‘আমাদের শুধু রাস্তা চাই’

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ এবারের নির্বাচনের ইস্যু কী? কী মাথায় রেখে ভোট হচ্ছে এবার? একগাল হেসে তিনি উত্তরে বলেছেন, শুধু সাধারণভাবে জীবনযাপন করা। জেলার অন্যত্র যেমন ভালো রাস্তা, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা রয়েছে, তেমনটা যেন আমাদের এখানেও পাওয়া যায়। বক্তা বক্সা পাহাড়ের দারাগাঁও গ্রামের বাসিন্দা আশিস লেপচা। কুড়ির গণ্ডি পার করা আশিসদের মতো নতুন প্রজন্ম নয়, প্রবীণরাও নির্বাচনে অংশ নিয়েছেন সুদিনের আশায়। তবে সুদিন মানে বড় কিছু নয়, ভালো যোগাযোগ, ভালো স্বাস্থ্য পরিষেবা। যদিও তা কি আদৌ মিলবে, পাহাড়ের মাথায় ভোটকেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে সংশয়ের কথা বললেন অনেকেই। বুঝতে অসুবিধা হয় না অতীত অভিজ্ঞতার থেকেই তাঁরা এমন কথা বলছেন। তবুও আবার ভোটের লাইন হয়েছে। ভোটও হয়েছে উৎসবের আমেজে। বক্সা পাহাড়ে নির্বাচন নিয়ে সমস্যা হয় না। কোনও অশান্তি শোনা যায় না। এবছরও সেই ট্রেন্ড বজায় থাকল পাহাড়ের তিনটি বুথে। পাহাড়ের বাসিন্দাদের কথায়, জেলার অন্য জায়গায় আধুনিক পরিষেবা দেওয়া হোক, তাতে সমস্যা নেই। তবে বক্সাও যেন পিছিয়ে না থাকে। বক্সা ফোর্ট, আদমা ও চুনাভাটি, তিনটি বুথেই এদিন ভালো ভোট হয়েছে। আদমা ভোটকেন্দ্রে প্রায় ৮৯ শতাংশ ও বক্সা ফোর্ট বুথে ৭৭ শতাংশ ভোট পড়েছে। চুনাভাটির হিসেব পাওয়া না গেলেও, শতাংশের হিসেবে খারাপ নয় বলে মনে করা হচ্ছে। সবমিলিয়ে এদিন ভোটের হারে নতুন রেকর্ড হয়েছে। ভোট যেমন বেশি পড়েছে, তেমনই প্রত্যাশাও বড়। বক্সা ফোর্টের বাসিন্দা পেমা দোজি ডুকপা, লেপচাখার বাসিন্দা পিনচো ডুকপাদের মতে, পাহাড়ের সবথেকে বড় দাবি রাস্তা। বক্সা পাহাড়ে যেতে হলে জিরো পয়েন্ট পর্যন্ত গাড়ি নিয়ে যাওয়া যায়। এরপর হাঁটাপথে সব গ্রামে যেতে হয়। পাহাড়ের বাসিন্দাদের দাবি, বক্সা ফোর্ট পর্যন্ত গাড়ি চলাচলের রাস্তা। এখানে ভালো চিকিৎসা পরিষেবা না থাকায় কেউ গুরুতর অসুস্থ হলে তাঁকে চ্যাংদোলা করে নীচে নামাতে হয়। বাসিন্দাদের বক্তব্য, রাস্তা তৈরি হলে এই সমস্যা দূর হবে। মসৃণ হবে যোগাযোগ ব্যবস্থা। এই আশাতেই এবারও ভোট উৎসবে শামিল বক্সা। অন্যদিকে, পাহাড়ে ভোট করাতে যাওয়া ভোটকর্মীরাও নতুন অভিজ্ঞতা নিয়ে ফিরেছেন। আদমার ভোটকর্মী তুহিনকুমার সাধু, বিতান সিংহদের বক্তব্য, কোনও পাহাড়ি জায়গায় ভোট করানোর অভিজ্ঞতা এবার তাঁদের প্রথম হল। পাহাড়ি রাস্তায় হেঁটে ভোটকেন্দ্রে পৌঁছানো যেমন চ্যালেঞ্জের ছিল, তেমনই সেখান থেকে নেমে আসাও নতুন অভিজ্ঞতা তৈরি করেছে। একই কথা শুনিয়েছেন, বক্সা ফোর্ট বুথের ভোটকর্মী প্রদীপ অধিকারীও।

চা-পানে মিটল ফারাক, তৃণমূল-বিজেপির বন্ধুত্বে নজির গড়ল জলপাইগুড়ি

নয়া জামানা ডেস্ক ঃ তৃণমূলের ক্যাম্প অফিস থেকে দুই কাপ চা হাতে নিয়ে বিজেপির ক্যাম্পে ঢুকলেন এক ব্যক্তি। বিজেপির বুথে থাকা এক ব্যক্তিকে চায়ের একটি কাপ এগিয়ে দিলেন তিনি। পাশাপাশি বসে চা খেলেন দুজন। বুঝতে অসুবিধা হয়নি, রাজনীতির দুই মেরুতে তাঁদের অবস্থান। কিন্তু চায়ের পর বিজেপির ক্যাম্প অফিসে রাখা গুয়াপান একসঙ্গে খেলেন তাঁরা। রাজ্যের সর্বত্র যখন জমি ছাড়তে না চাওয়ার টক্কর চলছে শাসক-বিরোধীর মধ্যে, তখন জলপাইগুড়ি সদর বিধানসভার গড়ালবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের শুভচনি বুথে তৃণমূল ও বিজেপির বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক প্রথম দফার নির্বাচনে নজির তৈরি করল। ভোট উৎসব হওয়ায়, যুদ্ধ পরিস্থিতি আগে যেমন হতে দেননি, তেমনই আগামীতে হতে দেবেন না, জানিয়ে দিল দুই পক্ষ। যে কারণেই এখানে বহিরাগতদের উপস্থিতি নিষিদ্ধ। প্রত্যন্ত এলাকার শুভচনি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বুথে মোট ভোটার প্রায় ১ হাজার ৩০০ জন। এলাকাটি মূলত সংখ্যালঘু প্রধান হলেও সেখানে বেশ কিছু হিন্দু পরিবার রয়েছে। ভোট যে উৎসব, তা বোঝা যায় ভোটকেন্দ্রের কিছুটা দূরের মেলার পরিবেশে। একদিকে যেমন কড়াইয়ে ভাজা হচ্ছে জিলিপি ও শিঙাড়া, তেমনই অন্যদিকে বিক্রি হচ্ছে তরমুজ। রয়েছে ফুচকা, আইসক্রিম সহ বিভিন্ন দোকান। গা ঘেঁষাঘেঁষি করে তৃণমূল, বিজেপি, সিপিএমের ক্যাম্প অফিস। বেলা ১২টা নাগাদ মহিলা ও পুরুষ মিলিয়ে প্রায় দেড়শো মানুষ লাইনে। সকালে ভিড়টা বেশি থাকলেও কোনও সমস্যা হয়নি বলে জানালেন কেন্দ্রীয় বাহিনীর এক জওয়ান। শুভচনিপাড়ার এটাই নাকি পরিচিত ছবি, বলছেন স্থানীয়রা। যে কারণেই, কড়া নিরাপত্তায় যখন চলছে ভোটগ্রহণ, তখন বিজেপি ক্যাম্প অফিসে বসে বিজেপির মিঠুন রায়ের সঙ্গে রাতের পিকনিকের মেনু নিয়ে আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন তৃণমূল কর্মী আশরাফুল আলম। আশরাফুল বললেন, আমাদের এখানে ভোট মানে একটা উৎসব। যাঁর যেখানে খুশি ভোট দিক, তা নিয়ে আমাদের কোনও মাথাব্যথা নেই। আমাদের ক্যাম্প অফিসের তৈরি করা চা বিজেপি কর্মীরাও এসে খেয়ে যান। একইভাবে বিজেপি অফিসে যদি কোনও খাবার আসে, তার ভাগও আমরা পাই। আশরাফুলের কথা শেষ না হতেই বিজেপি ক্যাম্প অফিসে রাখা গুয়াপান হাতে তুলে মঞ্জিল আলম বললেন, সবাই জানে আমি তৃণমূল করি। কিন্তু দেখলেন তো ভোট দিয়ে বাড়ি যাওয়ার সময় বিজেপির অফিসে রাখা পান খেয়ে নিলাম। আমরা আলাদা দল করতেই পারি, তবে কেউ কারও শত্রু নই। বিজেপির মিঠুন ও দীনেশ রায়ের বক্তব্য, এখানকার রাজনৈতিক পরিবেশে কেন্দ্রীয় বাহিনীর প্রয়োজন ছিল না। বহিরাগতদের ঢুকতে না দেওয়ায় অশান্তিও হয় না। তাঁদের কথা শুনছিলেন সিপিএমের ক্যাম্প অফিসে থাকা ষাটোর্ধ্ব ইসলাম হুসেন। মিঠুনদের সঙ্গে সহমত পোষণ করে তিনি বললেন, সারাটা বছর যেখানে আমরা একে অপরের সুখ-দুঃখে পাশে থাকি, সেখানে ভোট নিয়ে অশান্তির কোনও অর্থই নেই।

এসইউসিআই দলের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস উদযাপন

উমার ফারুক, নয়া জামানা, মালদা ঃ শুক্রবার এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের ৭৮তম প্রতিষ্ঠা দিবস হরিশচন্দ্রপুর শিবমন্দির পাড়ায় দলীয় কার্যালয়ে যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হয়। দলের পক্ষে জানানো হয়, এদিন রক্ত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে কর্মসূচির সূচনা করা হয়।এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দলের প্রতিষ্ঠাতা শিবদাস ঘোষের প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন লোকাল কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বলেন্দু সরকার, কমিটির সদস্য মুসারফ হোসেন, যুব সংগঠন এআইডিওয়াইও এর পক্ষে বিশ্বজিৎ সাহা, অমরনাথ রাম মহিলা সংগঠন, এআইএমএসএস এর পক্ষে সাথী চৌধুরী প্রমুখ।ভারতবর্ষে এতগুলো বামপন্থী দল থাকা সত্ত্বেও কেন শিবদাস ঘোষ এসইউসিআই (কমিউনিস্টল) গড়ে উঠলো তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা করেন কমরেড রবীন্দ্ররাম। শ্রমিক শ্রেণি ও শোষিত মানুষের একমাত্র মুক্তির পথ সঠিক বামপন্থী চিন্তাধারা। সঠিক বামপন্থী চিন্তাধার অগ্রণী ভূমিকা শিবদাস ঘোষ তুলে ধরেছেন।লোকাল কমিটির সম্পাদক উজ্জ্বলেন্দু সরকার বলেন,বর্তমান বিধানসভা নির্বাচনের সময়ে শিবদাস ঘোষের একটি উদ্ধৃতি স্মরণীয় তিনি বলেছেন - ভোটে যেতে দল, কিন্তু মানুষ যেতে নীতি ভিত্তিক বলিষ্ঠ সংগ্রামের পথে। চাই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

পুঁজিবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংসের মধ্য দিয়ে এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব গণআন্দোলনের পথ ধরেই আসবে।এই লক্ষ্যেই দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় জয়নগরে একটি ছোট ঘরে ৬ জনকে নিয়ে বিপ্লবী এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল গড়ে তোলেন। আজ ভারতবর্ষের ২৬ টি রাজ্যে এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল গড়ে উঠেছে। বামপন্থী এসইউসিআই (কমিউনিস্ট) দল সারা ভারতবর্ষের গণআন্দোলনের একমাত্র বৃহত্তম দল।শিবদাস ঘোষ এর অপর রচিত সংগীত পরিবেশনের মধ্য দিয়ে কর্মসূচি শেষ হয়।

স্ট্রং রুমে ইভিএম পাহারা, নিরাপত্তা নিয়ে অভিযোগ, প্রশংসায় দুই শিবির

নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হতেই ইভিএমে বন্দী হয়েছে জনমত, আর সেগুলি এখন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সংরক্ষিত স্ট্রং রুমে। রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের এই স্ট্রং রুমকে ঘিরেই এখন রাজনৈতিক দলগুলির সর্বোচ্চ নজর। ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে নজরদারি বজায় রাখার প্রস্তুতি নিয়েছে সব পক্ষই। শুক্রবার দুপুরে ভোট শেষ হওয়ার পরপরই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে পৌঁছন বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থীরা।

রামকৃষ্ণ দাস, উত্তর দিনাজপুর, নয়া জামানা ঃ নির্বাচনের ভোটগ্রহণ শেষ হতেই ইভিএমে বন্দী হয়েছে জনমত, আর সেগুলি এখন কঠোর নিরাপত্তার মধ্যে সংরক্ষিত স্ট্রং রুমে। রায়গঞ্জ পলিটেকনিক কলেজের এই স্ট্রং রুমকে ঘিরেই এখন রাজনৈতিক দলগুলির সর্বোচ্চ নজর। ফল প্রকাশের আগে পর্যন্ত প্রতিটি মুহূর্তে নজরদারি বজায় রাখার প্রস্তুতি নিয়েছে সব পক্ষই। শুক্রবার দুপুরে ভোট শেষ হওয়ার পরপরই পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সেখানে পৌঁছন বিজেপি ও তৃণমূলের প্রার্থীরা। স্ট্রং রুম পরিদর্শনের পর বিজেপি প্রার্থী কৌশিক চৌধুরী নিরাপত্তা ব্যবস্থাকে সন্তোষজনক বলেই উল্লেখ করেন। তাঁর কথায়, কেন্দ্রীয় বাহিনীর কড়া নজরদারির মধ্যে বহুস্তরীয় সুরক্ষা বলয় গড়ে তোলা হয়েছে এবং ইভিএমগুলি যথাযথভাবে সিল করে রাখা হয়েছে। এই ব্যস্ত নির্বাচনী সূচির মাঝেই ব্যক্তিগত এক অনুভূতির কথাও শোনান কৌশিক। দীর্ঘ দেড় মাসের প্রচারের চাপে নিজের মায়ের সঙ্গে ঠিকমতো কথা বলার সুযোগ হয়নি বলে জানান তিনি। ভোট শেষ হওয়ার পর অবশেষে সেই সময় পেয়ে স্বস্তি প্রকাশ করেন। এদিন তাঁর সঙ্গে ছিলেন করণদীঘির বিজেপি প্রার্থী বিরাজ বিশ্বাসও। প্রথমবার নির্বাচনী লড়াইয়ে প্রার্থী হিসেবে স্ট্রং রুম পরিদর্শনের অভিজ্ঞতাকে তিনি বিশেষ মুহূর্ত হিসেবে বর্ণনা করেন। অন্যদিকে একই জায়গা ঘিরে একাধিক প্রশ্ন তুলেছেন তৃণমূল প্রার্থী তথা বিদায়ী বিধায়ক কৃষ্ণ কল্যাণী। তাঁর অভিযোগ, নির্ধারিত বিধি অনুযায়ী যেখানে তিনটি তালা থাকার কথা, সেখানে বাস্তবে দুটি তালা দেখা গেছে। বিষয়টি তিনি সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছেন বলেও দাবি করেন। পাশাপাশি, স্ট্রং রুমের বাইরে দলীয় প্রতিনিধিদের বসার জন্য সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা না থাকায় নিরাপত্তা নিয়ে সংশয় তৈরি হয়েছে বলে তাঁর মন্তব্য। ফলে ভোট-পরবর্তী এই পর্যায়ে স্ট্রং রুমের নিরাপত্তা নিয়ে দুই প্রধান রাজনৈতিক শিবিরের অবস্থান একেবারেই আলাদা। ফল ঘোষণার দিন যত এগিয়ে আসছে, ততই এই ইস্যু ঘিরে রাজনৈতিক চর্চা এবং উত্তেজনা ক্রমশ বাড়ছে।

‘কুমারগঞ্জ’ কাণ্ডে গ্রেপ্তার ৬ যুবক, পুলিশের বিরুদ্ধে পাল্টা বিজেপি প্রার্থী

সাজাহান আলী, নয়া জামানা, দক্ষিন দিনাজপুর ঃ বৃহস্পতিবার প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনে ৩৮ নম্বর কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে মারধোর ও শারীরিক হেনস্থার অভিযোগে গঙ্গারামপুর থানার পুলিশ মোট ছয় জনকে গ্রেফতার করেছে । যদিও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল গ্রেপ্তারের সংখ্যা পাঁচজন বলে জানিয়েছেন । শুক্রবার ধৃত ব্যক্তিদের গঙ্গারামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেফাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। আগামী ৭.৫.২০২৬ তারিখে ধৃত ব্যক্তিদের পুনরায় আদালতে তোলা হবে।

অবশ্য বিজেপির তরফে এই ঘটনার সঙ্গে মূল অভিযুক্তদের এখনো গ্রেফতার করা হয়নি বলে জানানো হয়েছে।বৃহস্পতিবার কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ২৪ নম্বর বানিহারি হাইস্কুল বুথে ভোট চলাকালীন বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারকে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন চারিদিক থেকে ঘিরে ধরে চড় , কিল , ঘুষি মারে এবং শারীরিকভাবে হেনস্থা করে বলে অভিযোগ ওঠে। বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকারের অভিযোগ ছিল , ২৪ নম্বর বুথে বিজেপি এজেন্টকে বসতে দেওয়া হয়নি এবং বুথ জ্যাম করে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজন ভোটারদের প্রভাবিত করছিলেন। এই ঘটনার প্রতিবাদ করতে গিয়ে সেখানে তাকে তৃণমূল কংগ্রেসের দুষ্কৃতিদের আক্রমণের মুখে পড়তে হয় বলে অভিযোগ । এই বিষয়ে শুভেন্দু বাবু তথা বিজেপির তরফে তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এবং দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশ সুপার তথা পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনে বৃহস্পতিবারই অভিযোগ দায়ের করেন। ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল ও গঙ্গারামপুর থানার বিরাট পুলিশ বাহিনী বানিহারি হাই স্কুল এলাকায় গিয়ে এই মারধরের ঘটনার সঙ্গে অভিযুক্ত মোট ছয়জনকে গ্রেফতার করে। পাশাপাশি পুরো ঘটনাটি পুলিশের তরফে তদন্ত করে দেখা হয়।অবশ্য কুমারগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তথা দলের জেলা চেয়ারম্যান তোরাফ হোসেন মন্ডল বিজেপির এজেন্ট বসতে না দেওয়া ও বুথ জ্যামের অভিযোগ কে পুরোপুরি অস্বীকার করেন । তিনি বলেন , এই বুথ কেন্দ্রে বিজেপির তেমন কোনো সংগঠন না থাকায় তারা পোলিং এজেন্ট দিতে পারেনি । আর বুথ জ্যাম করে ভোটারদের প্রভাবিত করার বিষয়টি একেবারেই সঠিক নয় বলে তোরাফ সাহেব দাবি করেন। সেই সঙ্গে তিনি বলেন , কোনো দলের প্রার্থীকে কেউ যদি মারধর বা হেনস্থা করে থাকেন সেটা কখনোই সমর্থনযোগ্য নয়। এই ধরনের ঘটনা ঘটে থাকলে সেটা অবশ্যই নিন্দনীয়। এদিকে ধৃতদের পরিবারের সদস্যদের তরফে দাবি করা হয়েছে পুলিশ বিনা দোষে এদের গ্রেপ্তার করেছে।এরা প্রকৃতপক্ষে টোটো চালক। মারামারির ঘটনার সঙ্গে এদের কোনো রকমের যোগ ছিল না। বিষয়টি নিয়ে জিজ্ঞাসা করা হলে শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজেপি প্রার্থী শুভেন্দু সরকার পরিষ্কার বলেন , যাদেরকে ধরা হয়েছে তাদের একজন বাদে বাকিরা টোটো চালক এবং নির্দোষ। আমাকে মারধরের ঘটনায় এরা অভিযুক্ত নয়। পুলিশ ইচ্ছা করেই মূল অভিযুক্তদের ধরছে না। মোট ১১ জনের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের হয়েছে , তার মধ্যে এখনো ১০ জন অধরা রয়েছে। শুভেন্দু বাবু জোর দিয়ে বলেন, জেলা পুলিশকে আমরা ৪৮ ঘন্টা সময় দিয়েছি। বিষয়টি পুলিশ অবজারভারকেও জানানো হয়েছে। এরপরও যদি দোষীরা ধরা না পড়ে এবং তাদের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গৃহীত না হয় তাহলে আমরা কেন্দ্রীয় সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি তুলে ধরে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানাবো।

বিপুল ভোটগ্রহণ সম্পন্ন ! মালদা থেকে ফিরছে কেন্দ্রীয় বাহিনী

নয়া জামানা, মালদা ঃ শান্তিপূর্ণ ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হতেই ধীরে ধীরে স্বাভাবিক ছন্দে ফিরছে মালদহ জেলা। মোট ১৭২ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনীর মধ্যে ১৫৯ কোম্পানি ইতিমধ্যেই ফিরিয়ে নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।শুক্রবার মালদহ জেলা প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক সম্মেলনে এই তথ্য জানান জেলা পুলিশ সুপার অনুপম সিং। তার পাশে উপস্থিত ছিলেন মালদহ জেলাশাসক রাজেনবীর সিং কাপুর।মালদহ জেলা পুলিশ সুপার জানান, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে বিপুল সংখ্যক কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।টানা রুট মার্চ, কড়া নজরদারি এবং প্রশাসনের সক্রিয় ভূমিকার ফলে জেলায় কোথাও বড় ধরনের অশান্তি বা সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেনি। ফলে ভোট মিটতেই অধিকাংশ বাহিনী প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।তবে পুরোপুরি দায়িত্ব শেষ হচ্ছে না। জেলার দুটি স্ট্রংরুমে নিরাপত্তা জোরদার রাখতে দুই কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে। পাশাপাশি বাকি ১৫ কোম্পানি বিভিন্ন থানায় অবস্থান করবে যাতে ভোট পরবর্তী কোনও অপ্রীতিকর পরিস্থিতি তৈরি হলে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়া যায়।প্রশাসনের আশা, যেভাবে শান্তিপূর্ণভাবে ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে ঠিক সেইভাবেই আগামী দিনে ভোটগণনাও নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হবে।মালদহবাসীর মধ্যে এখন একটাই প্রত্যাশা শান্তি বজায় থাকুক গণতন্ত্রের উৎসব শেষ হোক সুস্থ পরিবেশেই।

বন্ধুর ছুরিকাঘাতে জখম নাবালক, চাঞ্চল্য সীমান্তবর্তী লোকনাথ কলোনিতে

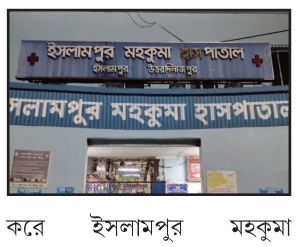

মোহম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ দুই বন্ধুর মধ্যে বচসা থেকে রক্তক্ষয়ী ঘটনাকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়াল বাংলা-বিহার সীমান্তবর্তী লোকনাথ কলোনি এলাকায়। অভিযোগ, তর্ক-বিতর্কের জেরে এক নাবালক তারই বন্ধুকে ছুরি দিয়ে পেটে আঘাত করে।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, অভিযুক্ত আকাশ যাদব তার বন্ধু কানাইয়া রজতকে আচমকাই ছুরি দিয়ে আঘাত করে।ঘটনায় গুরুতর জখম হয় কানাইয়া। রক্তাক্ত অবস্থায় স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত তাকে উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে আসেন। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, আহত নাবালকের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন।অভিযুক্ত আকাশ যাদবের বাড়ি বিহারের হোগলবাড়ি এলাকায় বলে জানা গিয়েছে। দুই পরিবারেরই বাড়ি সীমান্তবর্তী এলাকায় হওয়ায় ঘটনার পর এলাকায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছায় ইসলামপুর থানার পুলিশ। পাশাপাশি বিহার পুলিশের সঙ্গেও যোগাযোগ রাখা হচ্ছে। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। তবে ঠিক কী কারণে এই হামলার ঘটনা ঘটল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারাও স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারছেন না।

বুনিয়াদপুর মহাবিদ্যালয়ে কড়া নিরাপত্তা, পুলিশের পাহারায় স্ট্রং রুমে ইভিএম সংরক্ষণ

দিলদার আলী, নয়া জামানা, দক্ষিণ দিনাজপুর ঃ জেলার বুনিয়াদপুর মহাবিদ্যালয় চত্বরে হরিরামপুর ও কুশমন্ডি বিধানসভার স্ট্রং রুমগুলিকে ঘিরে জোরদার করা হয়েছে নিরাপত্তা ব্যবস্থা। ভোট গ্রহণ পর্ব শেষ হতেই ইভিএম ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ভোট সামগ্রী নির্দিষ্ট স্ট্রং রুমে সংরক্ষণ করা হয়েছে, যা বর্তমানে কড়া পুলিশি পাহারায় রয়েছে।জানা গেছে, স্ট্রং রুমগুলির নিরাপত্তায় মোতায়েন রয়েছে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বাহিনী। দিনরাত ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চালানো হচ্ছে, পাশাপাশি সিসিটিভি ক্যামেরার মাধ্যমে প্রতিটি গতিবিধি খতিয়ে দেখা হচ্ছে। কোনওরকম অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে প্রশাসনের তরফে নেওয়া হয়েছে একাধিক সতর্কতামূলক পদক্ষেপ।এদিন স্ট্রং রুম চত্বর ঘিরে সাধারণ মানুষের প্রবেশ সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রিত রাখা হয়েছে। শুধুমাত্র অনুমোদিত আধিকারিক ও নিরাপত্তা কর্মীদেরই প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হচ্ছে। প্রশাসনের দাবি, ভোট প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বজায় রাখতে এবং ইভিএমের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতেই এই কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।ভোটের ফল ঘোষণার দিন পর্যন্ত এই নিরাপত্তা বলবৎ থাকবে বলে প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে।

ভোটের পরদিন এলো ভোটার স্লিপ, বিএলওকে ঘিরে এলাকায় বিক্ষোভ

নয়া জামানা, মালদা ঃ এসআইআর ঘিরে চাপানউতর। তার মাঝেই রাজ্যে সম্পন্ন হলো প্রথম দফার নির্বাচন।প্রথম দফায় রাজ্যে ভোট পড়েছে ৯০ শতাংশেরও বেশি। সেখানে শুধু ভোটার স্লিপ না পাওয়ায় ভোটদান থেকে বিরত থাকলেন এক যুবতী।

ভোটের পরদিন পেলেন ভোটের স্লিপ। এই ঘটনাকে ঘিরে যথেষ্ট উত্তেজনা ছড়িয়েছে মালদার চাঁচলে। বিএলওর গাফিলতির জন্যই ভোট দিতে পারলেন না বলেই অভিযোগ সেই যুবতীর। বিএলওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখালেন স্থানীয় বাসিন্দারাও। নিজের ভুলের কথা স্বীকারও করলেন সেই বিএলও। বৃহস্পতিবার ভোটের স্লিপ না পাওয়ায় ভোট দিতে পারলেন না চাঁচল থানার সিহিপুর গ্রামের হুসনারা বেগম।

হুসনারার দাবি, বিএলও তাকে বলেছিল তার নাম তালিকা থেকে ডিলিট হয়ে গেছে।

অনলাইনে দেখার পরও হুসনারা যখন বলেন তার নাম রয়েছে, তখনও নাকি বিএলও বলে তার নাম ডিলিট হয়েছে।কিন্তু ভোটের পরের দিনই শুক্রবার সকালে তার বাবাকে তার ভোটের স্লিপ দেন সেই বিএলও। ঘটনাটি জানাজানির পরই সেই বিএলওকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন স্থানীয় বাসিন্দারা। ক্ষোভের মুখে পড়ে সেই বিএলও যুক্তি দেন দুই ব্যক্তিকে একই ভেবে এই ভুল হয়েছে। ভোটার স্লিপ তার বাড়িতেই ছিল।সে ইচ্ছাকৃতভাবে কিছুই করেনি।

এই ঘটনার জন্য সে সত্যিই আমি। যুবতীর দাবি এটাই ছিল তার জীবনের প্রথম ভোট। ভোট দিতে না পেরে সেও খুব দুঃখিত।

ভোটকেন্দ্রে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ, জখম বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপো

নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ ভোটগ্রহণ চলাকালীন চোপড়া বিধানসভা কেন্দ্রের মোহনগছ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ১৬২ নম্বর বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনীর বিরুদ্ধে মারধরের গুরুতর অভিযোগ উঠল। ঘটনায় এক বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপো জখম হয়েছেন বলে স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে।অভিযোগ, ঝড়িমন নেশা নামে এক বৃদ্ধা তাঁর ভাইপোকে সঙ্গে নিয়ে ভোট দিতে ওই বুথে গেলে কেন্দ্রীয় বাহিনীর কয়েকজন জওয়ান তাঁদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক দলকে ভোট দেওয়ার জন্য চাপ দেন। বৃদ্ধা এতে আপত্তি জানিয়ে বলেন, ভোট দেওয়া তাঁর গণতান্ত্রিক অধিকার এবং তিনি নিজের পছন্দ অনুযায়ী ভোট দেবেন।এরপরই পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে ওঠে বলে অভিযোগ।স্থানীয়দের দাবি, কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা ওই বৃদ্ধা ও তাঁর ভাইপোর উপর চড়াও হন এবং তাঁদের মারধর করেন। ঘটনায় বৃদ্ধার মাথায় আঘাত লাগে এবং তাঁর ভাইপোর হাতেও লাঠির আঘাত লাগে বলে জানা গিয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে।

স্থানীয় বাসিন্দাদের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আহতদের প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয়েছে বলে খবর।যদিও এই অভিযোগের বিষয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনীর পক্ষ থেকে এখনও

পর্যন্ত কোনও সরকারি প্রতিক্রিয়া মেলেনি। ঘটনার সত্যতা যাচাই করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহলে।

ভোট আবহে মালদায় ফের বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী, সীমান্তে পাকড়াও ৩

নয়া জামানা, মালদা ঃ ভোটগ্রহণের আবহ কাটতে না কাটতেই মালদহের সীমান্ত এলাকায় ফের চাঞ্চল্যকর ঘটনা।হবিবপুর থানার অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তবর্তী বৈদ্যপুর অঞ্চলের কেদারিপাড়া ক্যাম্প এলাকায় বিএসএফের হাতে ধরা পড়ল তিন বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী। এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়িয়েছে।ধৃতদের নাম মামুন সেখ, রিপন রায় এবং তারেকুল ইসলাম। জানা গেছে, তারেকুল ইসলামের বাড়ি বাংলাদেশের কুমারপুর এলাকায় অন্যদিকে মামুন ও রিপনের বাড়ি চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলায়। বিএসএফ সূত্রে খবর, বৃহস্পতিবার গভীর রাতে প্রথমে এক ব্যক্তি কেদারিপাড়া ক্যাম্পের দিক দিয়ে ভারত থেকে বাংলাদেশে ফেরার চেষ্টা করলে তাকে আটক করা হয়। এরপর শুক্রবার ভোরে আরও দুই ব্যক্তি একইভাবে সীমান্ত পেরোতে গেলে তাদেরও পাকড়াও করেন সীমান্তরক্ষী বাহিনীর জওয়ানরা।ধৃতদের বুলবুলচন্ডী গ্রামীণ হাসপাতালে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিয়ে পরে হবিবপুর থানার পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে তারা জানিয়েছে, কাজের খোঁজে মুর্শিদাবাদের লালগোলা সীমান্ত দিয়ে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করেছিল। কাজ শেষে ফেরার সময়ই ধরা পড়ে তারা।তবে তাদের অনুপ্রবেশের প্রকৃত উদ্দেশ্য কী তা নিয়ে ইতিমধ্যেই তদন্ত শুরু করেছে হবিবপুর থানার পুলিশ।ঘটনাকে ঘিরে সীমান্ত নিরাপত্তা নিয়েও উঠছে নতুন প্রশ্ন।

ভোট শেষ হতেই পৌরসভায় সক্রিয় চেয়ারম্যান, জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী কানাইয়ালাল আগরওয়াল

মোহাম্মদ আলম, নয়া জামানা, উত্তর দিনাজপুর ঃ নির্বাচনী প্রক্রিয়া শেষ হতেই আবারও পুরোদমে কাজে ফিরলেন ইসলামপুর পৌরসভার চেয়ারম্যান তথা তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী কানাইয়ালাল আগরওয়াল। দীর্ঘদিনের নির্বাচনী ব্যস্ততার পর শুক্রবার থেকেই তিনি পৌরসভার দায়িত্বভার সামলাতে শুরু করেন।ইসলামপুর বিধানসভা কেন্দ্র থেকে প্রার্থী ঘোষণার পর থেকেই নির্বাচনী প্রচার ও সংগঠনিক কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়েন আগরওয়াল।সেই কারণে পৌরসভার কাজে নিয়মিত সময় দেওয়া সম্ভব হচ্ছিল না। যদিও প্রয়োজন অনুযায়ী মাঝেমধ্যে তিনি অফিসে উপস্থিত হয়ে জরুরি কাজগুলি সম্পন্ন করতেন। ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পরদিনই তিনি পৌরসভা কার্যালয়ে এসে স্বাভাবিক ছন্দে কাজ শুরু করেন। এদিন অফিসে বসেই জেলার বিভিন্ন বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থীদের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে তাদের এলাকার পরিস্থিতির খোঁজখবর নিতেও দেখা যায় তাকে।কানাইয়ালাল আগরওয়াল জানান, উত্তর দিনাজপুর জেলার নয়টি বিধানসভা কেন্দ্রেই তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন বলে আমরা অত্যন্ত আশাবাদী। তিনি আরও বলেন, সংগঠনের দৃঢ়তা এবং কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার ফলেই এই সাফল্য আসবে বলে দলের নেতৃত্বের পূর্ণ বিশ্বাস রয়েছে।ভোট পরবর্তী পরিস্থিতিতে দলের এই আত্মবিশ্বাস আগামী ফলাফলে প্রতিফলিত হবে বলেই রাজনৈতিক মহলের একাংশ মনে করছে।

তালিকায় নাম বাদ , ভোট দিতে না পারায় হতাশ ‘ছোটে নবাব’

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ বিধানসভা নির্বাচনের ভোটের দিন অন্যবারের মতো উৎসবের রং দেখা গেল না নবাব পরিবারে। রাজ্যে যে কোনও ভোট এলেই এই পরিবারের সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিতেন। কিন্তু এ বছর ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় পরিবারের শতাধিক সদস্য ভোট দিতে পারলেন না। ফলে গণতন্ত্রের এই বড় উৎসব তাঁদের কাছে অনেকটাই ফিকে হয়ে গেল। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। জেলার বিভিন্ন এলাকায় সকাল থেকেই ভোটারদের ভিড় ছিল চোখে পড়ার মতো। কিন্তু সেই সময় নবাব পরিবারের বহু সদস্যকে বাড়িতে বসে টিভিতে ভোটের খবর দেখতে দেখা যায়। আবার কেউ কেউ ভোট দিতে না পারলেও বুথের বাইরে বসে সাধারণ ভোটারদের সাহায্য করেছেন। মুর্শিদাবাদের লালবাগের কিল্লা নিজামত এলাকা আজও ইতিহাসের সাক্ষী। ঘণ্টাঘর সংলগ্ন এলাকায় বসবাস করেন বাংলার ইতিহাসে পরিচিত নবাব মীরজাফরের বহু বংশধর।

ইতিহাস বলছে, ১৭৫৭ সালের পলাশীর যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশদের সমর্থনে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হন মীরজাফর। সেই বংশের বহু সদস্য এখনও মুর্শিদাবাদেই থাকেন। বর্তমানে নবাব মীরজাফরের ১৫তম বংশধর মহম্মদ রেজা আলি মির্জা, যিনি ‘ছোটে নবাব’ নামে পরিচিত, কিল্লা নিজামত এলাকার একটি পুরনো বাড়িতে থাকেন। তাঁর সঙ্গে থাকেন ছেলে সৈয়দ মহম্মদ ফাহিম মির্জা, স্ত্রী ও পরিবারের অন্য সদস্যরা।

ফাহিম নবাব মীরজাফরের ১৬তম বংশধর। পরিবারের দাবি, ২০০২ সাল পর্যন্ত ভোটার তালিকায় তাঁদের অধিকাংশের নাম ছিল এবং তাঁরা নিয়মিত ভোটও দিয়েছেন। কিন্তু এসআইআর প্রক্রিয়ার পর ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে ছোটে নবাব, তাঁর ছেলে ফাহিম এবং পরিবারের আরও বহু সদস্যের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়ে যায়। ফলে তাঁরা ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারেননি। ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়ার পর ছোটে নবাব জানিয়েছিলেন, ভোটের দিন সব নথি নিয়ে তিনি বুথে যাবেন। তাঁর নির্দিষ্ট ভোটকেন্দ্র ছিল কুতুবপুর নব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২১ নম্বর বুথ। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি বিচার করে তিনি আর বুথে যাননি। অন্যদিকে, ভোট দিতে না পারলেও দিনভর বুথের বাইরে থেকে সক্রিয় ছিলেন ফাহিম মির্জা। তিনি বলেন, তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের সক্রিয় কর্মী এবং পুরসভার কাউন্সিলর। কুতুবপুর নব আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের ১২১ ও ১২২ নম্বর বুথের বাইরে বসে ভোটারদের প্রয়োজনীয় সাহায্য করেছেন। তাঁর কথায়, ১৮ বছর বয়স থেকে তিনি নিয়মিত ভোট দিয়েছেন, কিন্তু এবারই প্রথম ভোট দিতে পারলেন না। এতে তাঁর মন খারাপ। ফাহিম আরও বলেন, ভোটার তালিকায় নাম না থাকলেও তাঁরা ভারতের নাগরিক। কয়েক শতাব্দী ধরে তাঁদের পরিবার এই জেলাতেই বাস করছে। একসময় তাঁদের পরিবার বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব ছিল। তবে সবকিছুর পরও তিনি আশাবাদী, আগামী নির্বাচনে নবাব পরিবারের সদস্যরা আবার আগের মতো ভোটের উৎসবে অংশ নিতে পারবেন।

শান্তির ভোটে ইতিহাস গড়ল নবাবের শহর, ৯২ শতাংশ ভোটে রেকর্ড

নয়া জামানা ।। মুর্শিদাবাদ

নির্বাচন মানেই মুর্শিদাবাদে এতদিন ছিল হিংসা, রক্তপাত ও আতঙ্কের সমার্থক। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই বহু বছরের পরিচিত ছবি বদলে গেল। জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে অবাধ, শান্তিপূর্ণ এবং রক্তপাতহীন ভোটগ্রহণ হল। কোথাও বড় ধরনের সংঘর্ষ বা প্রাণহানির ঘটনা ঘটেনি। সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ভোটদানের হার পৌঁছেছে প্রায় ৯২ শতাংশে, যা স্বাধীনতার পর এই জেলার সর্বোচ্চ বলেই মনে করা হচ্ছে। রাজনৈতিক মহলের মতে, শুধু জেলার নয়, গোটা দেশের মধ্যেও এটি একটি নজির। মুর্শিদাবাদ মানেই ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। পলাশীর যুদ্ধ, নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার পরাজয়, বাংলায় ব্রিটিশ শাসনের সূচনা;সব কিছুর সাক্ষী এই জেলা। একসময় বাংলার নবাবদের রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ। সেই কারণে এখানকার রাজনীতি সবসময়ই আলাদা গুরুত্ব পায়। রাজনৈতিক আঁতুরঘর হিসেবে পরিচিত এই জেলায় নির্বাচন মানেই বাড়তি উত্তেজনা। কিন্তু এবারের ভোটে সেই উত্তেজনা থাকলেও হিংসা ছিল না। এবারের ভোটে রেকর্ড গড়ার পিছনে বড় ভূমিকা রয়েছে পরিযায়ী শ্রমিকদের। বহু শ্রমিক ভিনরাজ্য থেকে বাড়ি ফিরে ভোট দিয়েছেন। গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগে তাঁদের আগ্রহ ভোটের হার আরও বাড়িয়েছে। গত ২০ বছরের নিরিখে এবারের ভোটদানের হার সবচেয়ে বেশি। মুর্শিদাবাদে বরাবরই ভোটের হার নজরকাড়া। ১৯৯৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে প্রায় ৮৩ শতাংশ ভোট পড়েছিল। ২০০১ সালে তা কমে দাঁড়ায় প্রায় ৭৫ শতাংশে। তবে সেই পতন বেশিদিন স্থায়ী হয়নি। ২০০৬ সালে আবার ভোটের হার বেড়ে হয় প্রায় ৮০ শতাংশ। সেই সময় বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সরকারের পক্ষে জনসমর্থনও দেখা গিয়েছিল। ২০১১ সালের বিধানসভা ভোটে মুর্শিদাবাদ-সহ গোটা বাংলায় ঐতিহাসিক ভোট পড়েছিল। ভোটের হার ছিল প্রায় ৮৪ শতাংশ। সেই নির্বাচন শুধু সরকার পরিবর্তনের জন্য নয়, মানুষের ব্যাপক অংশগ্রহণের জন্যও ইতিহাসে জায়গা করে নেয়। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে জেলার তিনটি কেন্দ্রে ভোটের হার ছিল প্রায় ৮৫ শতাংশ। এরপর ২০১৬ এবং ২০২১ সালের বিধানসভা ভোটেও ভোটদানের হার ছিল প্রায় ৮২ শতাংশের আশেপাশে। এতে স্পষ্ট, মুর্শিদাবাদে বেশি ভোট পড়া নতুন কিছু নয়, বরং দীর্ঘদিনের প্রবণতা। তবে রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, আগের অনেক নির্বাচনে ভোটের শতাংশের মধ্যে ‘জল’ থাকত। অর্থাৎ মৃত ভোটার, ভুয়ো ভোটার, ডুপ্লিকেট নাম, বুথ দখল ও ছাপ্পা ভোটের অভিযোগ থাকত। এবার নির্বাচন কমিশনের স্পেশ্যাল ইনটেনসিভ রিভিশন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় মৃত ও ডুপ্লিকেট ভোটারদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি কড়া নিরাপত্তা ও কঠোর নিয়মে ছাপ্পা ভোটের সুযোগ কমেছে। তাই ৯২ শতাংশ ভোট আরও তাৎপর্যপূর্ণ। অতীতে এই জেলার ভোটে হিংসার ইতিহাসও দীর্ঘ। ২০০৬ সালের বিধানসভা ভোটে প্রাণহানির ঘটনা ঘটেছিল। ২০০৮ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ডোমকল-সহ বিভিন্ন এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি, গুলির লড়াই ও সংঘর্ষ হয়। শুধু ডোমকলেই ১৪ জন মারা গিয়েছিলেন বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের পঞ্চায়েত নির্বাচনে ৫ জন খুন হন। ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটেও রানিতলার হোসনাবাদ এলাকায় গুলি চালানোর অভিযোগ ওঠে। সেই ভয়াবহ অতীতকে পিছনে ফেলে এবার মৃত্যুশূন্য ভোটে নতুন ইতিহাস গড়ল মুর্শিদাবাদ। নির্বাচন কমিশনের কড়া পদক্ষেপে খুশি সাধারণ মানুষ থেকে সব রাজনৈতিক দল। এই নির্বাচন আগামী দিনের জন্য এক নতুন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকল।

যুবকের দেহ উদ্ধার, নির্বাচন মিটতেই চাঞ্চল্য এলাকায়

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ শান্তিপূর্ণভাবে নির্বাচন পর্ব শেষ হওয়ার পরের দিনই উদ্ধার হল এক যুবকের দেহ। শুক্রবার সকালেই সামসেরগঞ্জ থানার বাসুদেবপুর এলাকায় এই ঘটনায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয়দের নজরে আসতেই খবর দেওয়া হয় পুলিশে। ঘটনাস্থলে পৌঁছে দেহ উদ্ধার করে তদন্ত শুরু করেছে সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম ফারহাত শেখ (২৭)। তাঁর বাড়ি পূর্ব দেবীদাসপুর গ্রামে। শুক্রবার সকালে বাসুদেবপুর সিনেমা হলের পিছনের মাঠে তাঁর দেহ পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপর দ্রুত খবর দেওয়া হয় পুলিশে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ। দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য জঙ্গিপুর মহকুমা হাসপাতালের মর্গে পাঠানো হয়েছে। প্রাথমিকভাবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানা যায়নি। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট এলেই মৃত্যুর আসল কারণ স্পষ্ট হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, সকালে মাঠের মধ্যে এক যুবকের নিথর দেহ পড়ে থাকতে দেখে গ্রামবাসীরা ভিড় জমাতে শুরু করেন। পরে তাঁকে শনাক্ত করা হয়। জানা যায়, তিনি ওই এলাকারই বাসিন্দা ফারহাত শেখ। কী কারণে তাঁর মৃত্যু হল, তা নিয়ে ধোঁয়াশা তৈরি হয়েছে। গ্রামের বাসিন্দাদের একাংশের দাবি, ঘটনার সঠিক তদন্ত হওয়া প্রয়োজন। তাঁদের বক্তব্য, হঠাৎ করে এভাবে এক যুবকের মৃত্যু হওয়া স্বাভাবিক নয়। দ্রুত ঘটনার রহস্য উদঘাটনের দাবি তুলেছেন তাঁরা। পুলিশ সূত্রে আরও জানা গিয়েছে, মৃতদেহের গলায় একটি টি-শার্ট জড়ানো ছিল। পরনে ছিল জিন্স প্যান্ট। ঘটনাস্থলের পরিস্থিতি দেখে সব দিক খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এটি আত্মহত্যা, দুর্ঘটনা নাকি অন্য কোনও কারণে মৃত্যু;তা এখনই স্পষ্ট নয়। উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সামসেরগঞ্জ-সহ গোটা মুর্শিদাবাদ জেলায় বিধানসভা নির্বাচনের ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হয়েছে। প্রশাসনের দাবি, জেলায় মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। তবে ভোটের পরদিনই এই দেহ উদ্ধারের ঘটনায় নতুন করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে এলাকায়। সামসেরগঞ্জ থানার পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে। ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে এলেই মৃত্যুর প্রকৃত কারণ জানা যাবে। এখন সেই রিপোর্টের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে পরিবার ও স্থানীয় বাসিন্দারা।

SAMSHERGANJ POLICE STATION
DIST.- MURSHIDABAD, PH.- 03485 2[illegible]

বুথে বুথে ঘুরে ভোট পরিদর্শনে তৃণমূল প্রার্থী সুমন

নয়া জামানা,মুর্শিদাবাদ ঃ ভরতপুরের ৬৯ নম্বর বিধানসভায় ভোটগ্রহণ চলাকালীন দিনভর সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা গেল তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমনকে। সকাল থেকেই তিনি বিভিন্ন বুথে ঘুরে বুথকর্মীদের মনোবল বাড়ানোর পাশাপাশি ভোটারদের সঙ্গে কথা বলেন এবং শান্তিপূর্ণ ও সুষ্ঠুভাবে ভোট সম্পন্ন করার বার্তা দেন।এলাকার বিভিন্ন প্রান্তে গিয়ে তিনি সাধারণ ভোটার ও দলীয় কর্মীদের উদ্দেশ্যে শান্তি বজায় রেখে ভোট প্রক্রিয়ায় অংশগ্রহণের আহ্বান জানান। কোথাও বড় ধরনের অশান্তির খবর না মিললেও, সম্ভাব্য বিক্ষিপ্ত ঘটনা এড়াতে কর্মীদের সতর্ক থাকার নির্দেশ দেন তিনি।অভিযোগ সূত্রে জানা গিয়েছে, ভরতপুর বিধানসভার ৭২, ৮৪, ১৯৬, ১৯৪ ও ১৯৫ নম্বর বুথে ইভিএম মেশিনে ত্রুটি দেখা দেওয়ায় প্রায় এক ঘণ্টা ভোটগ্রহণ ব্যাহত হয়। খবর পেয়ে তৎক্ষণাৎ ওই সব এলাকায় পৌঁছে যান তৃণমূল প্রার্থী মুস্তাফিজুর রহমান সুমন। তিনি স্থানীয় ভোটারদের আশ্বস্ত করেন এবং প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলে দ্রুত সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ নেন।প্রার্থী জানান, ভোট যাতে শান্তিপূর্ণভাবে এবং সকলের অংশগ্রহণে সম্পন্ন হয়, সেটাই আমাদের প্রধান লক্ষ্য। কোথাও সমস্যা হলে তা দ্রুত সমাধান করার চেষ্টা করছি।সব মিলিয়ে, ভরতপুর বিধানসভায় ভোটগ্রহণ মোটের ওপর শান্তিপূর্ণ হলেও, কিছু প্রযুক্তিগত সমস্যার অভিযোগ সামনে এসেছে বলে জানা গেছে।

ভোট দিলেই ঘুগনি-মুড়ি ! চাঞ্চল্য রঘুনাথগঞ্জে

ভোটের দিন বুথের পাশে ঘুগনি-মুড়ি, পাউরুটি বিলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভায়। ইমামনগর এলাকার ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ নম্বর বুথের পাশে ভোটারদের খাবার দিয়ে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী নাসির শেখ। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট দিয়ে বেরোলেই অনেকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে প্যাকেট ভর্তি মুড়ি, পাউরুটি এবং গরম গরম ঘুগনি।

নয়া জামানা, মুর্শিদাবাদ ঃ ভোটের দিন বুথের পাশে ঘুগনি-মুড়ি, পাউরুটি বিলিকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়াল মুর্শিদাবাদের রঘুনাথগঞ্জ বিধানসভায়। ইমামনগর এলাকার ৫৪, ৫৫ ও ৫৬ নম্বর বুথের পাশে ভোটারদের খাবার দিয়ে প্রভাবিত করার অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন কংগ্রেস প্রার্থী নাসির শেখ। তিনি নির্বাচন কমিশনের কাছে অভিযোগ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, ভোট দিয়ে বেরোলেই অনেকের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে প্যাকেট ভর্তি মুড়ি, পাউরুটি এবং গরম গরম ঘুগনি। বুথের খুব কাছেই একটি বাড়ি থেকে এই খাবার বিলি করা হচ্ছিল বলে অভিযোগ। শুধু খাবারই নয়, ভোটারদের টোটো করে বুথে নিয়ে আসার অভিযোগও উঠেছে। এতে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করা হচ্ছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের একাংশের। এক সাধারণ ভোটার অভিযোগ করে বলেন, বুথের কাছেই একটি বাড়ি থেকে সকাল থেকে মুড়ি, পাউরুটি ও ঘুগনি দেওয়া হচ্ছে। রাজনৈতিক উদ্যোগে এই কাজ হচ্ছে বলেই তাঁর দাবি। তিনি বলেন, ভোটের দিনে এভাবে খাবার বিলি করা নির্বাচনী বিধিভঙ্গের সামিল। এতে ভোটারদের উপর প্রভাব পড়তে পারে। ঘটনাস্থলে গিয়ে কংগ্রেস প্রার্থী নাসির শেখ অভিযোগ করেন, তৃণমূলের পক্ষ থেকে ভোটারদের খাবার দিয়ে প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে। তিনি আরও অভিযোগ করেন, ওই বুথগুলিতে কেন্দ্রীয় বাহিনী নেই। ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সমস্যা হচ্ছে। তিনি বলেন, পুরো বিষয়টি নির্বাচন কমিশনের নজরে আনা হবে। তবে অভিযোগ অস্বীকার করেছেন স্থানীয় একাংশ। ঘুগনির বাটি হাতে এক ব্যক্তি বলেন, এখানে তৃণমূল, কংগ্রেস, সিপিএম বা বিজেপি বলে কিছু নেই। এলাকার কিছু যুবক সকলের জন্যই খাবারের ব্যবস্থা করেছে। সব দলের সমর্থকই সেখানে খাচ্ছেন বলে তাঁর দাবি। ঘটনাকে ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। স্থানীয়দের একাংশের দাবি, এখানে শুধু তৃণমূল নয়, বিজেপির দিকেও অভিযোগের আঙুল উঠছে। কে বা কারা এই খাবার বিলির আয়োজন করেছে, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। ভোটের দিনে বুথের পাশে খাবার বিলির ঘটনায় প্রশ্ন উঠেছে নির্বাচনী বিধি মানা নিয়ে। অভিযোগের ভিত্তিতে নির্বাচন কমিশন কী পদক্ষেপ নেয়, এখন সেদিকেই নজর রাজনৈতিক মহলের।

ভগবানগোলার ভোটার তালিকায় বিতর্ক, বঞ্চনার অভিযোগে উত্তাল এলাকা

মিলন সারোয়ার,নয়া জামানা , ভগবানগোলা রাজ্যজুড়ে বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা চলাকালীন মুর্শিদাবাদের ভগবানগোলা বিধানসভার মহিস্বাস্থলী এলাকার ১০৪ নম্বর বুথকে ঘিরে তীব্র বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, উক্ত বুথে মোট ভোটার সংখ্যা ১,৪৮৫ হলেও এস আই আর-এর চূড়ান্ত তালিকায় নাম রয়েছে মাত্র ৯১৬ জনের। ফলে প্রায় ৫৬৯ জন ভোটার তাঁদের ভোটাধিকার প্রয়োগ থেকে বঞ্চিত হয়েছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগ, যাঁদের নাম এবারের ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তাঁদের অনেকেই পূর্ববর্তী বিভিন্ন নির্বাচনে নিয়মিতভাবে ভোট প্রদান করেছেন। কিন্তু এ বার তালিকায় নাম না থাকায় তাঁরা ভোট দিতে পারেননি। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় তীব্র অসন্তোষের পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। বঞ্চিত ভোটারদের দাবি, তাঁদের কাছে প্রয়োজনীয় সমস্ত বৈধ নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও নাম বাদ দেওয়া হয়েছে।

বহু ক্ষেত্রে দেখা গিয়েছে, একই পরিবারের বাবা-মায়ের নাম তালিকায় থাকলেও ছেলে বা মেয়ের নাম অনুপস্থিত। এর ফলে প্রশ্ন উঠছে;যদি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা প্রকৃত ভোটার না হন, তবে পূর্বে তাঁদের ভোটার কার্ড কীভাবে প্রদান করা হয়েছিল? প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। দ্রুত সমস্যার সমাধান ও ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এ প্রসঙ্গে তাজমল সেখ নামে এক যুবক বলেন, ভোট দেওয়ার জন্য কাজ থেকে বাড়ি ফিরলাম। এসে দেখি আমার নামই ভোটার তালিকায় নেই।

বাবা-মায়ের নাম রয়েছে, অথচ আমি এতদিন ভোট দিয়ে এলাম; হঠাৎ করে আমার নাম বাদ পড়ল কেন, তা বুঝতে পারছি না। অন্যদিকে, সুমন সেখ নামে আর এক যুবক জানান, আমি ভোট দিয়ে এসেছি, কিন্তু দেখলাম অনেকেরই নাম তালিকায় নেই। আগে যাঁরা ভোট দিয়েছেন, তাঁদের নাম এভাবে বাদ পড়ে যাওয়া অত্যন্ত দুঃখজনক।

নওদায় রণক্ষেত্র ঃ রাস্তায় বসে বিক্ষোভ হুমায়ুনের, রিপোর্ট চাইল নির্বাচন কমিশন

নয়া জামানা,নওদা ঃ তপ্ত মুর্শিদাবাদের নওদা। ভোটের দিন দফায় দফায় উত্তেজনায় কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল এলাকা। বুথ পরিদর্শনে গিয়ে তৃণমূলের বাধার মুখে পড়লেন আম জনতা উন্নয়ন পার্টি (এজেইউপি)-র প্রার্থী হুমায়ুন কবীর। তাঁর কনভয়ে ভাঙচুর এবং কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এর প্রতিবাদে রাস্তার মাঝেই চেয়ার পেতে বসে নজিরবিহীন বিক্ষোভে শামিল হন হুমায়ুন। উত্তপ্ত পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝে দ্রুত রিপোর্ট তলব করেছে নির্বাচন কমিশন। এদিন সকাল থেকেই নওদা উত্তপ্ত ছিল। হুমায়ুন কবীর এলাকায় ঢুকতেই পরিস্থিতি চরমে পৌঁছায়। অভিযোগ, পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে তৃণমূলের মস্তানবাহিনী তাঁর পথ আটকায়। এই সময় এক অনুগামীকে হাতপাখা দিয়ে হাওয়া করতে দেখা যায় বিক্ষোভরত হুমায়ুনকে। ক্ষুব্ধ প্রার্থী সরাসরি পুলিশের বিরুদ্ধে তোপ দেগে বলেন, ‘পুলিশ এখানে পুরোপুরি তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে। এলাকায় বেআইনি বন্দুক নিয়ে তৃণমূলের মস্তানবাহিনী দাপিয়ে বেড়াচ্ছে, অথচ পুলিশ নীরব দর্শক হয়ে আছে।’ দীর্ঘ টানাপড়েনের পর কেন্দ্রীয় বাহিনী গিয়ে ঘেরাটোপ থেকে তাঁকে উদ্ধার করে। কমিশনের রিপোর্টে এখন সব নজর। ছবি সংগৃহিত।

ভোটের উৎসব ফিকে নবাব পরিবারে, ভোট দিতে পারলেন না শতাধিক সদস্য

নয়া জামানা , মুর্শিদাবাদ ঃ ভোট এলেই মুর্শিদাবাদে উৎসবের আবহ তৈরি হতো নবাব পরিবারে। প্রতি নির্বাচনে পরিবারের সদস্যরা উৎসাহের সঙ্গে ভোট দিতেন। কিন্তু ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে সেই চেনা ছবি দেখা গেল না। ভোটার তালিকায় নাম না থাকায় মুর্শিদাবাদের নবাব পরিবারের শতাধিক সদস্য ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারলেন না।

ফলে গণতন্ত্রের এই উৎসব তাঁদের কাছে অনেকটাই ‘বেরঙিন’ হয়ে রইল। বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদ জেলার ২২টি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোটগ্রহণ হয়। জেলার বিভিন্ন প্রান্তে সকাল থেকেই ভোটারদের লম্বা লাইন দেখা যায়।

কিন্তু সেই সময় নবাব পরিবারের বহু সদস্য বাড়িতে বসে টিভিতে ভোটের খবর দেখেছেন। আবার কেউ কেউ নিজেরা ভোট দিতে না পারলেও বুথের বাইরে বসে অন্য ভোটারদের সাহায্য করেছেন। মুর্শিদাবাদ বিধানসভার লালবাগ শহরের কিল্লা

নিজামত এলাকার ঘণ্টাঘর সংলগ্ন অঞ্চলে বসবাস করেন বাংলার ইতিহাসে পরিচিত নবাব মির জাফরের বহু বংশধর। ইতিহাস বলছে, ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধে নবাব সিরাজদৌলার পরাজয়ের পর ব্রিটিশদের সমর্থনে বাংলা, বিহার ও ওড়িশার নবাব হন মির জাফর। সেই বংশের বহু সদস্য এখনও মুর্শিদাবাদেই থাকেন। বর্তমানে মির জাফরের ১৫তম বংশধর মহম্মদ রেজা আলি মির্জা, যিনি ‘ছোটে নবাব’ নামে পরিচিত, কিল্লা নিজামত এলাকার একটি পুরনো নবাবি বাড়িতে থাকেন। ফাহিম মির্জা নবাব মির জাফরের ১৬তম বংশধর এবং মুর্শিদাবাদ পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর। পরিবারের দাবি, ২০০২ সালের ভোটার তালিকায় তাঁদের অধিকাংশের নাম ছিল এবং তাঁরা নিয়মিত ভোটও দিয়েছেন।

রোড শো-তে ‘রচনা-জুন’ জুটি, নদীয়ায় তৃণমূলের প্রচারে নতুন চমক

নয়া জামানা ।। নদীয়া

প্রথম দফার পর আগামী ২৯ এপ্রিল নদীয়াসহ রাজ্যের অন্যান্য জেলায় দ্বিতীয় এবং অন্তিম দফার নির্বাচন। ফলে প্রার্থীদের হাতে আর মাত্র কয়েকটা দিন। এই সময়গুলিকে কাজে লাগিয়ে আরও জোরকদমে প্রচার চালাচ্ছেন শাসক শিবির থেকে বিরোধীদলের প্রার্থীরা।নদীয়ার নবদ্বীপ বিধানসভা কেন্দ্রের পঞ্চম বারের বিধায়ক তথা ষষ্ঠ বারের তৃণমূল প্রার্থী পুন্ডরীকাক্ষ সাহার সমর্থনে শুক্রবার নবদ্বীপ শহরের প্রাচীন মায়াপুর এলাকা থেকে এক বর্ণাঢ্য নির্বাচনী প্রচার সংক্রান্ত রোড শো এর আয়োজন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, বিশিষ্ট অভিনেত্রী ও দিদি নাম্বার ওয়ান খ্যাত রচনা ব্যানার্জি।

এদিনের রোড শোয়ে উপস্থিত ছিলেন প্রার্থী কুন্ডরীকাক্ষ সাহাসহ নবদ্বীপ পৌরসভার পৌরপতি বিমান কৃষ্ণ সাহা ও তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্বরা। কয়েক হাজার দলীয় কর্মী সমর্থক শামিল হয় এই নির্বাচনী ভোট প্রচারে। প্রাচীন মায়াপুর এলাকা থেকে শুরু হয়ে শহরের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পথ ঘুরে মনিপুর মোর এলাকায় গিয়ে শেষ হয় এই নির্বাচনী বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা। অন্যদিকে নির্বাচনের নিরিখে জোর কদমে নির্বাচনী ভোট প্রচার চলছে নদীয়ার শান্তিপুর বিধানসভাতেও। শুক্রবার শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী ব্রজ কিশোর গোস্বামীর সমর্থনে নির্বাচনী ভোট প্রচারে আসলেন বিশিষ্ট অভিনেত্রী তথা তৃণমূল সাংসদ জুন মালিয়া। শান্তিপুর পৌরসভার পৌর স্টেডিয়ামে হেলিপ্যাটে নেমে ওঠেন হুট খোলা গাড়িতে, এরপর ৪০ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রার মধ্যে প্রায় ১০ কিলোমিটার করেন রোড শো। হুটখোলা গাড়িতে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী ব্রজ কিশোর গোস্বামীসহ তৃণমূলের অন্যান্য নেতৃত্ব। জনপ্রিয় অভিনেত্রী কে একবার দেখার জন্য ১০ কিলোমিটার রাস্তার দুপাশে দাঁড়িয়েছিল হাজার হাজার অনুগামী। অভিনেত্রীর কাছে আসতেই ফুলের মালা পরিয়ে সংবর্ধনা জানান অনুগামীরা। রোড শো শেষ হয় শান্তিপুর মালঞ্চ ময়দানে। সেখানে কর্মী সমর্থক ও অনুগামীদের উদ্দেশ্যে কিছু সময় ভাষণ দেন জুন মালিয়া। পরবর্তীতে হেলিকপ্টারে উড়ে যান কলকাতার উদ্দেশ্যে।সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জুন মালিয়ার দাবী, জিতে গেছে শান্তিপুর বিধানসভা, ২৯ তারিখে ইভিএমের তিন নম্বরে বোতাম টিপে সকলকে আবেদন করব ভোট দিতে। এখন শুধু ৪ঠা মের অপেক্ষা। উল্লেখ্য, শান্তিপুর বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী চার বছর তিন মাসের প্রাক্তন বিধায়ক ছিলেন। ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনে দল তাকে আবার মনোনীত করেছেন, তারপর থেকেই নির্বাচনী ভোট প্রচারে ঝড় তুলেছেন এই প্রার্থী। আর হাতে কয়েকদিন, যতই তাপপ্রবাহ চলুক না কেন সময় নষ্ট করতে নারাজ তৃণমূল প্রার্থী ব্রজ কিশোর গোস্বামী। লাগাতার চলছে তা নির্বাচনী ভোট প্রচার। শুক্রবার নদীয়ার শান্তিপুরের পুন্যভূমি বিশিষ্ট অভিনেত্রীদের আগমনে ভোরে উঠলো জনজোয়ারে।

বুথের ১০০ মিটারে বিতর্ক, সিউড়িতে তৃণমূল-বিজেপি মুখোমুখি

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সিউড়িতে ভোটের দিন বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে তৃণমূল কাউন্সিলর ও তাঁর স্বামী-সহ বেশ কয়েকজনের উপস্থিতি ঘিরে চড়ে ওঠে রাজনৈতিক বিতর্ক। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তীব্র প্রতিবাদ জানান বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়। তাঁর অভিযোগ, নির্বাচন কমিশনের বিধি ভেঙে বুথের এত কাছে দলীয় কর্মীদের জমায়েত করা হয়েছে এবং কাউন্সিলরের পক্ষ থেকে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা চলছে, যা সম্পূর্ণ বেআইনি।জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় বলেন, আমি খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে এসেছিলাম। বুথের ১০০ মিটারের মধ্যে এই ধরনের কার্যকলাপ সরাসরি নির্বাচন কমিশনের নিয়মবিরুদ্ধ। এতে ভোট প্রক্রিয়া প্রভাবিত হতে পারে।

অন্যদিকে সমস্ত অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে তৃণমূল শিবির। তৃণমূল কাউন্সিলর শিপ্রা মজুমদারের স্বামী অভিজিৎ মজুমদার দাবি করেন, গরমের সময় আমরা শুধু ছায়ায় বসে ছিলাম। কোনও অবৈধ জমায়েত করা হয়নি বা কাউকে প্রভাবিত করার প্রশ্নই ওঠে না।

পাশাপাশি তিনি বিজেপি প্রার্থীকে কটাক্ষ করে বলেন, উনি পরিযায়ী শ্রমিক, ভোট পাবেনা, ভোটে হেরে যাবেন বুঝেই অযথা উত্তেজনা তৈরি করছেন। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় কিছু সময়ের জন্য উত্তেজনা ছড়ালেও পরে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।

স্থানীয় প্রশাসনের তরফে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানা গিয়েছে। ভোটের দিনে এই ধরনের অভিযোগ-প্রত্যাঘাতে আবারও রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়ল সিউড়িতে।

‘ভোটারদের হাতেই স্লিপ’, ভুয়ো ভোট রুখতে কড়া নজরদারি কমিশনের !

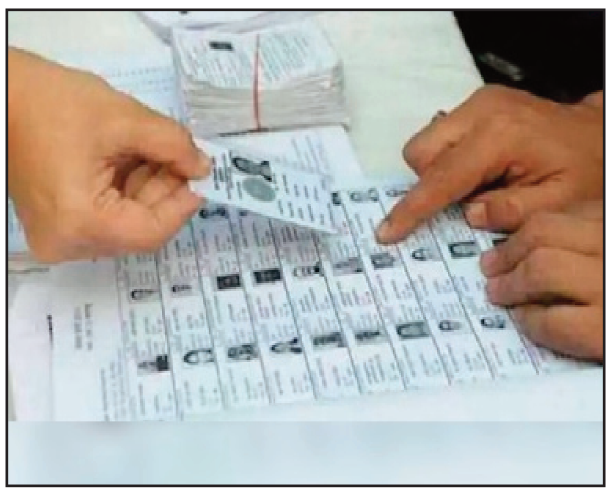

অঞ্জন শুকুল, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ভোটারদের হাতেই ভোটার স্লিপ দিতে হবে বিএলওদের, এমনটাই নির্দেশ দিয়েছে নির্বাচন কমিশন। নির্বাচন কমিশনের নির্দেশ অনুসারে প্রতিটি বাড়িতে পৌঁছে যাচ্ছেন বি এলওরা। এখন প্রশ্ন যদি কেউ বাড়িতে না থাকে সে ক্ষেত্রে কি হবে? নির্বাচন কমিশন সেটাও লোকদের মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন আপনি বাড়িতে না থাকলে কি হবে?কেউ যাতে অন্যের নাম ভাঙিয়ে ভোট দিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন, খবর সিইও -দফতর সূত্রে।ভোটার স্লিপ বিলি ঘিরেও সতর্ক নির্বাচন কমিশন। বাড়ি বাড়ি ভোটারদের হাতেই ভোটার স্লিপ বিলির নির্দেশ বিএলওদের, এমনটাই খবর সূত্রের। স্লিপ বিলির সময় কোনও ভোটার যদি বাড়ি না থাকেন, তিনি ভোট দিতে এলে কেন বাড়ি ছিলেন না, জানতে চাইবেন প্রিসাইডিং অফিসার। সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ভোটার তালিকায় নাম, ছবি দেখে ভোটদানে অনুমতি দেওয়া হবে। কেউ যাতে অন্যের নাম ভাঙিয়ে ভোট দিতে না পারে তা নিশ্চিত করতে চাইছে কমিশন। অন্যদিকে, রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে এবার নির্বাচন কমিশনের ‘লক্ষ্মণরেখা’। বাংলার বিধানসভা ভোটে অভূতপূর্ব পদক্ষেপ নির্বাচন কমিশনের। সাদা চক দিয়ে বুথের ১০০ মিটার বৃত্তাকারে ঘিরে দেওয়া হবে। ‘লক্ষ্মণরেখার মধ্যে ভোটার ছাড়া আর কারও প্রবেশে অনুমতি নয়। লক্ষ্মণরেখার ওপারে থাকবেন বিএলও এবং এক সহকারী। বুথের বাইরে ২টি টেবিলে ভোটারের নথি যাচাই হবে’ এদিকে, রাজ্যের সব ওসি- আইসিদের নিয়ে ভার্চুয়াল বৈঠক কমিশনের। হাজির থাকবেন সিপি এসপিরাও, থাকবেন পুলিশ অবজার্ভাররাও। ‘ভোটের ৭২ ঘণ্টা আগে কার কী দায়িত্ব, কোথায় কী ধরনের ব্যবস্থা নিতে হবে?’ গন্ডগোল হলে কী করণীয় তা জানাতেই এই বৈঠকের আয়োজন। এবারের ভোটে মাইক্রো অবজার্ভারদের সঙ্গে থাকছে বডি ক্যামেরা। কেন্দ্রীয় বাহিনী, রাজ্য পুলিশের সঙ্গেও থাকবে বডি ক্যামেরা। বিধানসভা এলাকার সমস্ত সরকারি সিসি ক্যামেরা থেকে ফুটেজ পেতে ক্যামেরার নিয়ন্ত্রণ নিচ্ছে কমিশন।এই ভোটার ইনফরমেশন স্লিপে ভোটারের নাম-ঠিকানা, ভোটকেন্দ্রের অবস্থান, ভোটের তারিখ ও সময়সহ একটি মানচিত্র দেওয়া রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে ভোটের দিন করণীয় ও বর্জনীয় বিষয়ের তালিকা। দ্রুত তথ্য যাচাইয়ের জন্য এতে একটি কিউআর কোডও সংযুক্ত করা হয়েছে, যা ভোটারদের সুবিধা বাড়াবে এবং ভোটকেন্দ্রে ভিড় কমাতে সাহায্য করবে।নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, ভোটারদের সুবিধার জন্য ভিআইএফ আরও সহজপাঠ্য করা হয়েছে। বিশেষ করে পার্ট নম্বর ও সিরিয়াল নম্বর স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে, যাতে ভোটাররা সহজে নিজেদের শনাক্ত করতে পারেন।

ভোটের পরদিনই উত্তপ্ত বোলপুর, সরকারি হোমে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে বিক্ষোভ

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ সরকারি হোমে নাবালিকা আবাসিককে ধর্ষণের অভিযোগ ঘিরে শুক্রবার দুপুরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল। এদিন নির্যাতিতার পরিবার ও আত্মীয়রা স্থানীয় থানার সামনে বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। কয়েকশো মানুষ জড়ো হয়ে দোষীদের অবিলম্বে গ্রেফতারের দাবি তোলেন। অভিযোগ, ঘটনার পর একদিন কেটে গেলেও পুলিশ কোনও পদক্ষেপ নেয়নি, উল্টে নির্যাতিতার মামাকেই গ্রেফতার করা হয়েছে। পরিস্থিতি উত্তপ্ত হয়ে উঠলে এলাকায় মোতায়েন করা হয় বিশাল পুলিশ বাহিনী। বিক্ষোভ চলাকালীন নির্যাতিতার পরিবারের দাবি, সরকারি হোমে নিরাপত্তার বদলে তাদের মেয়েকে চরম নির্যাতনের শিকার হতে হয়েছে। নির্যাতিতার বাবা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, সরকারি হোমে মেয়েকে রেখে যদি এই পরিণতি হয়, তাহলে মানুষ কোথায় যাবে? নারীদের নিরাপত্তা কোথায়? একইসঙ্গে প্রশাসনের ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলেন তিনি। এদিন বিক্ষোভের কিছুক্ষণের মধ্যেই জেলা শিশু সুরক্ষা কমিশনের তিনজনের একটি দল থানায় পৌঁছয়। প্রশাসনের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁরা হাসপাতালে গিয়ে নির্যাতিতার সঙ্গে দেখা করেন। পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, মাসখানেক আগে এক যুবকের সঙ্গে সম্পর্কের জেরে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে যায় ওই নাবালিকা। পরে তাকে উদ্ধার করা হলেও মানসিক অবস্থার উন্নতি না হওয়ায় পরিবারই সিদ্ধান্ত নিয়ে চলতি বছরের এপ্রিল মাসে তাকে জেলার একটি সরকারি হোমে রাখে। তাঁদের অভিযোগ, হোমে থাকার সময় প্রায়ই ওই নাবালিকাকে মারধর করা হত। পরিবারের আরও দাবি, হোমের এক নিরাপত্তারক্ষী প্রথমে তাকে যৌন হেনস্থা করে এবং পরে ধর্ষণ করে। শুধু তাই নয়, বাইরের লোকজনও হোমে ঢুকে তাকে ধর্ষণ করেছে বলেও অভিযোগ উঠেছে। এই ঘটনায় হোমের কিছু কর্মীর সরাসরি যোগসাজশ রয়েছে বলেও দাবি পরিবারের।

এদিকে, একটি ভিডিও বার্তায় নির্যাতিতাও একই অভিযোগ করেছে বলে জানা গিয়েছে।সেখানে সে জানিয়েছে, তাকে লাগাতার ধর্ষণ করা হয়েছে। এই কাজে হোমের কর্মীরাও জড়িত। যদিও ইতিপূর্বে অভিযোগ উড়িয়ে দিয়েছে হোম কর্তৃপক্ষ। জেলা শিশু সুরক্ষা আধিকারিকের দাবি, পুরোটাই ভিত্তিহীন অভিযোগ। প্রাথমিক তদন্তে এমন কোনও ঘটনার প্রমাণ মেলেনি। মেয়েটি আগেও একাধিকবার পালানোর চেষ্টা করেছে। হোম থেকেও পালাতে ব্যর্থ হওয়ার পরই এই অভিযোগ তুলেছে। বর্তমানে নাবালিকাটি জেলার একটি সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসাধীন। ইতিমধ্যেই পরিবার স্থানীয় থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছে। ঘটনার পর সেদিন রাতেই হাসপাতাল চত্বরে বিক্ষোভে উত্তাল হয়ে ওঠে পরিস্থিতি। এদিন হাসপাতালে পরিদর্শন করে শিশু সুরক্ষা কমিশনের সদস্য অনিন্দিতা দাস বলেন, আমরা নির্যাতিতা মেয়েটির সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর কাছে আমরা পুরো ঘটনাটি জেনেছি। সেই প্রেক্ষিতেই ওই হোমের বাকিদের সুরক্ষার স্বার্থে অন্যত্র স্থানান্তরের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। এমনকি সমগ্র বিষয়টি তদন্ত করে দেখা হচ্ছে।

লাভপুরের বুথে পুনর্নির্বাচনের সম্ভাবনা

রুম্পা দাস,নয়া জামানা, বীরভূম ঃ লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ঠিবা অঞ্চলে ভোটের শেষ লগ্নে রাজনৈতিক উত্তেজনা ঘিরে বড়সড় অশান্তির ঘটনা সামনে এল। ঘটনাকে কেন্দ্র করে শাসক ও বিরোধী;দুই পক্ষের পাল্টা অভিযোগে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে উঠেছে।বৃহস্পতিবার রাতে স্বতঃপ্রণোদিতভাবে প্রায় ২৫ জনের নামে অভিযোগ দায়ের করে পুলিশ, যার মধ্যে তৃণমূল নেতা শাহিন কাজির নামও রয়েছে। ওই রাতেই চার জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এর পর শুক্রবার সন্ধ্যায় বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা নিজে কীর্ণাহার থানায় গিয়ে ঠিবা অঞ্চলের তৃণমূল নেতা শাহিন কাজি, মিঠুন কাজি সহ মোট ১৫ জনের বিরুদ্ধে পৃথক অভিযোগ দায়ের করেন।অভিযোগ দায়ের করে দেবাশিস ওঝা জানান, তাকে মারধর করার পাশাপাশি হেনস্থা করা হয়েছে এবং তার পোশাক ধরে টানাটানি করা হয়। তিনি দাবি করেন, পুরো ঘটনার ভিডিও রেকর্ডিং রয়েছে এবং ঘটনাস্থলে পুলিশও উপস্থিত ছিল। তার কথায়, আমার মনে হয় ওরা নেশাগ্রস্ত অবস্থায় ছিল।অন্যদিকে, তৃণমূল প্রার্থী অভিজিৎ সিংহ ও স্থানীয় নেতা শাহিন কাজির অভিযোগ, ভোটের শেষ পর্যায়ে বিজেপি প্রার্থী গ্রামে গিয়ে ইচ্ছাকৃতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা করেন এবং উস্কানিমূলক মন্তব্য করেন। এর জেরেই গ্রামবাসীরা ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে বলে দাবি তাদের।ঘটনাটি ঘটে লাভপুরের ঠিবা অঞ্চলের কাজীপাড়া গ্রামে, যেখানে ভোট গ্রহণের শেষ মুহূর্তে উপস্থিত হন বিজেপি প্রার্থী। সেখানেই তার ওপর হামলার অভিযোগ ওঠে। এমনকি তাকে উদ্ধার করতে গিয়ে পুলিশও আক্রান্ত হয় বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় প্রার্থীসহ একাধিক পুলিশ কর্মী আহত হন।পরিস্থিতি সামাল দিতে এলাকায় পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে। এই অশান্তির জেরে লাভপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তত ৭টি বুথে আগামী ২৬ এপ্রিল পুনরায় ভোটগ্রহণ হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর।তবে সামগ্রিক ভোট প্রক্রিয়া নিয়ে আশাবাদী বিজেপি প্রার্থী দেবাশিস ওঝা। তিনি বলেন, ভোট মোটের ওপর ভালো হয়েছে এবং আমি জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী।

বোলপুরে ভোটের রাতেই ইভিএম বিভ্রান্তি লুঠের অভিযোগে বিক্ষোভ বিজেপির, অভিযোগ খারিজ প্রশাসনের

নয়া জামানা, বীরভূম ঃ বোলপুর বিধানসভা এলাকায় বিক্ষিপ্ত কিছু অশান্তি ছাড়া মোটের উপর শান্তিপূর্ণভাবেই ভোটগ্রহণ সম্পন্ন হয়। তবে ভোটের রাতেই ইভিএম লুঠের অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়ায় ইলামবাজার ও বোলপুর শহর এলাকায়।বৃহস্পতিবার এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে মহকুমাশাসকের কার্যালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখায় বিজেপি কর্মীরা। যদিও সমস্ত অভিযোগই খারিজ করেছে জেলা প্রশাসন। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম ঘটনাটি ঘটে ইলামবাজার ব্লকের জয়দেব এলাকায়। ৫৬ নম্বর বুথে ভোট শেষ হওয়ার পর ইভিএমগুলি স্ট্রংরুমে নিয়ে যাওয়ার সময় একটি মারুতি ভ্যানে করে সেগুলি বাসে তোলা হচ্ছিল। অভিযোগ, কয়েকবার যাতায়াতের পর ওই ভ্যানটি কিছু ইভিএম নিয়ে অন্য পথে সরে যেতে চায়। বিষয়টি নজরে আসতেই স্থানীয় বাসিন্দারা জয়দেব রাধাবিনোদ মন্দির সংলগ্ন এলাকায় গাড়িটিকে আটকে দেন। তাঁদের দাবি, তখন গাড়ির সঙ্গে কোনও নিরাপত্তারক্ষী ছিল না। পরে ওই গাড়ি-সহ ইভিএমগুলি জয়দেব ফাঁড়িতে নিয়ে যাওয়া হয়। যদিও পুলিশ জানায়, ভ্যানটি সামান্য পিছিয়ে যাওয়ায় ভুল বোঝাবুঝি তৈরি হয়েছিল, ইভিএম লুঠের কোনও ঘটনা ঘটেনি। একই রাতে বোলপুর শহরের ৩ নম্বর ওয়ার্ডের বিনয়পল্লি এলাকাতেও একই ধরনের অভিযোগ ওঠে। সেখানে একটি ছোট গাড়িতে ইভিএম অন্য পথে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল বলে অভিযোগ করেন স্থানীয় বিজেপি কর্মীরা। তাঁদের দাবি, গাড়ির সঙ্গে কোনও নিরাপত্তা ছিল না।এরপরই গাড়িটিকে আটক করে বিক্ষোভ শুরু হয়।ইভিএমের দায়িত্বে থাকা এক সরকারি আধিকারিকের সঙ্গেও বচসায় জড়িয়ে পড়েন বিক্ষোভকারীরা। পরে ওই গাড়িটি মহকুমাশাসকের কার্যালয়ে নিয়ে আসা হলে সেখানেও উত্তেজনা ছড়ায়। বিজেপি কর্মীদের অভিযোগ, সঠিক সিল বা নিরাপত্তা ছাড়াই কীভাবে ইভিএম আনা হল, তার জবাব দিতে হবে প্রশাসনকে। রাত সাড়ে দশটা থেকে মধ্যরাত পর্যন্ত চলতে থাকে বিক্ষোভ ও ঘেরাও। এদিন ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়ে বোলপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষও অভিযোগ তুলে বলেন, রাতের অন্ধকারে ইভিএম লুঠের চেষ্টা হচ্ছিল, আমাদের কর্মীরাই তা আটকায়। বিষয়টি আমরা নির্বাচন কমিশনকে জানিয়েছি। অন্যদিকে, প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, এই অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন।প্রশাসনিক সূত্রের দাবি, যে ইভিএমগুলি নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, সেগুলি ব্যবহৃত নয়, বরং রিজার্ভ হিসেবে রাখা ছিল। ভোট শেষে নিয়ম মেনেই সেগুলি সেক্টর অফিস থেকে মহকুমাশাসকের দফতরের গুদামে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল। এনিয়ে সেক্টর অফিসার সৌমশ্রী মিত্র জানান, গাড়িতে থাকা ১৪-১৫টি ইভিএম কোনওটিতেই ভোটগ্রহণ হয়নি। প্রয়োজনে ব্যবহারের জন্য রিজার্ভ হিসেবে রাখা ছিল। বোলপুরের মহকুমাশাসক অনিমেষ কান্তি মান্না বলেন, সমস্ত নিয়ম মেনেই রিজার্ভ ইভিএম গুদামে আনা হয়েছে। জেলাশাসক ধবল জৈন জানান, এখনও পর্যন্ত কোনও লিখিত অভিযোগ পাইনি। অভিযোগ পেলে আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

শেষ মুহূর্তের প্রচার, ভোটারদের দ্বারে দ্বারে বিজেপি প্রার্থী সাধন ঘোষ

শিবম দেবনাথ, নয়া জামানা, নদীয়া ঃ দু একটি জায়গায় বিক্ষিপ্ত কিছু ঘটনা ছাড়া আপাতত নির্বঘ্নে মিটেছে ২০২৬ এর বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম দফা। আগামী ২৯ শে এপ্রিল দ্বিতীয় দফার ভোট অনুষ্ঠিত হবে নদীয়াসহ বেশ কয়েকটি জেলায়। নির্বাচনের বাকি আর মাত্র চার দিন, যে কারণেই সময় নষ্ট করতে চাইছে না কোনো রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা।

মূলত সেই কারণে শুক্রবার কৃষ্ণনগর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সাধন ঘোষ শেষ লগ্নের নির্বাচনী প্রচার করেন। শুক্রবার কৃষ্ণনগর রোড স্টেশন এলাকা থেকে প্রচার শুরু হয়ে দে পাড়া পঞ্চায়েত এলাকায় প্রচার অভিযান চালান বিজেপি প্রার্থী। প্রচারের ফাঁকে জয় প্রসঙ্গে সাধন ঘোষ জানান, মানুষ তৃণমূলকে প্রত্যাখ্যান করে বিজেপিকে চাইছে। যে কারণে ৫০ হাজার ভোটেরও বেশি ব্যবধানে বিজেপি এই আসনে জিতবে। আমরা ভোট প্রচার করছি না। শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন মানুষ যাতে সুষ্ঠুভাবে নিজেদের ভোট দিতে পারে সেই বিষয়ে তাদের বার্তা তুলে ধরতেই আজকের এই প্রচার কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। অন্যদিকে তৃণমূল কংগ্রেস শুধুমাত্র কাটমানি আর পয়সা কামানোর জন্য কাজ করে। কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টি বিরোধী দল হিসেবে পয়সা কামানোর জন্য নয় সারা বছর মানুষের সুখে দুখে পাশে থাকে। আগে তৃণমূল দুষ্কৃতিদের ভয়ে মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভারতীয় জনতা পার্টির পাশে থাকতে পারেনি। কিন্তু বর্তমানে সেই ভয় কে জয় করে সাধারণ মানুষ পথে নেমেছে। যে কারণে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য শাসক দল নানা ধরনের কুৎসা রটানোর চেষ্টা করছে। ভারতীয় জনতা পার্টির কর্মকর্তারা সব সময় সাধারণ মানুষের পাশে ছিল আগামী দিনেও থাকবে, এখন শুধু জয়ের অপেক্ষা।

হাড্ডাহাড্ডির লড়াই ! বিজেপির গড়ে কি এবার ফুটবে জোড়া ফুল ?

নয়া জামানা, নদীয়া ঃ ২০১১ সালে রাজ্যে পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রানাঘাট উত্তর-পশ্চিম কেন্দ্র থেকে বিদায় নেয় সিপিআইএম। প্রথম পাঁচ বছর চারিদিকে কেবলই তখন ঘাসফুল।

২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে দেশজুড়ে মোদি ঝড়ের মধ্যেও এগিয়েছিল তৃণমূল। তারপর ২০১৬ থেকে ২০২৪, লোকসভা ও কিংবা বিধানসভা জোড়া ফুলের সাথে জোর টক্করে রাজনীতির ময়দানে এগিয়ে আসে পদ্মফুল। ২৬ এর ভোটে কি তৃণমূল পারবে পদ্মের জমিতে ঘাসফুল ফোটাতে? জবাব মিলবে ৪ঠা মে। এইবার রানাঘাট পশ্চিম কেন্দ্রে প্রার্থী করা হয়েছে তৃণমূলের পুরনো যোদ্ধা তাপস ঘোষকে। প্রসঙ্গত, এখানকার বিজেপি প্রার্থী পার্থসারথি চট্টোপাধ্যায়ও একসময় তৃণমূলের দাপুটে নেতা ছিলেন। ২০১১ সালে ঘাসফুল প্রতিকে জিতে বিধায়ক হয়েছিলেন পার্থসারথী। স্বাভাবিকভাবে দুজনের চেনা ময়দান হলেও দলীয় নেতৃত্বের ভিত্তিতে তারা একে অপরের প্রতিদ্বন্দী।রাজনৈতিক মহলের মতে, এখানে বিজেপির উত্থানের প্রধান কারণ ছিল মতুয়া ভোট ব্যাংক। এই কেন্দ্রে প্রায় ৩০ শতাংশের কাছাকাছি মতুয়া ভোটার রয়েছেন। কিন্তু এসআইআর এর জন্য অনেক মতুয়াদের নামই বাদ পড়েছে ভোটার তালিকা থেকে। সেক্ষেত্রে এইবারের নির্বাচনে গড় ধরে রাখা বিজেপির পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জিং বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

তাপমাত্রাকেও উপেক্ষা করে ইউসুফ পাঠানের রোড -শো, রাস্তায় জন সমুদ্র মঙ্গলকোটে

নয়া জামান।। বর্ধমান

শুক্রবার তাপমাত্রার পারদ অনেকটাই ছিল ঊর্ধ্বমুখী। কিন্তু তার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলায় ভোটের প্রচারে কোন খামতি ছিল না। সারা জেলায় তৃনমূল কংগ্রেস প্রার্থীরা দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে রাস্তায় নেমে প্রচারে ছিলেন। বাদ ছিল না বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট প্রচার। এদিন মঙ্গলকোটে তৃণমূল কংগ্রেসের শক্তি প্রদর্শন যেন নতুন মাত্রা পেল প্রাক্তন ক্রিকেটার তথা তৃণমূল সাংসদ ইউসুফ পাঠানের রোড -শো উপলক্ষ করে।

মঙ্গলকোটের নতুনহাট বটতলা থেকে নদীর ধার পর্যন্ত দীর্ঘ রোডশোতে অংশ নেন ইউসুফ পাঠান।

হুড খোলা গাড়িতে তাঁর সঙ্গে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী। প্রচণ্ড রোদ, তাপমাত্রা ৪২ ডিগ্রিরও বেশি;তবুও উৎসাহে ভাটা পড়েনি সমর্থকদের। রাস্তাজুড়ে ছিল জনস্রোত, যা রোড - শোকে কার্যত এক 'মেগা ইভেন্টে' পরিণত করে। রোড -শো থেকে ইউসুফ পাঠান বলেন, মানুষের ভালোবাসা ও বিশ্বাসই তাঁর শক্তি। তিনি ভোটারদের উদ্দেশ্যে আবেদন জানান, আগামী ২৯ তারিখের ভোটে তাঁকে এবং তাঁর দলকে সমর্থন করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আরও শক্তিশালী করতে। তিনি দাবি করেন, গতবার অপূর্ব চৌধুরী ৫২ হাজারের বেশি ভোটে জয়ী হয়েছিলেন, এবার সেই ব্যবধান আরও বাড়বে। কেন্দ্রের প্রতিশ্রুতি প্রসঙ্গে প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন, রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দীর্ঘদিন ধরে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার, কন্যাশ্রী, রূপশ্রীর মতো প্রকল্পের মাধ্যমে মানুষের পাশে থেকেছেন এবং ভবিষ্যতেও থাকবেন। প্রথম দফার ভোটে ৯১ শতাংশের বেশি ভোট পড়াকে তিনি গণতন্ত্রের পক্ষে ইতিবাচক বলেও উল্লেখ করেন। তবে মুর্শিদাবাদের কিছু এলাকায় অশান্তির ঘটনা নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর উচিত শান্তিপূর্ণ নির্বাচন নিশ্চিত করা।

অন্যদিকে, প্রার্থী অপূর্ব চৌধুরী বলেন, এই তীব্র গরমেও মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ প্রমাণ করছে যে, এটি বাংলার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই।

তিনি নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন এবং দাবি করেন, দক্ষিণবঙ্গে বিজেপি কোনও আসন পাবে না। য়তিনি আরও বলেন, প্রথম দফার নির্বাচনে তৃণমূল ১০৫ থেকে ১১০টি আসন পাবে বলে তাঁদের আশা। মঙ্গলকোটে অতীতের অশান্তির প্রসঙ্গ উড়িয়ে দিয়ে তাঁর দাবি, এখন এলাকা শান্তিপূর্ণ এবং উন্নয়নের পথে এগোচ্ছে। লোকসভা নির্বাচনে ৪৭ হাজার ভোটের ব্যবধানকে ছাড়িয়ে যাওয়ার বিষয়টিও তিনি তুলে ধরেন। ভোটের মুখে এই বিশাল জনসমাগম কী ইঙ্গিত দিচ্ছে, তা স্পষ্ট হবে আগামী ৪ মে ফল ঘোষণার দিন। আপাতত মঙ্গলকোটের রাজনৈতিক ময়দানে উত্তাপ যে তুঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।

ভোটের কাজে ফের বিএলওর মৃত্যুতে কালনাতে চাঞ্চল্য

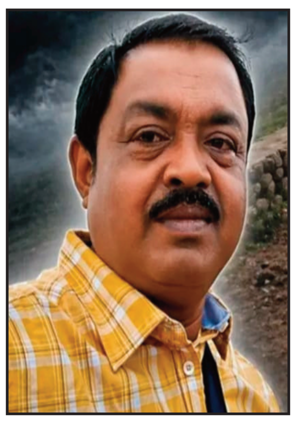

নয়া জামানা, বর্ধমানঃ এফআইআরের কাজ করতে গিয়ে আবারও এক বিএলওর মৃত্যুতে চাঞ্চল্য ছড়ালো। শুক্রবার এই ঘটনা ঘটে পূর্ব বর্ধমানের কালনায়। জানা গেছে মহকুমা শাসক দপ্তরে কর্মরত অবস্থায় মৃত্যু ঘটেছে ওই বিএলওর। মৃত বিএলওর নাম পিন্টু সেনগুপ্ত। তাঁর বাড়ি কালনা শহরের ১৩ নং ওয়ার্ডের বড়ো মিত্র পাড়ায়। ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। জানা গেছে এসআইআরের জন্য ধারাবাহিকভাবে কাজ করছিলেন। পরিবারের দাবি ইদানীং অত্যাধিক কাজের চাপ সহ্য করতে পারছিলেন না। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত ছিলেন। এই অবস্থায় শুক্রবার কালনা মহকুমা শাসক দপ্তরে কাজে গিয়েছিলেন। সেখানে পোস্টাল ব্যালটে ভোট নেবার কাজ চলছিল। অত্যাধিক কাজের চাপ এবং প্রচন্ড গরমে তিনি সেখানেই অসুস্থ হয়ে পরেন। বেশ কিছুক্ষণ বিশ্রাম নেবার কথা বলা হয় তাকে। কিন্তু অবস্থার অবনতি হলে কর্মীরা তাঁকে নিয়ে যান কালনা মহকুমা হাসপাতালে। তবে চিকিৎসক পরীক্ষা করে তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। জানা গিয়েছে পিন্টু সেনগুপ্ত প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করতেন। পরিবারের লোকজন এবং সহকর্মীদের দাবি একের পর এক কাজের চাপ সহ্য করতে না পেরেই মৃত্যু হয়েছে। এই ঘটনায় এলাকায় আলোড়ন সৃষ্টি হয়। ব্যাপক ক্ষোভ ছড়িয়ে পড়ে। কর্মীদের স্বাস্থ্য নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে।

প্রথম ডিভিশন ক্রিকেটে চ্যাম্পিয়ান দিলীপ স্মৃতি সংঘ

BURDWAN DISTRICT SPORTS ASSOCIATION
TARGET
263 RUNS
162
WICKETS

নয়া জামানা ,বর্ধমানঃ বর্ধমান জেলা ক্রীড়া সংস্থা আয়োজিত প্রথম ডিভিশন লিগ ক্রিকেট প্রতিযোগিতা শেষ হলো। এবারের লিগ চ্যাম্পিয়ান এর শিরোপা পেল দিলীপ স্মৃতি সংঘ। এই প্রতিযোগিতায় রানার্স হয়েছে বড়শুল ইয়ং মেন্স অ্যাসোসিয়েশন। রাধারানী স্টেডিয়ামে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় এদিন টসে জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নামে দিলীপ স্মৃতি সংঘ। নির্দিষ্ট ৪০ ওভারে তাদের সংগ্রহ ৫ উইকেট হারিয়ে ২৬২ রান তোলে। দলের হয়ে ২৬ বলে ৬২ রান করে প্রিয়ম সরকার। শুভময় সুন্দর পাত্র ৫৯ রান তোলে। তার জবাবে বড়শুল ইয়ং ম্যান অ্যাসোসিয়েশন ৩৫ ওভারে ১৬৩ রানে সকলেই আউট হয়। ৯৯ রানে জয়ী হয়ে লিগ চ্যাম্পিয়ান হবার খেতাব জয় করে দিলীপ স্মৃতি সংঘ। দিলীপ স্মৃতি সংঘের রাহুল প্রসাদ তিনটি এবং সুমন দে দুটি উইকেট দখল করে। ম্যাচের সেরা খেলোয়াড় নির্বাচিত হয় বিজয়ী দলের প্রিয়ম সরকার।

মদ উদ্ধার কাণ্ডে চাঞ্চল্য, ভোটে অশান্তির করার লক্ষ্যে মদ মজুত দাবী বিজেপির

সুজিত দত্ত, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে পূর্ব বর্ধমান জেলার রাজনীতিতে তীব্র উত্তেজনা ছড়িয়েছে শহর বর্ধমানের তেজগঞ্জ এলাকায় বিপুল পরিমাণ অবৈধ মদ উদ্ধারের ঘটনাকে কেন্দ্র করে।

পুলিশি অভিযানে প্রায় ২৫ লক্ষ টাকার মদ বাজেয়াপ্ত হওয়ার পরই এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। শুক্রবার বর্ধমানে বিজেপির জেলা কার্যালয়ে এক সাংবাদিক বৈঠকে পূর্ব বর্ধমান জেলা বিজেপির সভাপতি অভিজিৎ তা বিস্ফোরক অভিযোগ তুলে সরাসরি তৃণমূল কংগ্রেসের একাধিক শীর্ষ নেতার নাম উল্লেখ করেন। তার দাবি, বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের সাংসদ কীর্তি আজাদ, বর্ধমান দক্ষিণের তৃণমূল প্রার্থী খোকন দাস এবং তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জেলা সভাপতি স্বরাজ ঘোষের সঙ্গে এই ঘটনার যোগ থাকতে পারে। অভিজিৎ তা অভিযোগ করেন, তনির্বাচনের আগে ভোটারদের প্রভাবিত করতেই এই বিপুল পরিমাণ মদ মজুত করা হয়েছিল।দ তিনি প্রশাসনের কাছে দাবি জানান, অবিলম্বে সংশ্লিষ্ট নেতাদের পুলিশি হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদ করা হোক এবং এই ঘটনার পেছনে থাকা মূল চক্রকে চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির ব্যবস্থা করা হোক। পাশাপাশি তিনি নির্বাচন কমিশনের হস্তক্ষেপে নিরপেক্ষ তদন্তেরও দাবি করেন। অন্যদিকে, এই অভিযোগের প্রেক্ষিতে এখনও পর্যন্ত অভিযুক্তদের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। পুলিশও আনুষ্ঠানিকভাবে কারও নাম উল্লেখ করেনি এবং তদন্ত প্রক্রিয়া চলছে বলে জানা গেছে। ভোটের মুখে এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে বর্ধমানের রাজনৈতিক পরিবেশ আরও উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। এখন নজর প্রশাসনের পরবর্তী পদক্ষেপ এবং তদন্তের অগ্রগতির দিকে।

ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে ৬ বিধানসভার ইভিএম, কড়া নিরাপত্তায় স্ট্রংরুম

ASANSOL UTTAR
RANIGANJ-278
JAMURIA-279
TEMPORARY STRONG ROOM 61 ASANSOL UTTAR

নয়া জামানা, আসানসোল ঃ আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে পশ্চিম বর্ধমান জেলার ৬টি বিধানসভা কেন্দ্রের ইভিএম রাখা হয়েছে কড়া নিরাপত্তায়। আসানসোল উত্তর, আসানসোল দক্ষিণ, কুলটি, বারাবানি, জামুরিয়া ও রানিগঞ্জ কেন্দ্রের ভোট শেষে বৃহস্পতিবার রাতে ইভিএম এনে স্ট্রংরুমে সংরক্ষণ করা হয়। সিসিটিভিতে ২৪ ঘণ্টা নজরদারি চলছে। পাহারায় রয়েছে এক কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী। শুক্রবার সকালে জেলাশাসক তথা জেলা নির্বাচন আধিকারিক এস পোন্নাবলম স্ট্রংরুম পরিদর্শন করেন। তিনি জানান, সব নিয়ম মেনে ভোটকর্মী, প্রশাসনিক আধিকারিক ও রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিদের উপস্থিতিতে ইভিএম নামানো ও সিল করে রাখা হয়েছে। প্রতিদিন পুলিশ ও প্রশাসনের আধিকারিকরা নিরাপত্তা খতিয়ে দেখবেন। ভোট গণনার দিনেও বিভিন্ন দলের প্রতিনিধিদের বসার জায়গায় কড়া নিরাপত্তা থাকবে। তিনি আরও জানান, দায়িত্বে গাফিলতি করলে কোনও ভোটকর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর একটি প্ল্যাটুন ইতিমধ্যেই মোতায়েন হয়েছে। এদিকে স্ট্রংরুমকে ঘিরে রাজনৈতিক চাপানউতোর শুরু হয়েছে। তৃণমূল কংগ্রেস ও বিজেপি একে অপরের বিরুদ্ধে ইভিএম বদলের অভিযোগ তুলেছে। আসানসোল দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী অগ্নিমিত্রা পাল বলেন, বিজেপি জনগণের সমর্থনে জেতে, কারচুপিতে নয়। তৃণমূল অনিয়ম করতে পারে বলেই বিজেপিও স্ট্রংরুম পাহারা দেবে। তিনি নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর দাবি, বাহিনীর জন্যই মানুষ নির্ভয়ে ভোট দিয়েছেন। অন্যদিকে কংগ্রেস প্রার্থী প্রসেনজিৎ পুইতুন্ডি বলেন, তৃণমূল ও বিজেপি নিজেদের বড় শক্তি হিসেবে দেখাতে চাইছে। তিনি দাবি করেন, বিভিন্ন রাজ্যে ইভিএম বদলের অভিযোগ উঠেছে। তাই স্ট্রংরুম পাহারায় সব দলের থাকা উচিত। তিনি আরও কয়েকদিন স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা জোরদার রাখার দাবি জানান। ভোট শেষ হলেও এখন নজর স্ট্রংরুমের নিরাপত্তা ও ভোট গণনার দিনের দিকে।

ইধার কা মাল উধার' - উন্নয়নের নামে বিভ্রান্তি, তোপ সেলিমের

অত্রি চক্রবর্তী, নয়া জামানা , বর্ধমান ঃ পূর্ব বর্ধমান জেলার পূর্বস্থলী উত্তর বিধানসভা কেন্দ্রের সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহার সমর্থনে পূর্বস্থলী ২ নম্বর ব্লকের ছাতনী ফুটবল ময়দানে এক বিশাল জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় উপস্থিত ছিলেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মোহাম্মদ সেলিম। তাঁর বক্তব্যে রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও শাসক দলের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা শোনা যায়। সভামঞ্চ থেকে মোহাম্মদ সেলিম অভিযোগ করেন, বর্তমান সময়ে রাজ্যে ঘৃণা, হিংসা ও বিদ্বেষের রাজনীতি ক্রমশ বাড়ছে। তিনি বলেন, সিপিআই(এম) সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন পরিকল্পিত উন্নয়নের মাধ্যমে শিল্প, শিক্ষা ও পরিকাঠামোর প্রসার ঘটানো হয়েছিল। কোথায় কলকারখানা গড়ে উঠবে, কোথায় স্কুল ও কলেজ স্থাপন করা হবে;এসব বিষয় সুপরিকল্পিতভাবে নির্ধারণ করা হতো। বর্তমান শাসক দলের উন্নয়ন প্রসঙ্গে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, এখন উন্নয়নের নামে শুধুমাত্র প্রচার চলছে। তইধার কা মাল উধার, উধার কা মাল ইধারদ;এইভাবেই উন্নয়নের নাম করে মানুষকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে বলে তাঁর অভিযোগ। পাশাপাশি তিনি দাবি করেন, প্রকৃত উন্নয়নের পরিবর্তে বড় বড় কর্পোরেট সংস্থার হাতে রাজ্যের সম্পদ তুলে দেওয়া হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও কেন্দ্রের শাসক দলের সম্পর্ক নিয়েও প্রশ্ন তোলেন সেলিম। তাঁর মতে, রাজ্য ও কেন্দ্রের মধ্যে এক ধরনের বোঝাপড়া রয়েছে, যা সাধারণ মানুষ এখন বুঝতে পারছেন। তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডলকেও কটাক্ষ করে তিনি বলেন, ভোটের সময় যাঁরা বড় বড় কথা বলতেন, তাঁদের সেই অবস্থান এখন আর নেই। এদিন সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহার বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়েছে বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেন, রাজনৈতিকভাবে প্রতিপক্ষকে চাপে ফেলতেই এই ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া হচ্ছে। এর জবাব মানুষকেই ভোটের মাধ্যমে দিতে হবে। সভা থেকে উপস্থিত জনতার উদ্দেশে তিনি আহ্বান জানান, আগামী ২৯ এপ্রিল সকালে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করে সিপিআই(এম) প্রার্থী প্রদীপ কুমার সাহাকে বিপুল ভোটে জয়ী করতে। জনসভায় দলীয় কর্মী ও সমর্থকদের উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়, যা আসন্ন নির্বাচনের আগে এলাকায় রাজনৈতিক উত্তাপ আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

সম্বল সাইকেল, একাই ভোটের প্রচারে বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী

আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান ঃ অনেকটা ঢাল নেই তলোয়ার নেই, নিধিরাম সর্দার। এই প্রবাদ বাক্য মিলে যাবে পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রে এলে। অতি অবাক করা ঘটনা হলেও এটাই বাস্তব এখানে নির্বাচনে লড়াইয়ে নেমে প্রার্থী একাই ভোটের প্রচারে নেমেছেন। তার চারপাশে কোন দলীয় সমর্থক, কর্মী কেউ নেই। একটি পুরনো প্রায় জং ধরা সাইকেল সম্বল করে এই কেন্দ্রের বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী একাই রাস্তায় নেমেছেন। কর্মী নেই, সমর্থক নেই, কোন চার চাকা গাড়ি ছাড়াই সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে ভোটের প্রচার করছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী। পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রে এবার বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী হয়েছেন লক্ষ্মীনারায়ণ হেমরম। কিন্তু ওই দলের কর্মী সমর্থক বলে কিছু নেই ভাতার এলাকায়। ফলে প্রার্থী হিসাবে মনোনয়ন জমা দিয়ে তিনি একাই ভোট প্রচারের ময়দানে। যেখানে প্রতিদিন কয়েকশো করে কর্মী সমর্থক, হুড খোলা গাড়ি, ঝাঁ চকচকে রোড-শো ছোট সব রাজনৈতিক দলের প্রচার নজর কাড়ছে। যেখানে রাজ্যের প্রথম সারির রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রকম চারচাকা গাড়ি নিয়ে ভোটের প্রচার করছে। পেছনে যাচ্ছে ঢাকঢোল। সঙ্গে রয়েছে কেন্দ্র বাহিনী ও লোকাল থানার পুলিশ। সেখানে নজীরবিহীন ভাবে এই কেন্দ্রে প্রার্থী একাই তাঁকে ভোট দেবার আবেদন জানাচ্ছেন। প্রায় প্রতি দিন ভাতার এলাকার বিভিন্ন গ্রামে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত তাঁর দেখা মিলছে। সঙ্গী কেউ না থাকলেও জনসংযোগে তাঁর সম্বলিত বলতে একটি সাইকেল এবং একটি ব্যানার। যদিও ওই ব্যানারে প্রার্থীর নাম খুঁজে পাওয়া যাবে না। শুধুমাত্র দলের সিম্বল আর দলের নাম লেখা আছে। গ্রামবাসীদের দাবি, রাজ্যের অন্য কোথাও এই নজীরবিহীন ঘটনা দেখা যাবে না। ভোটের প্রচারে সাইকেলে চেপে সাধারণ মানুষকে ভোট দেওয়ার আবেদন জানাচ্ছেন তার প্রতীক হাতি চিহ্নে। তিনি জানান, আমরা খেটে খাওয়া মানুষের পাশে থাকি, দারিদ্র মানুষের পাশে থাকি। দল তেমন আর্থিক সাহায্য করে না যে ঢাক ঢোল চারচাকা গাড়ি নিয়ে ভোটের প্রচার করতে হবে। তাই সাইকেলে করে প্রচার করছি সারা পাচ্ছি দারুন। যে গ্রামে যাচ্ছি সাধারণ মানুষ আমাকে দেখে কাছে আসছে। তবে এই রকম ভোটের প্রচার দেখে এলাকার মানুষজন অবাকই হচ্ছেন।

পোস্টাল ব্যালট-নামের পাশে সিল ! ভোট দিতে পারলেন না বারাবনির দুই ভোটার

সীতারাম মুখার্জী,নয়া জামানা, আসানসোল ঃ বারাবনি বিধানসভা কেন্দ্রে ভোট দিতে গিয়ে 'পোস্টাল ব্যালট' দেখিয়ে ভোট দিতে না পারার অভিযোগ উঠেছে দুই ভোটারের। এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা ও তথ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। প্রথম ঘটনা দোমহানি গার্লস হাইস্কুলের ২০৪ নম্বর বুথে। ২৯ বছরের সঞ্চিতা রজক বৃহস্পতিবার বিকেল ৪টে নাগাদ ভোট দিতে বুথে যান। ইভিএম বিভ্রাটের কারণে দীর্ঘক্ষণ লাইনে দাঁড়িয়ে থাকার পর ভোট দিতে গেলে বুথকর্মীরা জানান, ভোটার তালিকায় তাঁর নামের পাশে 'পিবি' বা 'পোস্টাল ব্যালট' লেখা রয়েছে। অর্থাৎ, তিনি নাকি আগেই পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়েছেন। সঞ্চিতা জানান, তিনি কোনো সরকারি কর্মী নন, নির্বাচনী কাজের সঙ্গেও যুক্ত নন। বর্তমানে চাকরির পরীক্ষার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তাই তাঁর নামে পোস্টাল ব্যালট ইস্যু হওয়া অসম্ভব। তিনি বলেন, তআমি সাধারণ মানুষ। সরকারি চাকরি করি না। তাহলে আমার নামে পোস্টাল ব্যালট এল কীভাবে?দ তিনি বিএলওর সঙ্গে যোগাযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের টোল-ফ্রি নম্বরে ফোন করেন এবং ইমেলেও অভিযোগ জানান। কিন্তু কোনও সমাধান মেলেনি। এতে তিনি মানসিকভাবে ভেঙে পড়েছেন। একই ধরনের আরেকটি ঘটনা ঘটেছে সালানপুর ব্লকের ৬৫ নম্বর বুথ অগ্রদূত পাঠাগারে। রূপনারায়ণপুরের বাসিন্দা ৬৫ বছরের অরিন্দম বন্দোপাধ্যায় ভোট দিতে গিয়ে জানতে পারেন, তাঁর ভোটও পোস্টাল ব্যালটে পড়ে গেছে। অথচ তিনি কোনোদিন সরকারি চাকরি করেননি। পেশায় তিনি গৃহশিক্ষক। অরিন্দমবাবু জানান, বুথকর্মীরা ভোটার কার্ড দেখে তাঁকে ভোট দিতে বাধা দেন। প্রিসাইডিং অফিসারকে জানালে তিনি বলেন, কিছু করার নেই। পরে তিনি স্থানীয় তৃণমূল নেতা বিজয় সিংয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। তাঁর পরামর্শে বিডিও দেবাঞ্জন বিশ্বাসের কাছে লিখিত অভিযোগ জমা দেন। বিডিও অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে জানান, বিষয়টি জেলা নির্বাচনী দপ্তরে পাঠানো হয়েছে। কীভাবে এমন ভুল হয়েছে, তা তিনি বলতে পারেননি। অরিন্দমবাবুর স্ত্রী জুঁই বন্দোপাধ্যায় বলেন, প্রচণ্ড গরমে ভোট দিতে না পেরে তাঁর স্বামী অসুস্থ হয়ে পড়েছেন এবং মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। পরপর দুই ভোটারের এই অভিযোগে নির্বাচন কমিশনের স্বচ্ছতা, তথ্যভাণ্ডারের নির্ভুলতা ও প্রশাসনিক দায়িত্ব নিয়ে বড় প্রশ্ন উঠেছে। এখন দেখার, কমিশন এই ভুলের তদন্ত করে ভোটারদের ন্যায়বিচার দেয় কি না।

তমলুকে এস ইউ ছি আই (ছি)-র ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবসে লাল আবহ, শ্রদ্ধায় স্মরণ শিবদাস ঘোষ

অরুণ কুমার সাউ ।। নয়া জামানা ।। তমলুক

২৪ এপ্রিল উপলক্ষে এস ইউ ছি আই (কমিউনিস্ট)-এর ৭৯তম প্রতিষ্ঠা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদায় উদযাপিত হলো তমলুকের রাজাবাজার দলীয় কার্যালয়ে। সকাল থেকেই কর্মী-সমর্থকদের উপস্থিতিতে লাল আবহ তৈরি হয় এলাকায়।

দিনটির সূচনা হয় দলীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে, যা করেন জেলা কমিটির সদস্য লেখা রায়। এরপর দলের প্রতিষ্ঠাতা মহান নেতা শিবদাস ঘোষ-এর প্রতিকৃতিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করে শ্রদ্ধা জানান উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ও কর্মীরা। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর উত্তর সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক প্রণব মাইতি, জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য শীলা দাস, জ্ঞানানন্দ রায়, চিন্ময় ঘোড়াই,

মানিক মাইতি, শম্ভু মান্না সহ আরও অনেকে। অনুষ্ঠানের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল শিবদাস ঘোষের লেখা থেকে নির্বাচিত অংশ পাঠ, যেখানে তাঁর আদর্শ ও সংগ্রামের কথা তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি পরিবেশিত হয় ২৪ এপ্রিলকে কেন্দ্র করে রচিত সংগীত, সর্বহারার নেতার স্মরণে গান এবং আন্তর্জাতিক সংগীত, যা অনুষ্ঠানের আবহকে আরও গভীর করে তোলে। উল্লেখ্য, ১৯৪৮ সালের এই দিনেই দক্ষিণ ২৪ পরগনার জয়নগরে এস ইউ ছি আই(কমিউনিস্ট)-এর প্রতিষ্ঠা হয়। পুঁজিবাদ বিরোধী সমাজতান্ত্রিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্যে দীর্ঘ আদর্শগত চর্চার পর এই দল গড়ে তোলেন শিবদাস ঘোষ। দলীয় সূত্রে জানা গেছে, রাজ্যের পাশাপাশি দেশের বিভিন্ন প্রান্তেও দিনটি একইভাবে পালন করা হয়েছে। কর্মীদের মতে, এই দিনটি শুধু স্মৃতিচারণ নয়, বরং আদর্শে অটল থাকার অঙ্গীকারের দিন।

পশ্চিম মেদিনীপুরে ভোটের রেকর্ড শীর্ষে খড়্গপুর গ্রামীণ, শেষে দাসপুর

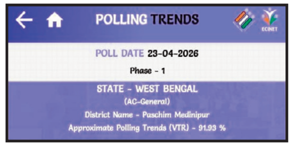
POLLING TRENDS
POLL DATE 23-04-2026
Phase - 1
STATE - WEST BENGAL
(AC-General)
District Name - Paschim Medinipur
Approximate Polling Trends (VTR) - 91.93 %

বৃহস্পতিবার রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনের প্রথম পর্যায়ে ১৫২টি আসনে নির্বাচন হয়েছে, যার মধ্যে রয়েছে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি আসন। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ শেষ হওয়ার পর নির্বাচন কমিশনের পক্ষ থেকে পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি বিধানসভা কেন্দ্রে কত শতাংশ ভোট পড়েছে তা জানানো হয়। জেলার ১৫টি আসনের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে খড়্গপুর গ্রামীণ বিধানসভা কেন্দ্রে। ওই কেন্দ্রে ভোট পড়েছে ৯৪.৯৩ শতাংশ, সবচেয়ে কম ভোট পড়েছে দাসপুর কেন্দ্রে ৮৪.৪৬ শতাংশ। এছাড়াও পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার গড়বেতা বিধানসভা কেন্দ্রে ৯৪.৭২ শতাংশ, শালবনি বিধানসভা কেন্দ্রে ৯৪.৬৯ শতাংশ, খড়্গপুর সদর বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৮.৩৬ শতাংশ, মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৯১.৩৪ শতাংশ, নারায়ণগড় কেন্দ্রে ৯৩.৫ শতাংশ, সবং কেন্দ্রে ৯২.৬৪ শতাংশ, পিংলা বিধানসভা কেন্দ্রে ৯৪.২০ শতাংশ, কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রে ৯৪.১৫ শতাংশ, ডেবরা বিধানসভা কেন্দ্রে ৯২.৪২ শতাংশ, ঘাটাল বিধানসভা কেন্দ্রে ৮৬.৪৬ শতাংশ, কেশিয়াড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে ৯২.৯৯ শতাংশ, চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রে ৯২.৯৫ শতাংশ ও দাঁতন বিধানসভা কেন্দ্রে ৯১.৮৯ শতাংশ ভোট পড়েছে। যা স্বাধীনতার পর সর্বকালীন ভোটদানে রেকর্ড বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে।

বান্দোয়ানে ভয়াবহ সড়ক দুর্ঘটনা, বাইক থেকে ছিটকে গুরুতর জখম যুবক

নয়া জামানা , পুরুলিয়া ঃ শুক্রবার সন্ধ্যা নাগাদ বান্দোয়ান থানার অন্তর্গত সুপুডি অঞ্চলের মধুপুর গ্রামে এক সড়ক দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত হলেন এক যুবক। ঘটনাটি ঘটে প্রায় সন্ধ্যা ছ'টা নাগাদ, যখন ওই যুবক বাইক চালিয়ে বান্দোয়ান, বরাবাজার রাজ্য সড়ক দিয়ে যাচ্ছিলেন। প্রাথমিকভাবে জানা গেছে, হঠাৎ করেই বাইকের উপর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেলেন তিনি। এর ফলে বাইক থেকে ছিটকে পড়ে গুরুতরভাবে জখম হন। দুর্ঘটনার পর রাস্তায় পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় বাসিন্দারা দ্রুত এগিয়ে আসেন এবং পুলিশে খবর দেন। পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে স্থানীয়দের সহযোগিতায় আহত যুবককে উদ্ধার করে দ্রুত বান্দোয়ান ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যায়। সেখানে তাঁর প্রাথমিক চিকিৎসা শুরু হয়। চিকিৎসকদের মতে, আঘাত গুরুতর হওয়ায় তাঁর শারীরিক অবস্থার উপর নজর রাখা হচ্ছে। আহত যুবকের নাম মিঠুন মাহাতো। তাঁর বাড়ি কাসবহাল গ্রামে বলে জানা গেছে। পরিবারের সদস্যদের খবর দেওয়া হয়েছে এবং তাঁরা হাসপাতালে পৌঁছেছেন। এই ঘটনায় এলাকায় কিছুক্ষণের জন্য উত্তেজনা তৈরি হলেও পরে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয়। স্থানীয়দের দাবি, ওই সড়কে প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। তাই প্রশাসনের কাছে দ্রুত নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদারের দাবি জানানো হয়েছে। পুলিশ সূত্রে খবর, কীভাবে দুর্ঘটনাটি ঘটল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। অতিরিক্ত গতি বা রাস্তার অবস্থা;সব দিকই তদন্ত করে দেখা হবে বলে জানানো হয়েছে।

ভোটকেন্দ্রে 'রামলাল' হাতি ! লাইনে ভোটার, সামনে চাঞ্চল্য গোপীবল্লভপুরে

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ প্রথম দফার ভোটের দিন গোপীবল্লভপুর বিধানসভা এলাকায় ঘটল এক অদ্ভুত ঘটনা, যা মুহূর্তে চাঞ্চল্য ছড়ায়। ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লকের জিতুশোল আংশিক বুনিয়াদি বিদ্যালয়ের ভোটকেন্দ্রের সামনে হঠাৎই হাজির হয় 'রামলাল' নামে পরিচিত একটি বুনো হাতি। ভোট দিতে আসা সাধারণ মানুষ ও নিরাপত্তারক্ষীদের চোখের সামনে হঠাৎ হাতির উপস্থিতিতে কিছুক্ষণের জন্য আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে।

ভোটকেন্দ্রের বাইরে দাঁড়িয়ে থাকা হাতিটিকে ঘিরে কৌতূহলী জনতার ভিড়ও বাড়তে থাকে। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা পরিস্থিতি সামাল

দিতে সতর্ক অবস্থান নেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, খাবারের খোঁজেই জঙ্গল ছেড়ে লোকালয়ে ঢুকে পড়েছিল হাতিটি। এমনকি একটি পিকআপ ভ্যানের কাছে গিয়ে শুঁড় বাড়িয়ে খাবার খোঁজার চেষ্টাও করে সে। এতে সাধারণ মানুষের মধ্যে কিছুটা ভয় তৈরি হলেও পরিস্থিতি দ্রুত নিয়ন্ত্রণে আসে। কিছুক্ষণ পর হাতিটি শান্তভাবেই এলাকা ছেড়ে চলে যায়, ফলে বড় ধরনের বিপদের আশঙ্কা কাটে।

সৌভাগ্যবশত, এই ঘটনায় কেউ আহত হননি। ভোটের দিনে এমন অপ্রত্যাশিত ঘটনার জেরে কিছুক্ষণের জন্য ভোট প্রক্রিয়ায় সামান্য প্রভাব পড়লেও পরে সব স্বাভাবিক হয়ে যায়। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, পরিস্থিতি সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে ছিল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থায় কোনও ঘাটতি ছিল না। সব মিলিয়ে, লাইনে দাঁড়িয়ে ভোটার আর সামনে হাতি;এমন বিরল দৃশ্য গোপীবল্লভপুরের ভোটকে অন্য মাত্রা দিল।

জামবনীতে ভোটের দিন উত্তেজনা ! পুলিশের বিরুদ্ধে মারধরের অভিযোগ

নয়া জামানা , ঝাড়গ্রাম ঃ প্রথম দফার ভোটগ্রহণ চলাকালীন ঝাড়গ্রামের বিনপুর বিধানসভার জামবনী ব্লকে উত্তেজনা ছড়াল একাধিক এলাকায়। কানি মহুলি গ্রামে ২৪৯ নম্বর বুথকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি হঠাৎই অশান্ত হয়ে ওঠে। অভিযোগ, ভোট দিতে যাওয়ার সময় দুই ভোটারকে মারধর করে রাজ্য পুলিশ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এবং সাধারণ মানুষের মধ্যে আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়। স্থানীয়দের আরও দাবি, কুলডিহা ও কানি মহুলি এলাকায় পুলিশ বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হুমকি দিচ্ছে এবং ঘর থেকে বের হতে বাধা দিচ্ছে। এমনকি লাঠিচার্জে কয়েকজন আহত হয়েছেন বলেও অভিযোগ উঠেছে। অন্যদিকে, ২৪০, ২৪৪, ২৪৬, ২৪৮, ২৪৯ এবং ২৫৩ নম্বর বুথে শাসকদলের বিরুদ্ধে টাকা বিলির অভিযোগ সামনে আসায় পরিস্থিতি আরও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। এই অভিযোগকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক তরজা শুরু হয়েছে এবং বিরোধী দল সরব হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত পদক্ষেপ নেয় প্রশাসন। ঘটনাস্থলে মোতায়েন করা হয় কেন্দ্রীয় বাহিনীর কুইক রেসপন্স টিম । তাদের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এলেও গোটা এলাকাজুড়ে এখনও থমথমে পরিবেশ বিরাজ করছে। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, সমস্ত অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ভোটের দিনে এই ধরনের ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই উদ্বেগ বেড়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। সব মিলিয়ে, জামবনীর এই ঘটনা ভোটের আবহে নতুন করে উত্তেজনা বাড়াল বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা।

বাহিনীর অতি সক্রিয়তার অভিযোগ, হাসপাতালে দুই শাসকদলের কর্মী

কোথাও ভোট দিতে যাওয়ার পথে। আবার কোথাও ভোট দেওয়ার শেষে। ভোটারদের বেধড়ক মারধর করার অভিযোগ উঠল কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে। পশ্চিম মেদিনীপুরের সবং ও পিংলা বিধানসভায় এই অভিযোগ উঠেছে। সবংয়ে জওয়ানদের মারে দুই তৃণমূল কর্মী হাসপাতালে ভর্তি বলে জানা গিয়েছে। পিংলায় জওয়ানদের বিরুদ্ধে শেষবেলায় রুখে দাঁড়ান গ্রামের মহিলারা। পরে সেখানে পৌঁছন তৃণমূল প্রার্থী অজিত মাইতি। কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানদের বিরুদ্ধে তিনি নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ দায়ের করবেন বলে জানিয়েছেন।

বৃহস্পতিবার দুপুরে সবংয়ে তৃণমূল কর্মী অনন্ত প্রামাণিককে কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা বেধড়ক মারধর করে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, ভোট দিতে যাওয়ার সময় কেন্দ্রীয় বাহিনীর জওয়ানরা তাঁকে বেধড়ক মারধর করেন। ঘটনা ঘিরে ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায় সবং বিধানসভার সবং অঞ্চলের সাউতপাড়া এলাকায়। গুরুতর আহত অবস্থায় অনন্ত প্রামাণিককে দ্রুত সবং হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতালে তৃণমূল প্রার্থী মানস ভুঁইয়া উপস্থিত হলে তাঁর সামনে কান্নায় ভেঙে পড়েন অনন্ত। অন্যদিকে, দশগ্রামের গোয়াডিংরি বুথে ভোট দেওয়ার পর, একশো মিটার দূরে দাঁড়িয়ে মুড়ি খাচ্ছিলেন সুব্রত সেনাপতি।

ভোটের দিনেই কটাক্ষ রাজেশ মাহাতোর- 'আতঙ্কে শাসক দল', দাবি বিজেপি প্রার্থীর

শংকর বারিক,নয়া জামানা,ঝাড়গ্রাম ঃ প্রথম দফার বিধানসভা নির্বাচনকে ঘিরে ঝাড়গ্রাম জেলাজুড়ে সকাল থেকেই শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভোটগ্রহণ শুরু হয়।

বিভিন্ন বুথে ভোটারদের উপস্থিতি দেখা গেলেও বড় কোনও অশান্তির খবর মেলেনি বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানা গেছে। এই পরিস্থিতিতে গোপীবল্লভপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী রাজেশ মাহাতো নিজ এলাকায় ঘুরে ভোটের সার্বিক পরিস্থিতি খতিয়ে দেখেন। পরে ঝাড়গ্রাম গ্রামীণ ব্লকের মানিকপাড়া বিবেকানন্দ বিদ্যাপীঠ হাই স্কুলের বুথে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে গিয়ে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন। ভোট দিয়ে বেরিয়ে তিনি জানান, খুব শান্তিপূর্ণভাবে ভোট দিতে পেরেছি। বেশিরভাগ ভোটার ইতিমধ্যেই ভোট দিয়ে গিয়েছেন, তাই বুথে ভিড় কম ছিল। গণতন্ত্রের এই প্রক্রিয়ায় পরিবারসহ অংশ নিতে পেরে তিনি সন্তোষ প্রকাশ করেন। তবে ভোটের সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলতে গিয়ে তিনি কিছু অভিযোগও তোলেন। তাঁর দাবি, কয়েকটি এলাকায় শাসক দলের কিছু নেতা বুথে গিয়ে ভোটারদের প্রভাবিত করার চেষ্টা করেছেন। যদিও বিষয়টি দ্রুত পুলিশ ও নির্বাচন পর্যবেক্ষকদের নজরে আনা হয়েছে এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বলেও জানান তিনি। শেষে শাসক দলকে কটাক্ষ করে রাজেশ মাহাতো বলেন,

তআসলে তারা আতঙ্কে রয়েছে বলেই এই ধরনের কাজ করছে।দ তাঁর এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে। সব মিলিয়ে,

শান্তিপূর্ণ ভোটের আবহের মধ্যেও রাজনৈতিক তরজা যে অব্যাহত, তা এই ঘটনার মাধ্যমে স্পষ্ট।

ময়নায় ফের রক্তাক্ত সংঘর্ষ ! তৃণমূল-বিজেপি মুখোমুখি, আহত দুই পক্ষের একাধিক

নয়া জামানা , পূর্ব মেদিনীপুর ঃ ভোটের পরের দিন ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠল ময়নার বাকচার সাইথিয়া পুল এলাকা। তৃণমূল ও বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সংঘর্ষে রক্তাক্ত পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। দুই পক্ষের একাধিক ব্যক্তি আহত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, আগের রাত থেকেই এলাকায় উত্তেজনা ছিল। তৃণমূলের অভিযোগ, বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাদের বাড়িঘরে ভাঙচুর চালায়। এরপর সকালে প্রায় ২৫০-৩০০ জন বিজেপি কর্মী একত্রিত হয়ে তাদের বাড়িতে হামলা চালায় বলে দাবি। অভিযোগ, লোহার রড দিয়ে মারধর করা হয় এবং মহিলাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার ও শ্লীলতাহানির ঘটনাও ঘটে।

এই ঘটনায় গুরুতর জখম চারজনকে ময়না ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে ভর্তি করা হয়েছে। অন্যদিকে, বিজেপির তরফে পাল্টা অভিযোগ করা হয়েছে। তাদের দাবি, এলাকায় বসে থাকার সময় হঠাৎই তৃণমূলের কিছু কর্মী ও

স্থানীয় নেতারা তাদের উপর হামলা চালায়। রড দিয়ে মারধর করে কয়েকজনকে আহত করা হয়। এই ঘটনায় তিনজন বিজেপি কর্মী জখম হন, যার মধ্যে একজনকে গুরুতর অবস্থায় তমলুক মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনার পর এলাকায় চরম উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় কেন্দ্রীয় বাহিনী এবং ময়না থানার পুলিশ। বর্তমানে এলাকায় কড়া নজরদারি চলছে। প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হয়েছে এবং দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে ভোট পরবর্তী এই সংঘর্ষে এলাকায় আতঙ্ক ও অনিশ্চয়তার পরিবেশ তৈরি হয়েছে।

মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার আটটি আসনে জিতবে তৃণমূল

দু-একটি বিক্ষিপ্ত ঘটনা ছাড়া বৃহস্পতিবার নির্বাচন পর্ব সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রার্থীদের ভাগ্য ইভিএমে স্ট্রং রুমে বন্দি রয়েছে। শুক্রবার সাংবাদিক সম্মেলন করে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি তথা মেদিনীপুর বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী সুজয় হাজরা বলেন, 'জনতা জনার্দন ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিয়েছেন। গণদেবতার আশীর্বাদে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে থাকা আটটি বিধানসভা আসনেই দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন।' ওই আটটি বিধানসভা কেন্দ্র হলো পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, খড়্গাপুর সদর, খড়্গাপুর গ্রামীণ, মেদিনীপুর, শালবনি ও গড়বেতা। ২০২২ সালে পৌরসভা নির্বাচনে এককভাবে মেদিনীপুর ও খড়্গাপুর পৌরসভা দল দখল করে।

২০২৪ সালে মেদিনীপুর লোকসভায় দলের প্রার্থী জয়লাভ করেন। এরপর উপনির্বাচনে দল আমাকে প্রার্থী করে এবং সেই উপনির্বাচনে আমি জয়লাভ করি। কঠিন সময়ে দল দায়িত্ব দিয়েছিল, কিন্তু দল কোনো নির্বাচনে এই সাংগঠনিক জেলায় হার মানেনি। তাই এই নির্বাচনে মেদিনীপুর সাংগঠনিক জেলার মধ্যে থাকা আটটি আসনেই দলের প্রার্থীরা জয়লাভ করবেন এবং আমরা সেই জয় দলের সভানেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও দলের নেতা অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে তুলে দেব।'

ইভিএমে ভাগ্যবন্দি প্রার্থীদের নিরাপত্তার চাদরে 'স্ট্রং রুম'

বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণভাবে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, মেদিনীপুর ও খড়্গাপুর গণনা কেন্দ্র থেকে জেলার ১৫টি আসনের বিধানসভার ভোট গণনা হবে। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ইভিএম মেশিনগুলি স্ট্রং রুমে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। ঘাটাল কলেজে ঘাটাল, দাসপুর ও চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে। মেদিনীপুর কলেজে গণনা হবে মেদিনীপুর, গড়বেতা, শালবনি ও কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা।

বৃহস্পতিবার শান্তিপূর্ণভাবে দুই-একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ১৫টি আসনে বিধানসভা নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, মেদিনীপুর ও খড়্গাপুর গণনা কেন্দ্র থেকে জেলার ১৫টি আসনের বিধানসভার ভোট গণনা হবে। বৃহস্পতিবার ভোটগ্রহণ পর্ব শেষ হওয়ার পর ইভিএম মেশিনগুলি স্ট্রং রুমে কড়া নিরাপত্তার মধ্যে রাখা হয়েছে। ঘাটাল কলেজে ঘাটাল, দাসপুর ও চন্দ্রকোনা বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা হবে। মেদিনীপুর কলেজে গণনা হবে মেদিনীপুর, গড়বেতা, শালবনি ও কেশপুর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোট গণনা। খড়্গাপুর কেন্দ্রীয় বিদ্যালয়ের গণনা কেন্দ্রে ভোট গণনা হবে দাঁতন, নারায়ণগড়, কেশিয়াড়ি, পিংলা, ডেবরা, সবং, খড়্গাপুর সদর ও খড়্গাপুর গ্রামীণ বিধানসভা এলাকার ।তাই ওই তিনটি গণনা কেন্দ্রের স্ট্রং রুম কড়া নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে দেওয়া হয়েছে, লাগানো হয়েছে অধিক সিসিটিভি। নিরাপত্তার দায়িত্বে রয়েছে কেন্দ্রীয় বাহিনী। সেই সঙ্গে স্ট্রং রুমগুলির সামনে নজরদারিতে রয়েছেন বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরা। তাই স্ট্রং রুমগুলির ভিতরে ইভিএম মেশিনের মধ্যে বন্দি রয়েছে প্রার্থীদের ভাগ্য নির্ধারণ; আগামী ৪ঠা মে জানা যাবে কার ভাগ্যে 'জয়ের তিলক' রয়েছে।

উঃ ও দঃ ২৪ পরগণা

নয়া জামানা

পাথরপ্রতিমায় রোড শোয়ে জনজোয়ার, সমীর জানার পাশে সোনামণি;মহিলাদের নজরকাড়া উপস্থিতি

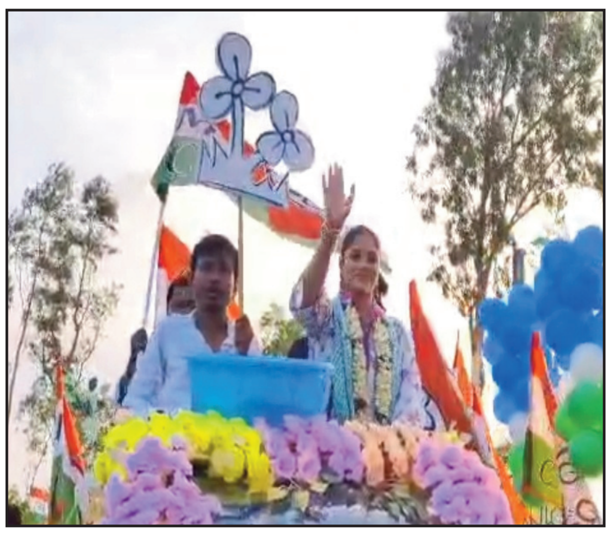

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ ভোটের আগে পাথরপ্রতিমা বিধানসভা কেন্দ্রে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমেই বাড়ছে। শাসকদলের প্রার্থী সমীর কুমার জানা-এর সমর্থনে আয়োজিত রোড শো যেন পরিণত হল জনসমুদ্রে। এই প্রচারযাত্রায় বিশেষ আকর্ষণ ছিলেন টেলিভিশন ও চলচ্চিত্র জগতের জনপ্রিয় মুখ সোনামণি সাহা। কলেজ বোর্ড এলাকা থেকে শুরু হয়ে গঙ্গাধরপুর পর্যন্ত বিস্তৃত এই রোড শো-তে ছিল উপচে পড়া ভিড়। রাস্তার দু'ধারে দলীয় পতাকা, ব্যানার, স্লোগান এবং ঢাকের তালে জমে ওঠে উৎসবের আবহ।

খোলা গাড়িতে দাঁড়িয়ে সমর্থকদের অভিনন্দন গ্রহণ করেন সমীর কুমার জানা, তাঁর পাশেই হাত নেড়ে শুভেচ্ছা জানান সোনামণি সাহা। এই রোড শো-এর অন্যতম উল্লেখযোগ্য দিক ছিল মহিলাদের বিপুল অংশগ্রহণ। বহু মহিলা সমর্থক রাস্তায় নেমে প্রার্থীকে স্বাগত জানান। কেউ ফুল ছড়িয়ে শুভেচ্ছা জানান, কেউ আবার মোবাইলে সেই মুহূর্ত ক্যামেরাবন্দি করেন। স্থানীয়দের একাংশের মতে, এলাকার উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় রাখতেই তাঁরা আবার সমীর জানার পাশে দাঁড়িয়েছেন। উল্লেখ্য, এই কেন্দ্র থেকে চতুর্থবারের জন্য নির্বাচনী লড়াইয়ে নেমেছেন সমীর কুমার জানা। নিজের কাজের উপর ভরসা রেখে তিনি মানুষের সমর্থন চাইছেন। রোড শো চলাকালীন তিনি জানান, তআগেও মানুষের পাশে ছিলাম, ভবিষ্যতেও থাকব।দ অন্যদিকে, সোনামণি সাহাও ভোটারদের উদ্দেশে আবেদন জানিয়ে বলেন, উন্নয়নের স্বার্থে সমীর জানাকে ফের সুযোগ দেওয়া উচিত। সব মিলিয়ে, এই রোড শো পাথরপ্রতিমার নির্বাচনী লড়াইকে আরও জমিয়ে তুলেছে বলেই মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

খুনে দোষী ছেলে, ডায়মন্ড হারবার আদালতের রায়ে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড

পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবাকে খুন করার ঘটনায় ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ডায়মন্ড হারবার আদালত। দীর্ঘ তিন বছর শুনানির পর এই রায় ঘোষণায় মামলার নিষ্পত্তি হল। ঘটনাটি ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই, মগরাহাট থানার মাগুরপুকুর এলাকায়। অভিযোগ, রঘুনাথ মালিক নামে এক যুবক পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের বাবা নিধির মালিকের উপর হামলা চালায়।গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন।

MAGRAHAT POLICE STATION
Diamond Harbour Police District

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ পারিবারিক অশান্তির জেরে বাবাকে খুন করার ঘটনায় ছেলেকে দোষী সাব্যস্ত করে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দিল ডায়মন্ড হারবার আদালত। দীর্ঘ তিন বছর শুনানির পর এই রায় ঘোষণায় মামলার নিষ্পত্তি হল। ঘটনাটি ২০২৩ সালের ১৩ জুলাই, মগরাহাট থানার মাগুরপুকুর এলাকায়। অভিযোগ, রঘুনাথ মালিক নামে এক যুবক পারিবারিক বিবাদের জেরে ধারালো অস্ত্র দিয়ে নিজের বাবা নিধির মালিকের উপর হামলা চালায়।

গুরুতর জখম অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে চিকিৎসকরা মৃত বলে ঘোষণা করেন। এই ঘটনার পর মগরাহাট থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৪ ধারায় মামলা রুজু হয়। পুলিশ দ্রুত অভিযুক্ত রঘুনাথ মালিককে গ্রেফতার করে এবং তদন্ত শুরু হয়। পরবর্তী সময়ে মামলাটি ডায়মন্ড হারবার ফাস্ট ট্র্যাক আদালতে বিচারাধীন ছিল। অবশেষে ২৩ এপ্রিল ২০২৬ তারিখে বিচারক অনিরুদ্ধ সাহার এজলাসে রায় ঘোষণা করা হয়। আদালত অভিযুক্তকে দোষী সাব্যস্ত করে ৮ বছরের সশ্রম কারাদণ্ডের নির্দেশ দেয়।

পাশাপাশি, এই ধরনের অপরাধের বিরুদ্ধে কঠোর বার্তা দেওয়ার কথাও উঠে আসে রায়ে। মামলার শুনানিতে সরকারি পক্ষের হয়ে সওয়াল করেন পিপি ইনচার্জ কামাল হাসান সা। তিনি জানান, দীর্ঘ প্রক্রিয়ার পর আদালতের এই রায় বিচার ব্যবস্থার উপর মানুষের আস্থা আরও দৃঢ় করবে।

এই রায় ঘিরে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। অনেকেই মনে করছেন, পারিবারিক বিবাদ কখনোই হিংসার পথে গড়ানো উচিত নয়;এই ঘটনা তারই মর্মান্তিক উদাহরণ।

বারুইপুরে মোদির হুঙ্কার ! 'মহাজঙ্গলরাজ' আক্রমণে তৃণমূল, ৪ মে-র পর দুর্নীতির ফাইল খোলার বার্তা

শুভজিৎ দাস।। নয়া জামানা ।। বারুইপুর

দ্বিতীয় দফার ভোটের আগে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুরে বড় জনসভা করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পানিহাটির সভা শেষ করে তিনি পৌঁছন টংতলা মাঠে, যেখানে যাদবপুর ও জয়নগর সাংগঠনিক জেলার ১৪ জন বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে আয়োজিত হয় এই সভা। সকাল থেকেই এলাকায় ভিড় জমাতে শুরু করেন কর্মী-সমর্থকেরা। গেরুয়া পতাকা, স্লোগান আর উচ্ছ্বাসে জমে ওঠে গোটা পরিবেশ। মঞ্চে উঠে মোদি প্রথমেই জনতার ভিড় দেখে সন্তোষ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, এই উপস্থিতিই প্রমাণ করছে যে বাংলার মানুষ পরিবর্তন চাইছে। প্রথম দফার ভোট নিয়ে তিনি দাবি করেন, তরেকর্ড ভোটদান হয়েছে, যা পরিবর্তনের ইঙ্গিত।দ তাঁর কথায়, সাধারণ মানুষ তৃণমূল সরকারের বিরুদ্ধে ক্ষুব্ধ এবং বিজেপিকেই বিকল্প হিসেবে দেখছে। এরপরই তৃণমূল কংগ্রেসকে সরাসরি আক্রমণ করেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি অভিযোগ করেন, গত ১৫ বছরে বাংলার আইনশৃঙ্খলা ভেঙে পড়েছে এবং রাজ্য 'মহাজঙ্গলরাজ'-এ পরিণত হয়েছে। তাঁর বক্তব্য, দুর্নীতি, সন্ত্রাস এবং দলীয়করণে সাধারণ মানুষ বিপাকে পড়েছে। প্রশাসন নিরপেক্ষ নেই বলেও অভিযোগ তোলেন তিনি। নারী নিরাপত্তার প্রসঙ্গ তুলে মোদি বলেন, বাংলায় মহিলারা এখন নিরাপদ নন। তিনি দাবি করেন, তৃণমূল সরকার নারীদের সুরক্ষায় ব্যর্থ। একইসঙ্গে তিনি বলেন, তমা-বোনেরাই এবার বাংলার পরিবর্তনের নেতৃত্ব দেবে।দ দুর্নীতি ইস্যুতেও কড়া বার্তা দেন তিনি। মোদির হুঁশিয়ারি, ত৪ মে ফল ঘোষণার পর দুর্নীতির ফাইল খুলবে, কাউকে ছাড় দেওয়া হবে না।দ তিনি এটিকে 'গ্যারান্টি' হিসেবে উল্লেখ করেন এবং বলেন, বিজেপি ক্ষমতায় এলে সব দুর্নীতির তদন্ত হবে। এদিন কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের কথাও তুলে ধরেন তিনি। অভিযোগ করেন, রাজ্য সরকার সেই প্রকল্পগুলি ঠিকমতো বাস্তবায়ন হতে দেয়নি। তাঁর দাবি, বিজেপি ক্ষমতায় এলে উন্নয়ন দ্রুত হবে এবং সাধারণ মানুষ তার সুবিধা পাবে। শেষে তিনি ভোটারদের উদ্দেশে বলেন, তএকটি ভোট শুধু সরকার নয়, ভবিষ্যৎ বদলাতে পারে।দ বিজেপি প্রার্থীদের জেতানোর আহ্বান জানান তিনি। রাজনৈতিক মহলের মতে, এই সভা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় নির্বাচনী লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে। এখন নজর ৪ মে-র ফলাফলের দিকে;এই প্রচার কতটা প্রভাব ফেলবে, সেটাই দেখার।

অমিত শাহর সফরের আগে বড় পদক্ষেপ ! হিঙ্গলগঞ্জের ওসি সাসপেন্ড করল নির্বাচন কমিশন

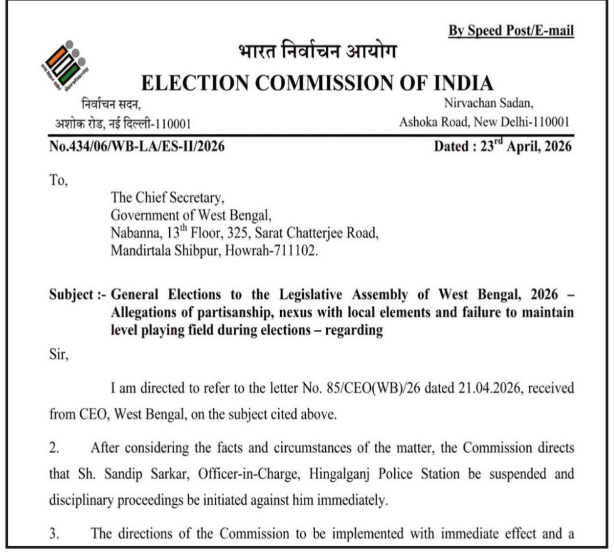

By Speed Post/E-mail

भारत निर्वाचन आयोग
ELECTION COMMISSION OF INDIA

निर्वाचन सदन,
अशोक रोड, नई दिल्ली-110001

Nirvachan Sadan,
Ashoka Road, New Delhi-110001

No.434/06/WB-LA/ES-II/2026 Dated : 23rd April, 2026

To,
The Chief Secretary,
Government of West Bengal,
Nabanna, 13th Floor, 325, Sarat Chatterjee Road,
Mandirtala Shibpur, Howrah-711102.

Subject :- General Elections to the Legislative Assembly of West Bengal, 2026 – Allegations of partisanship, nexus with local elements and failure to maintain level playing field during elections – regarding

Sir,

I am directed to refer to the letter No. 85/CEO(WB)/26 dated 21.04.2026, received from CEO, West Bengal, on the subject cited above.

2. After considering the facts and circumstances of the matter, the Commission directs that Sh. Sandip Sarkar, Officer-in-Charge, Hingalganj Police Station be suspended and disciplinary proceedings be initiated against him immediately.

3. The directions of the Commission to be implemented with immediate effect and a

নয়া জামানা,, উত্তর ২৪ পরগনা ঃ বিধানসভা নির্বাচনের উত্তপ্ত আবহে হিঙ্গলগঞ্জে বড় প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিল ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া । থানার অফিসার ইনচার্জ সন্দীপ সরকারকে সাসপেন্ড করা হয়েছে, যা রাজনৈতিক মহলে ব্যাপক চর্চার বিষয় হয়ে উঠেছে। সূত্রের খবর, তাঁর বিরুদ্ধে পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ, স্থানীয় রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে গোপন যোগাযোগ এবং ভোটের সময় সমান সুযোগ বা 'লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড' বজায় রাখতে ব্যর্থ হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। এই অভিযোগের ভিত্তিতেই কমিশন দ্রুত পদক্ষেপ নেয়। ইলেকশন কমিশন অফ ইন্ডিয়া -এর সচিব সুজিত কুমার মিশ্র রাজ্যের মুখ্যসচিবকে চিঠি দিয়ে অবিলম্বে ওই অফিসারকে দায়িত্ব থেকে সরানোর নির্দেশ দেন। শুধু তাই নয়, ২৪ এপ্রিল সকাল ১১টার মধ্যেই এই নির্দেশ কার্যকর হয়েছে কিনা, তার বিস্তারিত 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' জমা দেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়। জানা গেছে, ২১ এপ্রিল রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক (সি ই ও) একটি রিপোর্ট কমিশনে পাঠান। সেই রিপোর্ট খতিয়ে দেখার পরই এই কঠোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। নির্বাচন কমিশনের এই পদক্ষেপকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা। উল্লেখযোগ্য বিষয়, এর কিছুক্ষণের মধ্যেই হিঙ্গলগঞ্জে সফরে আসার কথা রয়েছে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-এর। তার আগে এই প্রশাসনিক বদল ঘিরে জল্পনা আরও বেড়েছে। কমিশনের এই পদক্ষেপে স্পষ্ট বার্তা দেওয়া হয়েছে;নির্বাচনের সময় কোনো রকম গাফিলতি বা পক্ষপাত একেবারেই সহ্য করা হবে না। সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ ভোট নিশ্চিত করতেই এই কড়া অবস্থান নেওয়া হয়েছে।

সদ্যোজাতের মৃত্যুতে হিঙ্গলগঞ্জ হাসপাতালে উত্তেজনা, নার্সদের বিরুদ্ধে গাফিলতির অভিযোগে বিক্ষোভ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ হিঙ্গলগঞ্জের ৯ নম্বর স্যান্ডেল বিল হাসপাতালকে ঘিরে তীব্র উত্তেজনা ছড়াল সদ্যোজাত এক শিশুর মৃত্যুর ঘটনায়। অভিযোগ উঠেছে, চিকিৎসায় গাফিলতি ও দায়িত্বে অবহেলার কারণেই এই মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছে। পরিবার সূত্রে জানা যায়, সাহেবখালি এলাকার বাসিন্দা রিয়া মন্ডল নামে এক গর্ভবতী মহিলাকে বৃহস্পতিবার গভীর রাতে, প্রায় ১টা নাগাদ প্রসব যন্ত্রণার কারণে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরিবারের দাবি, সেই সময় থেকেই তাঁর শারীরিক অবস্থা ভালো ছিল না। কিন্তু পরিস্থিতি গুরুতর হলেও কর্তব্যরত নার্সরা কোনও চিকিৎসককে খবর দেননি। রাত প্রায় ৩টা নাগাদ হাসপাতালে সন্তানের জন্ম হয়। তবে জন্মের কিছুক্ষণের মধ্যেই শিশুটির মৃত্যু হয় বলে অভিযোগ।

পরিবারের সদস্যদের বক্তব্য, চিকিৎসকের তত্ত্বাবধান ছাড়াই নার্সরাই প্রসব করান। একাধিকবার ডাক্তার ডাকতে অনুরোধ করা হলেও তা উপেক্ষা করা হয় বলেও দাবি তাঁদের। এই ঘটনার পরেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন মৃত শিশুর পরিবারের লোকজন। হাসপাতালে বিক্ষোভ দেখানো হয় এবং দায়ীদের বিরুদ্ধে কড়া শাস্তির দাবি ওঠে। পরিস্থিতি সামাল দিতে স্থানীয় প্রশাসনের হস্তক্ষেপের প্রয়োজন হয়। অন্যদিকে, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও বিস্তারিতভাবে কিছু জানানো হয়নি। তবে পুরো ঘটনার তদন্ত শুরু হতে পারে বলে প্রশাসনিক সূত্রে ইঙ্গিত মিলেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয়দের দাবি, গ্রামীণ হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেবার মান উন্নত করা এবং দায়িত্বে অবহেলার বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নেওয়া অত্যন্ত জরুরি।

বাইক-টোটো চেপে দ্বীপে দ্বীপে ঝর্ণা, সন্দেশখালিতে 'ভূমিকন্যা'র প্রচারে জোয়ার

হাসানুজ্জামান,নয়া জামানা,উত্তর ২৪ পরগনা ঃ সন্দেশখালির দুর্গম নদীঘেরা দ্বীপাঞ্চলে এবার অন্যরকম নির্বাচনী ছবি। ঝর্ণা সরদার-এর প্রচারে যেন নতুন গতি এসেছে। কখনো মোটরবাইকের পেছনে, কখনো টোটোতে চেপে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন একের পর এক প্রত্যন্ত গ্রামে। সঙ্গে আছেন তাঁর পুরনো সঙ্গী দিলীপ মল্লিক এবং দলীয় কর্মী-সমর্থকেরা। জেলেয়াখালি, দুর্গামণ্ডপ, মনিপুর, কোড়াকাটি সহ একাধিক দ্বীপ এলাকায় ঘুরে ঘুরে মানুষের সঙ্গে সরাসরি কথা বলছেন ঝর্ণা। নদীর বাঁধ ধরে, কখনো নৌকা পেরিয়ে তিনি পৌঁছে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের দরজায়। স্থানীয়দের অনেকেই তাঁকে 'ভূমিকন্যা' বলে সম্বোধন করছেন এবং ঘরের মেয়ে হিসেবেই সমর্থন জানাচ্ছেন। গত লোকসভা নির্বাচনে এই বিধানসভা কেন্দ্রে প্রায় ৭৩০০ ভোটে পিছিয়ে ছিল শাসকদল। তার ওপর সন্দেশখালি আন্দোলনের ঘটনাও রাজনৈতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। তাই এবারের নির্বাচনকে তৃণমূল কংগ্রেসের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ বলেই মনে করা হচ্ছে। সেই জায়গায় নারী শক্তিকে সামনে রেখে প্রার্থী করা হয়েছে ঝর্ণা সরদারকে। এলাকার পাত্রপাড়া, মাঝেরপাড়া সহ যেসব জায়গায় আগে আন্দোলন হয়েছিল, সেখানকার অনেক বাসিন্দাই এখন বলছেন;তআমরা ঘরের মেয়েকেই চাই।দ তাই তাঁরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ঝর্ণার হয়ে ভোট চাইছেন। প্রচারে ঝর্ণা সরদারও মানুষের কাছে উন্নয়নের প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। তিনি জানিয়েছেন, প্রাকৃতিক দুর্যোগে পাশে থাকা, রাস্তাঘাট ও জীবনযাত্রার উন্নয়নই তাঁর মূল লক্ষ্য। তাঁর কথায়, তএকবার সুযোগ দিন, আমরা উন্নয়নের কাজ এগিয়ে নিয়ে যাব।দ সব মিলিয়ে, বাইক ও টোটো চেপে দ্বীপ থেকে দ্বীপে ঘুরে বেড়ানো এই প্রচার ইতিমধ্যেই সন্দেশখালির রাজনীতিতে নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

রাতের অন্ধকারে দেওয়াল লেখা ঘিরে বিতর্ক, মুখোমুখি তৃণমূল-ই স ফ

নয়া জামানা , উত্তর ২৪ পরগনা ঃ ভোটের আবহে ফের রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল বসিরহাট উত্তর বিধানসভার ভেবিয়া এলাকায়। অভিযোগ, তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী তৌসিফুর রহমান-এর সমর্থনে করা দেওয়াল লেখা রাতের অন্ধকারে কাদা-মাটি লেপে মুছে দেওয়া হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে ২২২ নম্বর বুথ এলাকায়। স্থানীয় তৃণমূল নেতৃত্বের দাবি, এই ঘটনার পিছনে রয়েছে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্ট (ইসফ)-এর কিছু কর্মী-সমর্থক। তাঁদের বক্তব্য, সম্প্রতি ওই এলাকায় ই স ফ-এর বেশ কয়েকজন কর্মী তৃণমূলে যোগ দিয়েছেন। তার জেরেই ক্ষোভে এই কাজ করা হয়েছে বলে অভিযোগ। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ইতিমধ্যেই হাসনাবাদ থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে। তৃণমূলের তরফে দোষীদের চিহ্নিত করে কঠোর শাস্তির দাবি জানানো হয়েছে। অন্যদিকে, সমস্ত অভিযোগ অস্বীকার করেছেন বসিরহাট উত্তর কেন্দ্রের ই স ফ প্রার্থী মুসা কারিমুল্লা। তাঁর পাল্টা দাবি, তএটা তৃণমূলের সাজানো ঘটনা। নিজেদের কাজ ঢাকতে আমাদের নামে দোষ চাপানো হচ্ছে।দ তিনি আরও অভিযোগ করেন, গত কয়েকদিন ধরেই তাঁদের দলীয় পতাকা ও ফেস্টুন ছেঁড়ার ঘটনা ঘটছে বিভিন্ন এলাকায়। ই এস এফ -এর তরফে জানানো হয়েছে, এই বিষয়ে তারা ইতিমধ্যেই নির্বাচন কমিশনের কাছে প্রমাণসহ অভিযোগ জানিয়েছে। তাঁদের বক্তব্য, তারা হিংসাত্মক রাজনীতিতে বিশ্বাস করে না এবং এই ধরনের ঘটনার সঙ্গে কোনওভাবেই জড়িত নয়। সব মিলিয়ে, দেওয়াল লেখা ঘিরে এই বিতর্কে দুই পক্ষের তরজায় ফের উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে এলাকার রাজনৈতিক পরিবেশ।

২০ বছরের অপেক্ষার অবসান ! কাকদ্বীপ,কুলপি রাস্তায় তিন আধুনিক কালভার্টে স্বস্তির হাওয়া

নয়া জামানা , দক্ষিণ ২৪ পরগনা ঃ দীর্ঘ প্রায় দুই দশকের দুর্ভোগের পর অবশেষে স্বস্তির মুখ দেখছে কাকদ্বীপ,কুলপি সংযোগস্থলের বাসিন্দারা।

জুমাই নস্কর সংলগ্ন মাত্র ৫০০ মিটারের মধ্যে শুরু হয়েছে তিনটি অত্যাধুনিক কালভার্ট নির্মাণের কাজ, যা ঘিরে এলাকায় খুশির হাওয়া বইছে। এতদিন এই রাস্তায় থাকা পুরনো তিনটি কালভার্ট ছিল ভগ্নপ্রায়। বর্ষাকালে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হয়ে উঠত, প্রায়ই দুর্ঘটনার খবর মিলত। স্থানীয়দের অভিযোগ, বহুবার প্রাণহানির ঘটনাও ঘটেছে। এর ফলে কাকদ্বীপ বা কুলপিতে যাতায়াত করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে প্রায় ১৫ কিলোমিটার ঘুরপথ নিতে হত, যা সময় ও খরচ; দুটোই বাড়িয়ে দিত।

এই দীর্ঘদিনের সমস্যার সমাধানে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী মন্টুরাম পাখিরা। তাঁর প্রচেষ্টায় প্রায় ১৬ কোটি টাকার প্রকল্পে তিনটি নতুন কালভার্ট নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। দ্রুত গতিতে চলছে কাজ, দিন-রাত শ্রম দিচ্ছেন কর্মীরা। যদিও এই প্রকল্প নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কও রয়েছে।

বিজেপি প্রার্থী দীপঙ্কর অভিযোগ করেছেন, ভোটের আগে মানুষের মন জিততেই এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তবে পাল্টা জবাবে মন্টুরাম পাখিরা জানান, এটি বহুদিনের দাবি পূরণের বাস্তব উদ্যোগ, শুধু নির্বাচনী প্রচার নয়। স্থানীয় বাসিন্দাদের মতে, কাজের অগ্রগতি দেখে তারা আশাবাদী।

ভোট স্পেশাল

নয়া জামানা

চৌরঙ্গী বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতি নয়না বন্দ্যোপাধ্যায়ের সমর্থনে জনসভায় জননেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি নয়া জামানা, চৌরঙ্গী

যাদবপুর ও টালিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী দেবব্রত মজুমদার এবং অরূপ বিশ্বাসের সমর্থনে জনসভা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের । ছবি নয়া জামানা, যাদবপুর

জগৎবল্লভপুর এবং ডোমজুড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী সুবীর চ্যাটার্জী ও তাপস মাইতির সমর্থনে জনসভায় সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি নয়া জামানা, ডোমজুড়

পূর্ব বর্ধমানের ভাতার বিধানসভা কেন্দ্রের বামফ্রন্ট মনোনীত প্রার্থী হাসিনা খাতুনের সমর্থনে বাড়ি বাড়ি ভোট প্রচারে সামিল কর্মী সমর্থকরা। ছবি নয়া জামানা, বর্ধমান

রোদ গরম উপেক্ষা করে তপ্ত দুপুরে পাড়ায় পাড়ায় জনসংযোগ মেমারি কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী রাসবিহারী হালদার। ছবি আমিনুর রহমান, নয়া জামানা, বর্ধমান

গঙ্গার ঘাটে জনতার মাঝে কুশল বিনিময়ে প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

দমদমে রোড শো করে ভোট প্রচার প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর । ছবি নয়া জামানা, দমদম

দলীয় প্রার্থীর সমর্থনে ভোট প্রচারে জনসভায় তৃণমূল সেনাপতি অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি নয়া জামানা, কলকাতা

বারাসতে পথসভায় তৃণমূল কর্মী সমর্থকদের মাঝে বক্তব্য রাখছেন বারাসত বিধানসভার তৃণমূল প্রার্থী সব্যসাচী দত্ত । ছবি নয়া জামানা, বারাসত

পানিহাটির বিজেপি প্রার্থীর সমর্থনে প্রচার করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। নয়া জামানা

বাংলা জুড়ে হাইভোল্টেজ প্রচারে সাংসদ অভিনেতা দীপক অধিকারী ওরফে দেব । ছবি নয়া জামানা, কলকাতা

দলীয় কর্মী সমর্থকদের সাথে নিয়ে পদযাত্রায় বরাহনগরের তৃণমূল প্রার্থী অভিনেত্রী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি নয়া জামানা, বরাহনগর

বেহালা পশ্চিম এর তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী শ্রীমতি রত্না চট্টোপাধ্যায়ের সমর্থনে পথসভায় বক্তব্য রাখছেন তৃণমূল মুখপাত্র সুদীপ রাহা । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ভাতারে সাইকেলে করে গ্রামে গ্রামে ভোটের প্রচার করছেন বহুজন সমাজ পার্টির প্রার্থী।

রাজ্যের দিকে দিকে তৃণমূলের প্রচারে জনসভা থেকে পদযাত্রায় তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক শ্রী অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

ভবানীপুরে পদযাত্রায় জনগনের সাথে সৌজন্য বিনিময়ে তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । ছবি কুশল রায়, নয়া জামানা

মসজিদে নমাজে বাধা নেই

মূলদ্বারে মহিলা প্রবেশে আপত্তি

সুপ্রিম কোর্টে জানাল মুসলিম ল বোর্ড

মুসলিম মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ কিংবা সেখানে নমাজ পড়ায় বাধা নেই। কিন্তু মূলদ্বার দিয়ে প্রবেশের আবদার করতে পারবেন না তাঁরা। এছাড়াও নারী-পুরুষ একসঙ্গে প্রার্থনালয়ে ঢোকাতেও নিষেধাজ্ঞা থাকবে। শুক্রবার সুপ্রিম কোর্টে জানাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড। সবরিমালা মন্দিরে মহিলাদের প্রবেশাধিকার নিয়ে বিতর্কের মধ্যে ধর্মীয় প্রার্থনালয়ে মেয়েদের প্রবেশ সংক্রান্ত মামলা উঠেছিল ন'জন বিচারপতির সাংবিধানিক বেঞ্চে। সেখানে মুসলিম ল বোর্ডের তরফে আইনজীবী এমআর শামসাদ জানিয়েছেন, ইসলাম বিশদে লিখিত একটি ধর্ম।

যেখানে নিষিদ্ধ, বাধ্যতামূলক এবং প্রস্তাবনা সুস্পষ্ট। সব বিষয়ে বিস্তারিত নির্দেশ রয়েছে।

তিনি আরও দাবি করেন, ইসলামে ধর্মীয়নীতিমালা সুসংগঠিত ।মসজিদে নারীদের প্রবেশের বিষয়ে উল্লেখ করে শামশাদ বলেন, মুসলিম নারীদের মসজিদে প্রবেশ এবং নমাজ আদায়ের অনুমতির বিষয়ে ইসলামি সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে কোনও মতভেদ নেই। একটি নির্দিষ্ট রীতি রয়েছে, যা পালন করতে হবে। এর পরেই মুসলিম ল বোর্ডের প্রতিনিধি জানান, মুসলিম মহিলাদের মসজিদে প্রবেশ কিংবা সেখানে নমাজ পড়ায় বাধা নেই। কিন্তু মূল দ্বার দিয়ে ঢোকার আবদার করতে পারবেন না তাঁরা। পাশাপাশি নারী-পুরুষ আলাদা প্রবেশের বিষয়টিও বাধ্যতামূলক বলে জানান তিনি ।প্রসঙ্গত, মসজিদে বিধিনিষেধ ছাড়াই মহিলাদের নমাজ পড়ার অনুমতি চেয়ে একটি রিট পিটিশনের পরিপ্রেক্ষিতে একথা জানান মুসলিম ল বোর্ডের আইনজীবী। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত জানতে চান যে মহিলাদের মসজিদে প্রবেশের অনুমতি আছে কি না, তখন শামশাদ জানান, বিভিন্ন ইসলামি সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বিষয়ে ঐকমত্য রয়েছে। মহিলাদের মসজিদে প্রবেশে কোনও বাধা নেই। তবে একথাও জানান যে মহিলাদের ক্ষেত্রে নমাজপাঠ অপরিহার্য নয়।

আপের বিপর্যয়ে শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির, রাজ্যসভায় একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা থেকে কত দূরে গেরুয়া শিবির ?

জাতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্যকর মোড়। সংসদীয় রাজনীতিতে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আম আদমি পার্টি। একযোগে আপের সাত সাংসদ গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন।

অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাত ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন রাঘব চাড্ডা, স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানিরা। ফলে রাজ্যসভায় শক্তি অনেকটা বেড়ে গেল।

এনডিএ সার্বিকভাবে আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেরিয়েছে। এবার রাজ্যসভায় এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিজেপি। ২৪৫ আসনের মধ্যে বিজেপির হাতে ছিল ১০৬ জন সাংসদ। এনডিএ'র সম্মিলিত আসনসংখ্যা ১৩৯। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এবার সেই সংখ্যাটা আরও অনেক বাড়ল। আপের ৭ সাংসদ যোগ দেওয়ার ফলে বিজেপি এককভাবে পৌঁছে গেল ১১৩ আসনে। এনডিএ পৌঁছে গেল ১৪৬ আসনে। ২৫০ আসনের রাজ্যসভায় ম্যাজিক ফিগার এমনিতে ১২৬। তবে এই মুহূর্তে কয়েকটি আসন ফাঁকা থাকাই সেটা আরও খানিকটা নেমেছে। অর্থাৎ বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার অনেকটাই কাছাকাছি চলে গেল ।এর বাইরে সরাসরি বিরোধী শিবিরে রয়েছেন ৭৫ জন সাংসদ।

এর মধ্যে ২৯টি কংগ্রেসের। তৃণমূলের ১৩ এবং ডিএমকের ৮ আসন রয়েছে। সমাজবাদী পার্টির ৪ এবং বামেদের ৬টি আসন রয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য দলগুলির মধ্যে আপের সাংসদ সংখ্যা আগে ছিল ১০। সেটা এবার কমে দাঁড়াল তিনে। ওয়াইএসআর কংগ্রেস এবং বিজেডির সাংসদ ৭ ও ৬।

এ বছরের শেষের দিকে আরও ৩৪ আসনের নির্বাচন হওয়ার কথা। সেসময় বিজেপির সংখ্যাটা বেড়ে ১২০ পর্যন্ত হয়ে যেতে পারে। আরও কমতে পারে বিরোধীদের আসন সংখ্যা। রাজ্যসভায় বিজেপির এই বিপুল শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির জন্য বিরাট সুখবর। এই মুহূর্তে যা পরিস্থিতি তাতে লোকসভার চেয়ে রাজ্যসভায় বেশি স্বস্তিদায়ক জায়গায় গেরুয়া শিবির।

বিয়েবাড়ি ফেরত গাড়িতে বেপরোয়া ট্রাকের ধাক্কা

মহারাষ্ট্রে মৃত ৫

আশঙ্কাজনক আরও চারজন

বিয়েবাড়ি থেকে আনন্দ করে ফিরছিল এসইউভির যাত্রীরা। একটু আগে যাঁরা হইচইয়ে মেতে ছিল, এক মুহূর্তে মৃতদেহ হয়ে গেল তাঁরাই! মহারাষ্ট্রে ঘটে গেল এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা।

বেপরোয়া গতিতে চলা একটি ট্রাকের সঙ্গে এসইউভির সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন কমপক্ষে ৫ জন। আহত হয়েছেন আরও অন্তত ৪ জন। ভাণ্ডারা জেলায় ঘটেছে এই দুর্ঘটনা। পুলিশ জানিয়েছে, বৃহস্পতিবার রাতে পাউনি তালুকের আদিল গ্রামের কাছে রাজ্য সড়কে ঘটেছে দুর্ঘটনাটি। কোন্ধাতে ছিল বিয়েবাড়ি। সেখানে আনন্দময় অনুষ্ঠান শেষে হইচই করে গাড়িতে চেপে ফিরছিলেন ৯ জন যাত্রী। গাড়িটির সঙ্গে মুখোমুখি সংঘর্ষ হয় তীব্র গতিতে ছুটে আসা একটি ট্রাকের। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় পাঁচজনের। এদের মধ্যে রয়েছেন এক দম্পতি, মা ও মেয়ে। ওই গাড়িতে থাকা আরও চারজন গুরুতর

আহত হয়েছেন ।প্রাথমিকভাবে স্থানীয়রাই উদ্ধারকাজে হাত দেন। আহতদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে পাঠানোর কাজ শুরু করেন তাঁরাই। পরে খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ। আহতদের মধ্যে কেউ কেউ গুরুতর আহত বলে জানা গিয়েছে। মৃতের সংখ্যা বাড়তে পারে, আশঙ্কা প্রশাসনের। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ট্রাক চালক দুর্গেশ যাদবকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ছত্তিশগড়ের বাসিন্দা ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে নির্দিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের হয়েছে।

ফের বিস্ফোরণের শব্দে কাঁপল ইরান

ফের বিস্ফোরণের শব্দ ইরানে! সপ্তাহ দুয়েক সব থেমে থাকার পর আচমকাই এই শব্দ ঘিরে সংশয়, উদ্বেগ। তাহলে কি ফের শুরু হয়ে গেল লড়াই। যদিও বুধবার ইরান-আমেরিকার যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়িয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । এদিকে ইজরায়েলের তরফেও সংবাদ সংস্থা এএফপিকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, তারা কোনও হামলা নতুন করে চালায়নি। এখনও পর্যন্ত বিস্ফোরণের কোনও কারণ জানা যায়নি। কিন্তু যুদ্ধবিধ্বস্ত ইরানে ফের ঘনাচ্ছে আশঙ্কার মেঘ। এর মধ্যেই ট্রাম্প নতুন করে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন ইরানকে। নিজের সোশাল মিডিয়া ট্রুথ সোশালে তিনি লিখেছেন, 'আমার কাছে বিশ্বের সময় পড়ে আছে, কিন্তু ইরানের হাতে নেইখ টিকটিক করে দৌড়চ্ছে ঘড়ি।' সেই সঙ্গেই তাঁর হুঙ্কার, ইরানের সেনা ইতিমধ্যে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে আমেরিকার হাতে ।ট্রাম্পের এমন হুঁশিয়ারির পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সত্যিই এবার পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করবেন ট্রাম্প? সেই সংশয় অবশ্য দূর করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানিয়েছেন, দআমরা কেন পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে যাব? না, আমি সেসব ব্যবহার করতে চাই না। কারওই নেই। আমরা একেবারে প্রথাগত যুদ্ধেই ওদের পরাস্ত করেছি ।দ উল্লেখ্য, দ্বিতীয় শান্তি বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা।

সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ইসলামাবাদেই তা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, বৈঠকে যোগ দিতে পারেন ট্রাম্পও। কিন্তু বেঁকে বসেছে ইরান। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, তদ্বিতীয় শান্তি বৈঠকে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি ।দ ফলে শান্তি বৈঠকে ইরানের যোগদান এখনও অনিশ্চিত। এদিকে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ইরানের উপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যার লক্ষ্য দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেওয়া।

'হরমুজে ইরানি জাহাজ দেখলেই ধ্বংস করো'

পরমাণু হামলা নিয়েও মুখ খুললেন ট্রাম্প

যুদ্ধবিরতির মেয়াদ বাড়লেও এখনও দ্বিতীয় দফার আলোচনার টেবিলে বসেনি ইরান। এহেন পরিস্থিতির মাঝেই ফের কড়া হুঁশিয়ারি দিলেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । সেনাকে নির্দেশ দিলেন, 'কোনও দ্বিধা নয়, হরমুজে ইরানি জাহাজ দেখামাত্রই তা যেন ধ্বংস করে দেওয়া হয়।' পাশাপাশি ইরানের উদ্দেশ্যে তাঁর বার্তা, 'শান্তি আলোচনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে।' শুধু তাই নয়, ইরানে পরমাণু হামলা চালানো হবে কি না সে বিষয়েও মুখ খুললেন ট্রাম্প। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের এই হুঁশিয়ারি এমন সময়ে সামনে এল যখন আরব সাগরে এসে পৌঁছেছে আমেরিকার বিমানবাহী রণতরী জর্জ ডব্লু বুশ। এই নিয়ে হরমুজের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়েছে তিনটি মার্কিন বিমানবাহী রণতরী। মার্কিন অবরোধের পালটা ইরান পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছে হরমুজ। বন্ধ হরমুজের চাবি খুলতেই কোমর বেঁধে প্রস্তুত হয়েছেন ট্রাম্প। এই অবস্থাতেই সোশাল মিডিয়ায় ট্রাম্প লেখেন, তআমি মার্কিন নৌবাহিনীকে নির্দেশ দিয়েছি হরমুজের জলে মাইন পাতা যে কোনও ইরানি জাহাজ দেখামাত্রই যেন ধ্বংস করা হয়। এই ব্যাপারে যেন কোনওরকম দ্বিধা না করা হয় ।দ পাশাপাশি ট্রাম্প আরও লেখেন, আমাদের মাইন সুইপারগুলি হরমুজে পেতে রাখা মাইন পরিষ্কার করছে। সেই কাজ অব্যাহত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এবং তিনগুণ বর্ধিতমাত্রায় কাজ চালিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

দইরান যদি আলোচনায় বসতে টালবাহানা করে সেক্ষেত্রে বিরাট হামলার হুঁশিয়ারি দিয়ে ট্রাম্প বলেন, 'আমার কাছে বিশ্বের সময় পড়ে আছে, কিন্তু ইরানের হাতে নেইখ টিকটিক করে দৌড়চ্ছে ঘড়ি।' ট্রাম্পের এমন হুঁশিয়ারির পর প্রশ্ন উঠছে, তাহলে কি সত্যিই এবার পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করবেন ট্রাম্প? সেই সংশয় অবশ্য দূর করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট। সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি জানিয়েছেন, দআমরা কেন পরমাণু অস্ত্র ব্যবহার করতে যাব? না, আমি সেসব ব্যবহার করতে চাই না। কারওই পরমাণু অস্ত্র প্রয়োগ করার অধিকার নেই। আমরা একেবারে প্রথাগত যুদ্ধেই ওদের পরাস্ত করেছি ।দ উল্লেখ্য, দ্বিতীয় শান্তি বৈঠক নিয়ে ইতিমধ্যেই তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে আমেরিকা। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ইসলামাবাদেই তা অনুষ্ঠিত হতে চলেছে। শোনা যাচ্ছে, বৈঠকে যোগ দিতে পারেন ট্রাম্পও। কিন্তু বেঁকে বসেছে ইরান। ইরানের বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র ইসমাইল বাঘাই বলেছেন, তদ্বিতীয় শান্তি বৈঠকে অংশগ্রহণের বিষয়ে কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়নি। ফলে শান্তি বৈঠকে ইরানের যোগদান এখনও অনিশ্চিত। এদিকে ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মহলের দাবি, ইরানের উপর নতুন করে কঠোর নিষেধাজ্ঞা আরোপের পরিকল্পনা নেওয়া হচ্ছে, যার লক্ষ্য দেশের অর্থনীতিকে দুর্বল করে দেওয়া।

জল্পনার অবসান, বিজেপিতে যোগ রাঘব চাড্ডার

যাবতীয় জল্পনার অবসান। শেষ পর্যন্ত বিজেপিতে যোগ দিলেন রাঘব চাড্ডা । সূত্রের খবর, আম আদমি পার্টির আরও ছয় নেতা পদ্মশিবিরে যোগ দিয়েছেন। শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিক বৈঠক করেন রাঘব-সহ তিন আপ সাংসদ। সেখানেই ঘোষণা করেন, আপ ছেড়ে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। একটা সময়ে শোনা যাচ্ছিল, নিজের আলাদা দল গড়তে পারেন রাঘব। কিন্তু শেষ পর্যন্ত নাম লেখালেন নরেন্দ্র মোদিদের দলে। সবমিলিয়ে আপের সাত সাংসদ যোগ দিয়েছেন বিজেপিতে। সাংবাদিক বৈঠকে রাঘব জানান, সংবিধানকে হাতিয়ার করে তাঁরা নিজেদের মিশিয়ে দিচ্ছেন বিজেপির সঙ্গে। রাজ্যসভায় আপের সাংসদ সংখ্যার দুই-তৃতীয়াংশ পদ্মশিবিরে যোগ দেবেন, ফলে তাঁরা দলত্যাগ বিরোধী আইনের আওতায় পড়বেন না। সাংবাদিক বৈঠকে তিনজন জানান, আপ ছেড়ে তাঁরা যোগ দিচ্ছেন বিজেপিতে। পরে প্রকাশ্যে আসে দলবদলুদের নাম। আপ থেকে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন, রাঘব চাড্ডা, স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানি ।দল ছাড়ার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে রাঘব বলেন, তআমার ঘাম-রক্ত দিয়ে আপকে লালন করেছি, আমার যৌবনের ১৫টা বছর দিয়েছি। কিন্তু সেই আপ আদর্শচ্যুত হয়েছে। এই দলটা এখন আর দেশের জন্য কাজ করে না, স্রেফ ব্যক্তিগত লাভের জন্য কাজ করে। আমার মনে হয়, সঠিক ব্যক্তি হয়ে ভুল দলে রয়েছি। তাই আপ ছেড়ে আমি জনতার কাছে যাচ্ছি ।দ উল্লেখ্য, রাঘবের বিজেপিতে যোগ দেওয়াটা স্রেফ সময়ের অপেক্ষা বলেই মনে করছিলেন অনেকে। কিন্তু তিনি যে আম আদমি পার্টিতে ধস নামিয়ে দেবেন, সেটা বেশ অপ্রত্যাশিত। উল্লেখ্য, চলতি মাসের প্রথমদিকে রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হয় রাঘবকে। তখন থেকেই আপ সাংসদের বিজেপিযোগের জল্পনা তুঙ্গে ওঠে। সেসময়ে অশোক মিত্তলকে বসানো হয় রাজ্যসভার ডেপুটি লিডার পদে। কিন্তু তিনিও এবার নাম লিখিয়েছেন বিজেপিতে।

প্রসঙ্গত, ইদানিং সোশাল মিডিয়ায় বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন রাঘব। গিগ কর্মীদের অধিকার নিয়ে সরব হয়েছেন তিনি। জনপ্রতিনিধিদের দায়বদ্ধতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। টেলিকম সংস্থাগুলির রিচার্জ কেলেঙ্কারি নিয়েও সরব হয়েছেন। এসব করে তরুণ প্রজন্মের কাছে বেশ উজ্জ্বল ভাবমূর্তিও তৈরি করেছেন। ফলে বিজেপিও রাঘবকে পেয়ে বেশ লাভবান হতে পারে।

আপের বিপর্যয়ে শক্তিবৃদ্ধি বিজেপির

জাতীয় রাজনীতিতে চাঞ্চল্যকর মোড়। সংসদীয় রাজনীতিতে কার্যত নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল আম আদমি পার্টি। একযোগে আপের সাত সাংসদ গেরুয়া শিবিরে যোগ দিলেন। অরবিন্দ কেজরিওয়ালের হাত ছেড়ে গেরুয়া শিবিরে নাম লেখালেন রাঘব চাড্ডা, স্বাতী মালিওয়াল, হরভজন সিং, অশোক মিত্তল, সন্দীপ পাঠক, রাজিন্দর গুপ্তা, বিক্রম সাহানিরা।

ফলে রাজ্যসভায় শক্তি অনেকটা বেড়ে গেল। এনডিএ সার্বিকভাবে আগেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেরিয়েছে। এবার রাজ্যসভায় এককভাবে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতার পথে বিজেপি। ২৪৫ আসনের মধ্যে বিজেপির হাতে ছিল ১০৬ জন সাংসদ। এনডিএ'র সম্মিলিত আসনসংখ্যা ১৩৯। যা ম্যাজিক ফিগারের চেয়ে অনেকটাই বেশি। এবার সেই সংখ্যাটা আরও অনেক বাড়ল। আপের ৭ সাংসদ যোগ দেওয়ার ফলে বিজেপি এককভাবে পৌঁছে গেল ১১৩ আসনে। এনডিএ পৌঁছে গেল ১৪৬ আসনে। ২৫০ আসনের রাজ্যসভায় ম্যাজিক ফিগার এমনিতে ১২৬।

তবে এই মুহূর্তে কয়েকটি আসন ফাঁকা থাকাই সেটা আরও খানিকটা নেমেছে। অর্থাৎ বিজেপি এককভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাওয়ার অনেকটাই কাছাকাছি চলে গেল ।এর বাইরে সরাসরি বিরোধী শিবিরে রয়েছেন ৭৫ জন সাংসদ। এর মধ্যে ২৯টি কংগ্রেসের। তৃণমূলের ১৩ এবং ডিএমকের ৮ আসন রয়েছে। সমাজবাদী পার্টির ৪ এবং বামেদের ৬টি আসন রয়েছে। এর বাইরে অন্যান্য দলগুলির মধ্যে আপের সাংসদ সংখ্যা আগে ছিল ১০। সেটা এবার কমে দাঁড়াল তিনে।

নাম বাদ বঙ্গভোটে যুক্ত ৬৫ ভোটকর্মীর

বঙ্গভোটে যুক্ত ৬৫ জন আধিকারিকের নাম নেই ভোটার তালিকায়। ভোট দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হোক। এই আবেদন জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টে মামলা দায়ের করেন তাঁরা। শীর্ষ আদলত তাঁদের ট্রাইব্যুনালে আবেদন জানানোর কথা বলে মামলা গ্রহণ করেনি। প্রধানবিচারপতি সূর্য কান্ত বেঞ্চের মন্তব্য, 'ট্রাইব্যুনালে আবেদন করুন।' বিচারাধীন তালিকা থেকে বাদ যাওয়া ২৭ লক্ষ ভোটারদের মিলিয়ে ট্রাইব্যুনালে আবেদনের সংখ্যা ৩৪ লক্ষ। তাঁদের মধ্যে ৬৭ জন ভোটকর্মী রয়েছেন। এই ভোটকর্মীরা ভোটাধিকারের অনুমতির জন্য প্রধান বিচারপতির বেঞ্চে আবেদন করেন। বেঞ্চের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাঁদের আইনজীবী বলেন, তনির্বাচনী দায়িত্ব পালনের জন্য জারি করা নোটিসে এপিক নম্বর উল্লেখ করা হয়েছিল। যা পরে মুছে ফেলা হয়। এখন, নির্বাচনী দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরা ভোট দিতে পারছেন না। ট্রাইব্যুনালে আগে থেকেই আবেদন করা হয়েছে ।দ এই যুক্তি শুনে সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, তট্রাইব্যুনালে আবেদন করুন। ট্রাইব্যুনাল যথাপোযুক্ত ব্যবস্থা নেবে ।দ বিচারপতি জয়মাল্য বাগচী বলেন, তএই নির্বাচনে তাঁরা হয়তো ভোট দিতে পারবেন না। তবে আগামিতে তাঁদের ভোটাধিকার সুরক্ষিত করতে হবে ।দএসআইআরের 'বিচারাধীন' তালিকা থেকে নাম বাদ যাওয়া ভোটারদের জন্য ১৯টি টাইব্যুনাল গঠন করছে সুপ্রিম কোর্ট। বাতিল ভোটারদের আবেদন খতিয়ে দেখছেন প্রাক্তন বিচারপতি ও বিচারকরা। এর মধ্যেই ১৪২ নম্বর অনুচ্ছেদ অনুযায়ী, বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করে সুপ্রিম কোর্ট জানায়, নির্বাচনের ২ দিন আগে পর্যন্ত যাঁদের নাম ট্রাইব্যুনাল 'যোগ্য' বলে মনে করবে তাঁরা ভোট দিতে পারবে। সেই মোতাবেক প্রথম দফার নির্বাচনের আগে ১৩৯ জন ভোটারের নাম চূড়ান্ত তালিকায় যুক্ত হয়। ২৯ তারিখ দ্বিতীয় দফার নির্বাচনের আগে ২৭ তারিখ সাপ্লিমেন্টারি তালিকা প্রকাশ করবে কমিশন। সেখানে যাঁদের নাম তালিকায় যুক্ত হবে, তাঁরা ভোট দিতে পারবেন।

টানা তিনবার বিশ্বকাপের টিকিট পেতে ব্যর্থ, হাল ফেরাতে বিশ্বের ‘সেরা’ কোচকে দায়িত্ব দিচ্ছে ইটালি

টানা তিনবার বিশ্বকাপে যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি ইটালি। চারবারের বিশ্বজয়ী দেশে আমূল পরিবর্তনের ডাক উঠেছে। সেখানে এবার নাম জুড়ল পেপ গুয়ার্দিওয়ালার। আজ্জুরিদের দায়িত্ব নেওয়ার প্রস্তাব এলে না করবেন না স্প্যানিশ কোচ। তবে সমস্যা হবে বেতনের ক্ষেত্রে। ম্যাঞ্চেস্টার সিটিতে যে বিরাট পরিমাণ বেতন পান, ইটালির কোচ হলে তার ধারেকাছেও পাবেন না। শেষ পর্যন্ত কি রাজি হবেন স্প্যানিশ মায়েস্ত্রো? ইটালি ফুটবলের দুরবস্থা কাটার কোনও লক্ষণ নেই। বসনিয়া ও হার্জেগোভিনার কাছে হেরে এবারের বিশ্বকাপও খেলা হবে না। দেশজুড়ে বিক্ষোভ, সরে দাঁড়িয়েছেন ফেডারেশন সভাপতি। পদত্যাগ করেছেন কোচ জেনারো গাত্তুসো। সেই জায়গা কে নেবেন? আচমকাই উঠে এল পেপ গুয়ার্দিওয়ালার নাম। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির সঙ্গে তাঁর ২০২৭ সালের জুন পর্যন্ত চুক্তি রয়েছে। ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগ জয়ের দৌড়ে আছে ক্লাব। কিন্তু মরশুম শেষ হলেই কি ইটালিতে পাড়ি দেবেন লিওনেল মেসির প্রাক্তন গুরু? নিজের ফুটবল কেরিয়ারে ইটালির ব্রেসিয়া ও রোমাতে খেলেছেন পেপ। এর আগে জাতীয় দলে কোচিংয়ে আগ্রহ দেখিয়েছেন তিনি। বার্সেলোনার প্রাক্তন কোচ ইটালির দায়িত্ব নিলে জিয়ালুঁইজি দোনারুম্মাদের উন্নতি হবে বলেই মনে করছেন অনেকে। তবে সমস্যা অন্য জায়গায়। সেটা হল বেতন। ম্যাঞ্চেস্টার সিটি ও ইটালির বেতন কাঠামোয় আকাশপাতাল তফাৎ। কীরকম? ইংল্যান্ডের ক্লাবে কোচিং করিয়ে পেপ বছরে পান ২৪.৮ মিলিয়ন ইউরো। ভারতীয় মুদ্রায় ২৭৩ কোটি টাকা। সেখানে ২০১৮ থেকে ২০২৩ পর্যন্ত ইটালির কোচ থাকা রবার্তো মানচিনি পেতেন ৩ মিলিয়ন ইউরো। এক্ষেত্রে উপায় হতে পারে একটাই। পুমার সঙ্গে চুক্তি রয়েছে পেপের। ইটালির সঙ্গে চুক্তির ক্ষেত্রে তারা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিতে পারে। কারণ পেপ দলে আসা মানে একটা দীর্ঘমেয়াদি প্রজেক্ট থাকবে। সব জায়গায় তিনি সাফল্য পেয়েছেন। এই প্রজন্মের অন্যতম সেরা কোচ বলে ধরা হয় তাঁকে। ইটালিতেও কি সেই জমানা শুরু হবে? এখনও উত্তর নেই। তবে ইটালির প্রাক্তন ডিফেন্ডার লিওনার্দো বোনুচ্চি বলে রাখছেন, তআমি মনে হয় এটা কঠিন। কিন্তু স্বপ্ন দেখতে তো কোনও খরচ লাগে না।

এই কারণেই অধিনায়ক হার্দিক

জল্পনা উসকে দিলেন প্রাক্তন ক্রিকেটার

গুজরাট টাইটান্সের বিরুদ্ধে জয়ে স্বস্তি ফিরেছিল। কিন্তু একটা ম্যাচ যেতে না যেতেই ফের কঙ্কালসার চেহারাটা স্পষ্ট হল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স শিবিরে। আইপিএলের ‘এল ক্লাসিকো’তে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সকে একতরফাভাবে হারাল চেন্নাই সুপার কিংস। ১০৩ রানে হেরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় ব্যবধানে হারের লজ্জার নজির গড়েছে তারা। একই সঙ্গে আতশ কাচের নিচে হার্দিক পাণ্ডিয়ার নেতৃত্ব।২০২৪ সালে রোহিত শর্মার কাছ থেকে নেতৃত্ব নেওয়ার পর থেকেই ধারাবাহিক সমালোচনার মুখে পড়েছেন হার্দিক। সেই বিতর্কের আগুনে ঘি ঢাললেন প্রাক্তন ক্রিকেটার সঞ্জয় মঞ্জরেকর। তিনি সরাসরি প্রশ্ন তোলেন মুম্বইয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে। তাঁর কথায়, তহার্দিককে মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে আনা নিঃসন্দেহে ‘ইন্টারেস্টিং’ সিদ্ধান্ত। কিন্তু অনেক সময় ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলো এমন কিছু করে বসে, যা খবরের শিরোনামে থাকে। কারণ তারা আসলে একটি কমার্শিয়াল ব্র্যান্ড। তাই এটা সম্পূর্ণ ক্রিকেটীয় সিদ্ধান্ত নাও হতে পারে।দগুজরাট টাইটান্সে হার্দিকের সাফল্যের প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, তগুজরাটে ওর সাফল্যের পিছনে আশিস নেহরার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। তাই হার্দিককে নেওয়ার পাশাপাশি নেহরাকেও আনার কথা ভাবা যেত।দ এছাড়া মুম্বই দলে নেতৃত্ব বদলের সময় অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির দিকেও ইঙ্গিত দেন মঞ্জরেকর। তাঁর মতে, ততখন জশপ্রীত বুমরাহ, রোহিত শর্মা বা সূর্যকুমার যাদবের মতো অনেক বড় নামকে ছাপিয়ে অধিনায়ক করা হয়েছিল হার্দিককে। তবে প্রথম মরশুমে সিনিয়রদের পূর্ণ সমর্থন না পাওয়ায় ওর উপর চাপটা স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে গিয়েছিল।দ সমর্থকদের প্রতিক্রিয়াও যে পরিস্থিতিকে আরও কঠিন করেছে, সেটিও উল্লেখ করেন তিনি, তভাবুন, একজন অধিনায়ক টসে নামছে আর নিজের সমর্থকদের কাছ থেকে দুয়োধ্বনি শুনতে হচ্ছে। এটা সত্যিই কঠিন বাস্তব।দ উল্লেখ্য, হিটম্যানের কাছ থেকে নেতৃত্ব পরিবর্তনের পর থেকে পাঁচবারের আইপিএল চ্যাম্পিয়নরা আগের ছন্দে ফিরতে পারেনি। ধারাবাহিকতার অভাবে ভুগেছেন হার্দিক। ২০২৪ সালে তাঁর নেতৃত্বে মুম্বই ১৪ ম্যাচ জয় পেয়েছিল চার ম্যাচে। জয়ের শতাংশ ২৮.৫ শতাংশ। ২০২৫ সালে ১৬ ম্যাচে ৯টি জয় পেলেও ফাইনালে উঠতে পারেনি মুম্বই। তাই প্রশ্ন থেকেই যাচ্ছে, মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের নেতৃত্ব পরিবর্তন কি শুধুই ক্রিকেটীয় পরিকল্পনা, নাকি এর পিছনে বাণিজ্যিক কৌশলও কাজ করেছে? উত্তর খুঁজছে ক্রিকেট মহল।

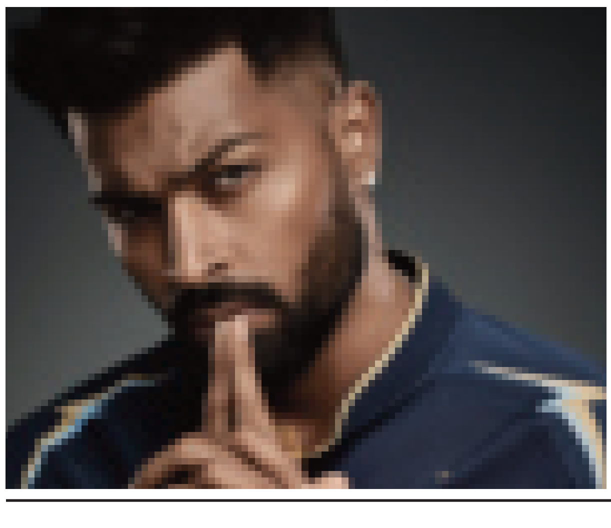

তুঙ্গে ক্রিকেট কূটনীতি

বাংলাদেশের বিশ্বকাপ বয়কটে ‘ভারত বিদ্বেষী’ আসিফকে বিঁধছেন একদা সহকর্মীরাই

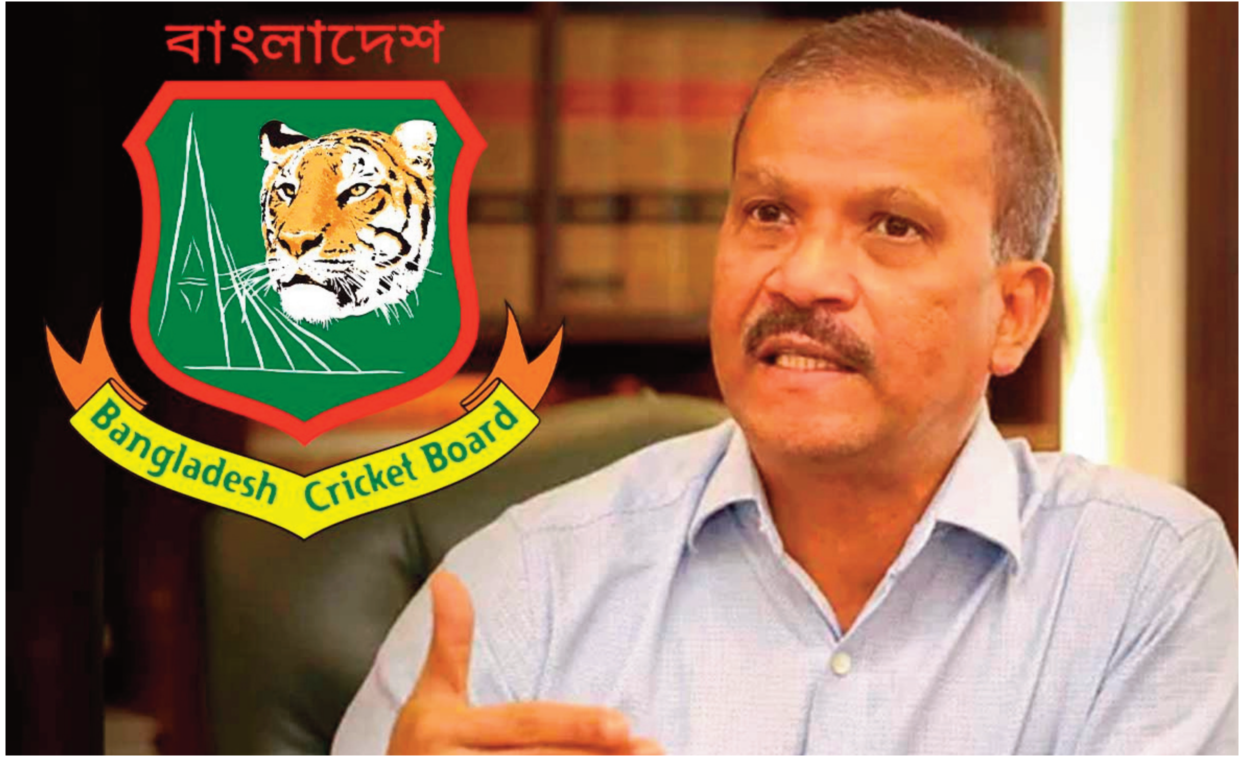

টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপে ভারতে খেলতে আসেনি পাকিস্তান। ক্ষমতার দম্ভে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন মহম্মদ ইউনুসের অন্তর্বর্তী সরকারের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুল। তাঁর একক সিদ্ধান্তে বাংলাদেশ দলের ভারতে টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ায় বাংলাদেশকে এখনও চরম মূল্য গুনতে হচ্ছে। অন্তর্বতী সরকারের মহাক্ষমতাধর উপদেষ্টা আসিফ নজরুল ছিলেন আইন উপদেষ্টাও। সেই সময় যাঁরা নজরুলের পাশে ছিলেন, এখন তাঁরাই নজরুলের বিরোধিতা করছেন। স্পষ্টত, ইউনুসের আমলে যেভাবে ভারত-বিদ্বেষ মাথাচাড়া দিয়েছিল, সেখান থেকে ফিরে আসতে চাইছে বাংলাদেশ। বাংলাদেশে তারেক রহমানের সরকার আসার পর আমিনুল ইসলাম বুলবুলের ক্রিকেট বোর্ড ভেঙে দেওয়া হয়েছে। প্রাক্তন অধিনায়ক তামিম ইকবাল এখন বিসিবির বর্তমান অ্যাডহক কমিটির সভাপতি।

ইউনুস আমলে তাঁকে ‘ভারতের দালাল’ আখ্যা দিয়ে বিতর্ক বাঁধিয়েছিলেন তৎকালীন বিসিবি পরিচালক এম নাজমুল ইসলাম। সেই তিনিই এখন বাংলাদেশের বিশ্বকাপে না যাওয়ার দায় চাপাচ্ছেন সাবেক আইন ও ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের উপর। নাজমুলের বক্তব্য, ততখন যদি এখনকার আসিফ মাহমুদ, সজীব ভুঁইয়ারা থাকতেন, তাহলে পরিস্থিতি ভিন্ন হত। আসিফ নজরুল একটু একরোখা মানুষ। যেটা বলেন, সেটাতেই অটল থাকতে চান। তিনি আমাদের সঙ্গে কোনও কথা বলার আগেই ফেসবুকে নিজের বক্তব্য দিয়ে দেন। অবশ্য আসিফ নজরুল ভারত বিদ্বেষী হিসেবেও পরিচিত। এমনকী পরের দিনও তিনি আরেকটা বক্তব্য দেন। তিনি নিরবচ্ছিন্নভাবে নানা যুক্তি দেখিয়ে নিজের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজ করেছেন।দশুধু নাজমুল নয়, বিসিবির প্রাক্তন পরিচালক আহমেদ সাজ্জাদুল আলমও একই সুর ধরেছেন। নজরুল যে বাংলাদেশকে ভারতে খেলতে দিতে চাননি, তার পিছনে অন্য উদ্দেশ্য দেখছেন সাজ্জাদুল। তিনি বলছেন, তসরকারের ভেতরে থাকা কোনও ব্যক্তি হয়তো বিশেষ কোনও উদ্দেশে এই মনোভাব পোষণ করেছেন বা ব্যক্তিস্বার্থে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন।

এদিকে নতুন সরকারের ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী আমিনুল হক কিছুতেই মানতে পারছেন না যে বিশ্বকাপের মতো গুরুত্বপূর্ণ একটি আসরে বাংলাদেশ অংশ নেয়নি। অন্তর্বর্তী সরকারের উপদেষ্টা আসিফ নজরুল এই সিদ্ধান্ত নিতে বিসিবিকে বাধ্য করেছেন, নাকি বিসিবি’রও দায় আছে? এই প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে চান ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী। গত ১৭ মার্চ তাই জানিয়েছিলেন যে এর তদন্ত করবে ক্রীড়া মন্ত্রণালয়। খুব দ্রুত মূল কারণ বেরিয়ে আসবে বলেই আশ্বস্ত করেছেন তিনি।আমিনুল বলেছেন, তবিসিবির নির্বাচন নিয়ে যেমন অস্বচ্ছতার তদন্ত হয়েছে, আমি চাই এই বিষয়টা নিয়েও যেন তেমন হয়। স্বাধীন একটা তদন্তদল কাজ করবে। আমরাও চাই, বিশ্বকাপে না যাওয়ার আসল কারণ বেরিয়ে আসুক। কারা দোষী, সাজা কী হবে, এসব নিয়ে এখনই ভাবছি না। আগে একটি কমিটি গঠন করা হবে। কমিটি প্রকৃত ঘটনা যাচাই করবে।দ ভবিষ্যতে যাতে বিশ্বকাপের মতো বৈশ্বিক আসরে খেলতে না যাওয়ার ঘটনার পুনরাবৃত্তি আর না ঘটে, সেটাও নিশ্চিত করতে চান আমিনুল। তিনি বলেন, তদেশের ক্রীড়াঙ্গন থাকবে সবকিছুর ওপর। এখানে কোনও রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত হস্তক্ষেপ থাকবে না। আমরা চাই না, নির্দিষ্ট কোনও ব্যক্তি বা কারও স্বার্থে অন্যান্য দেশের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক নষ্ট হোক।

আগামী দিনের কথা চিন্তা করে এবং দেশের ক্রীড়াঙ্গনকে যেন এমন কলঙ্কিত অধ্যায়ের সাক্ষী হতে না হয়, এ জন্য বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের বিশ্বকাপে খেলতে না যাওয়ার কারণ খোঁজা প্রয়োজন।দ বাংলাদেশ সরকারের হঠাৎ এই তৎপরতার মধ্যে কিন্তু রাজনৈতিক পদক্ষেপ খুঁজে পাচ্ছেন অনেকে। ইউনুসের সময় বাংলাদেশে ছিল ‘মবোক্রেসি’র আমল। কথায় কথায় ভারতের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেছেন নেতা-মন্ত্রীরা। যাতে দিল্লি-ঢাকা সম্পর্ক ক্রমশ তলানিতে ঠেকেছে। ক্রিকেটও ছিল তাঁর অঙ্গ। বিশ্বকাপে খেলতে না আসা শুধু ভারত বিদ্বেষ নয়, বাংলাদেশের ক্রিকেটকে আইসিইউতে পাঠানোর চক্রান্ত বলে অনেকে মনে করছেন। এমনকী বাংলাদেশ বিশ্বকাপে না খেলার সিদ্ধান্তে কর্মকর্তারাই মন্তব্য করেছিলেন, পরে নির্বাচিত সরকার এই ‘ড্যামেজ কন্ট্রোল’ করবেন। আপাতত তারেক সরকারকে সেটাই করতে হচ্ছে। তাঁর শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস. জয়শঙ্কর। দিল্লির সঙ্গে দূরত্ব কমাতে ক্রিকেট অন্যতম কূটনৈতিক মাধ্যম হতে পারে। সম্প্রতি বাংলাদেশকে ডিজেলও দিয়েছে ভারত।ক্রীড়া মন্ত্রণালয় তদন্ত কমিটি গঠন করার আগে এখন অনেকটাই পরিষ্কার হয়ে গেছে যে আসিফ নজরুলের জেদের বলি হয়েছে দেশের ক্রিকেট। বিসিবির তৎকালীন পরিচালনা পর্ষদের আরেকজন পরিচালক নাম প্রকাশ না করার শর্তে সাবেক ক্রীড়া উপদেষ্টাকে কাঠগড়ায় তুলেছেন এভাবে,

মুস্তাফিজকে (রহমান) আইপিএল থেকে প্রত্যাহার করার পর থেকে ধারাবাহিকভাবে ঘটনাগুলো সাজালেই তো সব জলের মতো পরিষ্কার হয়ে যায় যে কার ইশারায় কী হয়েছিল।

সে সময় আমাদের কথা কেউই শোনেননি। আসিফ নজরুলের কথায় বিশ্বকাপ খেলতে না চাওয়া চরম মাত্রার বোকামি ছিল।

মিচেল স্টার্ককে নিয়ে অনিশ্চয়তা, শেষ মুহূর্তে তারকা ক্রিকেটারদের সরে দাঁড়ানো নিয়ে ক্ষোভ সৌরভের

আগামী ১ এপ্রিল লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে ম্যাচ দিয়ে আইপিএল ২০২৬ অভিযান শুরু করছে দিল্লি ক্যাপিটালস। কিন্তু টুর্নামেন্ট শুরুর প্রাক্কালে অজি পেসার মিচেল স্টার্কের দলে যোগদান নিয়ে তৈরি হয়েছে বড়সড় ধোঁয়াশা। ক্রিকেট অস্ট্রেলিয়ার পক্ষ থেকে এখনও সবুজ সংকেত না মেলায় মরসুমের প্রথমার্ধে স্টার্ককে পাওয়া যাবে কি না, তা নিয়ে ঘোর অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দিল্লির ডিরেক্টর অফ ক্রিকেট সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায় নিজের হতাশা উগড়ে দিয়ে জানিয়েছেন যে, শেষ মুহূর্তে যখন দলের প্রধান স্তম্ভরা সরে দাঁড়ান, তখন পুরো ভারসাম্যটাই বিগড়ে যায়। সৌরভের মতে, একটি জাতীয় দল গড়ার চেয়ে আইপিএল দল গঠন করা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং, কারণ এখানে সেরা ক্রিকেটাররা ১০টি ফ্র্যাঞ্চাইজির মধ্যে ভাগ হয়ে যায়। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ব্যাক-আপের অভাব না থাকলেও, ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটে স্টার্ক বা পথিরানার মতো কোয়ালিটি প্লেয়ারদের বিকল্প খুঁজে পাওয়া প্রায় অসম্ভব। দিল্লি ক্যাপিটালসের পরিকল্পনা ছিল স্টার্কের গতি এবং সুইংয়ের উপর ভিত্তি করে বোলিং

আক্রমণ সাজানো, কিন্তু অজি বোর্ডের ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের কড়াকড়িতে এখন নতুন করে ভাবনাচিন্তা করতে হচ্ছে টিম ম্যানেজমেন্টকে। শুধু স্টার্কই নন, ইংল্যান্ডের ওপেনার বেন ডাকেটও এবারের আইপিএল থেকে নাম প্রত্যাহার করে নিয়েছেন দেশের ক্রিকেটে মন দেবেন বলে। তারকা প্লেয়ারদের এই শেষ মুহূর্তের সিদ্ধান্তে স্বভাবতই ক্ষুব্ধ ‘মহারাজ’। তিনি বলেন, একজন কোয়ালিটি প্লেয়ার যখন আসে না, তখন সেই শূন্যস্থান পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে আধুনিক ক্রিকেটের ঠাসা ক্রীড়াসূচির চাপে ক্রিকেটারদের মানসিক ও শারীরিক ক্লান্তিকেও অস্বীকার করছেন না তিনি। তাঁর মতে, পরিবার থেকে দূরে টানা ক্রিকেট খেলতে থাকা মোটেও সহজ নয়, তাই ওয়ার্কলোড ম্যানেজমেন্টের গুরুত্ব থাকলেও ফ্র্যাঞ্চাইজিগুলোর জন্য এটি একটি বড় মাথাব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। স্টার্কের অনুপস্থিতিতে দিল্লি এখন কোন কৌশলে লখনউয়ের মোকাবিলা করে, সেটাই এখন দেখার বিষয়।

রিকি পন্টিংয়ের ‘ম্যাজিক টাচ’

পঞ্জাব কিংস ফ্র্যাঞ্চাইজির ভাগ্যের চাকা কি অবশেষে ঘুরতে চলেছে? ২০২৫ আইপিএল মরসুমের শুরুটা অন্তত সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে। আর এই পরিবর্তনের নেপথ্যে যাঁর নাম সবচেয়ে বেশি উচ্চারিত হচ্ছে, তিনি হলেন দলের নতুন হেড কোচ রিকি পন্টিং। গত ১৮ সেপ্টেম্বর দায়িত্ব নেওয়ার পর থেকেই পঞ্জাব শিবিরে এক ইতিবাচক মানসিকতা তৈরি করেছেন এই অজি কিংবদন্তি। বর্তমানে ৮টি ম্যাচের মধ্যে ৫টিতে জয় তুলে নিয়ে পয়েন্ট টেবিলের পঞ্চম স্থানে রয়েছে প্রীতি জিন্টার দল। পন্টিংয়ের কোচিং করানোর ধরণ অনেকটা জনপ্রিয় ওয়েব সিরিজ ‘টেড ল্যাসো’-র প্রধান চরিত্রের মতো; যেখানে নেতিবাচকতার কোনো স্থান নেই। দলের তরুণ ব্যাটার নেহাল ওয়াধেরা এবং প্রভসিমরন সিংরা পন্টিংয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

ওয়াধেরার মতে, পন্টিংয়ের সবচেয়ে বড় গুণ হলো তিনি কখনোই নেতিবাচক কথা বলেন না। কোচের এই অকুণ্ঠ সমর্থন খেলোয়াড়দের আত্মবিশ্বাস বাড়িয়ে দিচ্ছে কয়েক গুণ। প্রভসিমরনের কথায়, ওরা কিংবদন্তি। যখনই কথা বলেন, জয়ের মানসিকতা নিয়ে বলেন।

আমাদের শুধু একটাই লক্ষ্য থাকে; জয়। ব্যাটিংয়ে শক্তি ও বোলিংয়ে চ্যালেঞ্জ এবারের আইপিএলে পঞ্জাবের ব্যাটিং লাইনআপ বেশ শক্তিশালী।

শ্রেয়স আইয়ারের নেতৃত্বে ১৮৫.২১ স্ট্রাইক রেটে ব্যাটিং করছে দল।

জয়ে ফেরার লড়াইয়ে ‘প্রিন্স’ বনাম ‘কিং’, আজ শেষ হাসি হাসবেন কে?

একটা দলের মুখ ভারতীয় ক্রিকেটের ‘কিং’ বিরাট কোহলি প্রতিপক্ষের অধিনায়ক আবার ‘প্রিন্স’ শুভমান গিল শেষ ম্যাচটা ভালো যায়নি দু’পক্ষেরই। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। বিরাটের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (টুঙ্খঙ্ক) ঘরের মাঠে খেললেও সেভাবে রান তুলতে পারেনি। হারতে হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে। শুভমানের গুজরাট টাইটান্সকে আবার হেলাফেলা করে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শুক্রবার সন্ধ্যায় চিন্নাস্বামীতে দু’পক্ষই নামছে জয়ের সরণিতে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি এবার আইপিএলের শুরুটা করেছিল জোড়া জয়ে। তারপর একটা ম্যাচ হারলেও ফের পরপর দু’টো জয় পান বিরাটরা। তবে শেষ ম্যাচে দিল্লির কাছে হারের পর কিছুটা ব্যাকফুটে দল। কারণ একা ফিল সল্ট ছাড়া বলার মতো রান করতে পারেননি কেউই। বিরাট, রজত পাতিদার, টিম ডেভিড, দেবদত্ত পাড়িক্কলরা একসঙ্গে ব্যর্থ হয়েছেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়াই আপাতত লক্ষ্য আরসিবি-র। তবে আগ্রাসী ক্রিকেটের চেনা দর্শন থেকে দল যে সরছে না, স্পষ্ট করেছেন টিম ডিরেক্টর মো বোবাট। তাঁর কথায়, ‘আমি চাই, আমাদের দল এভাবেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে যাক। সঙ্গে সাহসী হতে হবে। সঠিক সময়ে আগ্রাসন ও সাহস দেখানোটা জরুরি। পাশাপাশি দলের অধিনায়ক পাতিদারের প্রশংসাও করেছেন বোবাট। তমাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা রজত ভালোভাবেই করে। কঠিন পরিস্থিতিতে ও মাথা ঠান্ডা রাখতে পারে। সঙ্গে ব্যাটিংয়েও অবদান রাখে। সবমিলিয়ে, দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়।দগুজরাট আবার জোড়া হারের ধাক্কা সামলে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছিল। তবে শেষ ম্যাচে অশ্বনী কুমার-মিচেল স্যান্টনারদের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখিয়েছে শুভমানদের। চিন্নাস্বামীর পাটা উইকেটে নিজেদের ব্যাটিং শুধরে নেওয়াই এখন চ্যালেঞ্জ গুজরাটের। যদিও মুম্বইয়ের কাছে হারকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন না টাইটান্স কর্তা বিক্রম সোলাঙ্কি। তাঁর কথায়, তএকটা-দু’টো ম্যাচের ফলাফলের ভিত্তিতে দলের পরিকল্পনা আমূল বদলে ফেলার কোনও প্রশ্নই নেই। বরং ব্যাটিং-বোলিং দুই বিভাগেই ধারাবাহিক হওয়ার উপর জোর দিচ্ছি আমরা।দ গুজরাট বোলিং নিয়ে এখনও তেমন প্রশ্ন নেই। মহম্মদ সিরাজ, প্রসিদ্ধ কৃষ্ণ, কাগিসো রাবাডা এবং অশোক শর্মাকে নিয়ে গড়া পেস অ্যাটাক আইপিএলের অন্যতম সেরা। স্পিনার রশিদ খানকেও পাওয়া যাচ্ছে চেনা মেজাজে। তবে ব্যাটিং ভাবনা বাড়াচ্ছে রাঠোরদের। কারণ শুভমান ও জস বাটলার ছাড়া সেভাবে রান করতে পারছেন না কেউই। সেসব ভুল শুধরে নেওয়াই এখন চ্যালেঞ্জ গুজরাটের।

কবে থেকে পাওয়া যাবে লভ্যাংশ?

বৈঠকে জানতে পারল না আইএসএল ক্লাবগুলি

একটা দলের মুখ ভারতীয় ক্রিকেটের ‘কিং’ বিরাট কোহলি প্রতিপক্ষের অধিনায়ক আবার ‘প্রিন্স’ শুভমান গিল শেষ ম্যাচটা ভালো যায়নি দু’পক্ষেরই। বিশেষত ব্যাটিংয়ে। বিরাটের রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু (টুঙ্খঙ্ক) ঘরের মাঠে খেললেও সেভাবে রান তুলতে পারেনি। হারতে হয়েছে দিল্লি ক্যাপিটালসের কাছে। শুভমানের গুজরাট টাইটান্সকে আবার হেলাফেলা করে হারিয়েছে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। শুক্রবার সন্ধ্যায় চিন্নাস্বামীতে দু’পক্ষই নামছে জয়ের সরণিতে ফেরার লক্ষ্য নিয়ে। গতবারের চ্যাম্পিয়ন আরসিবি এবার আইপিএলের শুরুটা করেছিল জোড়া জয়ে। তারপর একটা ম্যাচ হারলেও ফের পরপর দু’টো জয় পান বিরাটরা। তবে শেষ ম্যাচে দিল্লির কাছে হারের পর কিছুটা ব্যাকফুটে দল। কারণ একা ফিল সল্ট ছাড়া বলার মতো রান করতে পারেননি কেউই। বিরাট, রজত পাতিদার, টিম ডেভিড, দেবদত্ত পাড়িক্কলরা একসঙ্গে ব্যর্থ হয়েছেন। গুজরাটের বিরুদ্ধে ব্যাটিংয়ের ভুলভ্রান্তি শুধরে নেওয়াই আপাতত লক্ষ্য আরসিবি-র। তবে আগ্রাসী ক্রিকেটের চেনা দর্শন থেকে দল যে সরছে না, স্পষ্ট করেছেন টিম ডিরেক্টর মো বোবাট। তাঁর কথায়, ‘আমি চাই, আমাদের দল এভাবেই আগ্রাসী ক্রিকেট খেলে যাক। সঠিক সময়ে আগ্রাসন ও সাহস দেখানোটা জরুরি।দ পাশাপাশি দলের অধিনায়ক পাতিদারের প্রশংসাও করেছেন বোবাট। তমাঠে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কাজটা রজত ভালোভাবেই করে। কঠিন পরিস্থিতিতে ও মাথা ঠাণ্ডা রাখতে পারে। সবমিলিয়ে, দলকে সামনে থেকে নেতৃত্ব দেয়।দগুজরাট আবার জোড়া হারের ধাক্কা সামলে জয়ের হ্যাটট্রিক করেছিল। তবে শেষ ম্যাচে অশ্বনী কুমার-মিচেল স্যান্টনারদের সামনে রীতিমতো অসহায় দেখিয়েছে শুভমানদের। চিন্নাস্বামীর পাটা উইকেটে নিজেদের ব্যাটিং শুধরে নেওয়াই এখন চ্যালেঞ্জ গুজরাটের। যদিও মুম্বইয়ের কাছে হারকে বাড়তি গুরুত্ব দিচ্ছেন না টাইটান্স কর্তা বিক্রম সোলাঙ্কি।

উইক END

নয়া জামানা

জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু ইনস্টিটিউশন ও কলেজ
SIR J C BOSE INSTITUTION AND COLLEGE
স্থাপিত: স্কুল-১৯২১, কলেজ-১৯৯৪
রাঢ়িখাল, শ্রীনগর, বিক্রমপুর।

বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে অবস্থিত জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৫০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। এই জাদুঘরটি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটায় স্থাপিত। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা স্থানটিতে ছয়টি পুকুর রয়েছে, যা পরিবেশকে আরও মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ববরেণ্য এ বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর পৈতৃক বাড়িটি অ্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘরদ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে তাঁর ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, হাতে লেখা নোট, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং তাঁর জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে। ১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন জগদীশ চন্দ্র বসু। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক। তাঁর আবিষ্কারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেতার তরঙ্গ, ক্রোস্কোগ্রাফ, এবং উদ্ভিদের প্রাণ থাকার প্রমাণ।১৮৮৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভৌত বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন।

বাংলাদেশের মুন্সীগঞ্জ জেলার শ্রীনগর উপজেলার বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে অবস্থিত জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর বাংলাদেশের বিজ্ঞানচর্চার ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ স্থান যা মুন্সীগঞ্জ শহর থেকে প্রায় ৫০ মিনিটের দূরত্বে অবস্থিত। এই জাদুঘরটি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক ভিটায় স্থাপিত। এই প্রাকৃতিক সৌন্দর্যে ঘেরা স্থানটিতে ছয়টি পুকুর রয়েছে, যা পরিবেশকে আরও মনোরম করে তুলেছে। বিশ্ববরেণ্য এ বিজ্ঞানীর মৃত্যুর পর পৈতৃক বাড়িটি অ্যার জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘরদ হিসেবে সংরক্ষণ করা হয়। এখানে তাঁর ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি, হাতে লেখা নোট, ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এবং তাঁর জীবন ও কর্মের নানা দিক তুলে ধরা হয়েছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু এক বিজ্ঞানী ও দার্শনিক

১৮৫৮ সালের ৩০ নভেম্বর ব্রিটিশ ভারতের অধুনা বাংলাদেশের ময়মনসিংহ শহরে জন্মগ্রহণ করেন জগদীশ চন্দ্র বসু। তাঁর পৈত্রিক নিবাস বিক্রমপুরের রাঢ়িখাল গ্রামে। তিনি ছিলেন একাধারে বিজ্ঞানী, দার্শনিক, সাহিত্যিক ও দেশপ্রেমিক। তাঁর আবিষ্কারগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো বেতার তরঙ্গ, ক্রোস্কোগ্রাফ, এবং উদ্ভিদের প্রাণ থাকার প্রমাণ।১৮৮৪ সালে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি ডিগ্রি অর্জন করে দেশে ফিরে তিনি কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ভৌত বিজ্ঞানের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন। গবেষণার প্রতি তাঁর অগাধ নিষ্ঠা ও উৎসর্গের ফলে তিনি বিজ্ঞান জগতে বিশেষ স্থান অর্জন করেন। তিনি প্রথম মাইক্রোওয়েভ যোগাযোগের প্রস্তাব দেন এবং তাঁর গবেষণার ভিত্তিতেই আধুনিক রেডিও প্রযুক্তি উন্নত হয়।

জাদুঘরের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর পৈতৃক বাড়িটি ১৯৯৭ সালে সংস্কার করে জাদুঘরে রূপান্তর করা হয়। ২০১৪ সালে এটিকে আরও সম্প্রসারিত ও আধুনিকায়ন করা হয়। বর্তমানে এটি বাংলাদেশ সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অধীনে পরিচালিত হচ্ছে।

জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর এ কি আছে?

স্যার জগদীশচন্দ্র বসু কমপ্লেক্সটিতে দুটি প্রধান ভবন রয়েছে। একটিতে জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবন ও কর্মের উপর আলোকপাত করা হয়েছে। অন্যটিতে তাঁর ব্যবহৃত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি সংরক্ষিত আছে।

ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ক্রেস্কোগ্রাফ, রেডিও তরঙ্গ গ্রাহক, অটোমেটিক রেকর্ডার সহ বিভিন্ন ধরণের অত্যাধুনিক (তাঁর সময়ের) যন্ত্রপাতি এখানে দেখা যায়। এই যন্ত্রপাতিগুলোর মাধ্যমে তিনি উদ্ভিদের প্রাণশক্তি, রেডিও তরঙ্গ এবং অন্যান্য বৈজ্ঞানিক বিষয় নিয়ে গবেষণা করেছিলেন।

হাতে লেখা নোট ও চিঠিপত্র জগদীশ চন্দ্র বসুর হাতে লেখা নোটবই, গবেষণাপত্র, বিভিন্ন বিজ্ঞানীর সাথে আদান-প্রদানকৃত চিঠিপত্র এখানে সংরক্ষিত আছে। এগুলো তাঁর বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা এবং গবেষণার ধারা সম্পর্কে ধারণা দেয়।

ব্যক্তিগত জিনিসপত্র তাঁর ব্যবহৃত পোশাক, বই, চশমা, লেখার টেবিল ইত্যাদি ব্যক্তিগত জিনিসপত্র এখানে প্রদর্শিত হয়। এগুলো তাঁর ব্যক্তিজীবন সম্পর্কে আভাস দেয়।

মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনী জাদুঘরে আধুনিক মাল্টিমিডিয়া প্রদর্শনীর মাধ্যমে জগদীশ চন্দ্র বসুর জীবন, কর্ম এবং অবদান সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য প্রদান করা হয়।

সময়সূচী সকাল ৯টা থেকে বিকাল ৫টা পর্যন্ত খোলা থাকে। সাপ্তাহের সাত দিনই কমপ্লেক্সটি খোলা থাকে।

জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর যাওয়ার উপায়

ঢাকা থেকে মুন্সীগঞ্জ মাত্র ২৬ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। আপনি স্থলপথ বা নৌপথ ব্যবহার করে সেখানে যেতে পারেন।

স্থলপথ

গুলিস্তান থেকে বিভিন্ন বাস সার্ভিস যেমন ঢাকা ট্রান্সপোর্ট, নয়ন পরিবহন, ডিটিএল, ঝিলিক পরিবহন, দীঘিরপাড় ট্রান্সপোর্টে মুন্সীগঞ্জ যেতে পারেন। ভাড়া ৫০ থেকে ৬০ টাকা। মুন্সীগঞ্জ পৌঁছানোর পর, স্থানীয় পরিবহন যেমন রিক্সা, অটোরিকশা বা সিএনজি ব্যবহার করে রাঢ়িখাল গ্রামে জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘরে যেতে পারবেন।

নৌপথ

সদরঘাট লঞ্চ টার্মিনাল থেকে মুন্সীগঞ্জে নিয়মিত লঞ্চ চলাচল করে। এছাড়া চাঁদপুরগামী লঞ্চও মুন্সীগঞ্জে থামে। সদরঘাট থেকে ভাড়া ৩০ থেকে ৩৫ টাকা। মুন্সীগঞ্জ লঞ্চ ঘাট থেকে স্থানীয় পরিবহন ব্যবহার করে জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘরে যেতে পারবেন।জগদীশ চন্দ্র বসু স্মৃতি জাদুঘর শুধুমাত্র একটি ঐতিহাসিক স্থানই নয়, এটি বিজ্ঞান শিক্ষা ও গবেষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। এই জাদুঘর নতুন প্রজন্মকে বিজ্ঞানচর্চায় উৎসাহিত করবে এবং স্যার জগদীশ চন্দ্র বসুর মতো বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী তৈরিতে অনুপ্রেরণা যোগাবে।

সম্পাদক ঃ মানস কুমার দাস । সংবাদ নয়া জামানার পক্ষে প্রকাশক ও স্বত্বাধিকারী মানস কুমার দাস কর্তৃক ১০৯,মেঘনাথ সাহা সরণী, নিউ ব্যারাকপুর,কলকাতা -৭০০১৩১ থেকে ডিজিটালি প্রকাশিত।